স্পার্টাকাস
হাওয়ার্ড ফাস্ট

হাওয়ার্ড ফাস্ট

স্পার্টাকাস

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৫৬

অনুবাদঃ সুনীল চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদচিত্রঃ চার্লস হোয়াইট

প্রচ্ছদলিপিঃ খালেদ চৌধুরী

মুদ্রকঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-১৩

প্রকাশকঃ সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

৪৭৬৭/৯/০৭
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
১৮. ১২. ৬০.

মূল্যঃ পাঁচ টাকা

অনুবাদকের নিবেদন

'স্পার্টাকাস' অনুবাদ সম্পর্কে পাঠক সমাজের কাছে দু-চারটি কথা নিবেদন করার আছে।

'স্পার্টাকাস' অনুবাদ করা সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমত, 'স্পার্টাকাস'এর ইংরাজী আধুনিক ইংরাজী থেকে কিছুটা পৃথক। বলা যেতে পারে ইংরাজী বাইবেলের সঙ্গে তার ভাষাগত সামঞ্জস্য আছে। আজ থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগেকার রোম-সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক কালের প্রকাশ-রীতি কালগত ব্যবধানটা হয়ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারত না।

অনুবাদ করতে গিয়ে প্রথমেই ভাষা সমস্যায় বিপর্যস্ত হতে হয়। আধুনিক চলিত বাংলা নিতান্তই একালের ব্যাপার। মূল ইংরাজীর সারল্য ও দূরত্বের সঙ্গে কিছুটা মেলে আমাদের রূপকথার ভাষা ও ভঙ্গী। কিন্তু সেই কাকালী-ভাষা অনুবাদের মাধ্যম হবার মত যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যে বাঙালী জীবনের তেমন কোনো ছবি নেই যাকে বলা যেতে পারে স্পার্টাকাসের সমকালীন। সংস্কৃত সাহিত্যে আছে এবং বাংলা অনুবাদে একমাত্র তাই আমাদের ঐতিহ্য। বাংলা ভাষায় তাই এই কালগত দূরত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তৎসম শব্দের আধিক্য অনিবার্য। কিন্তু তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারে ভাষার গঠন রীতিতে এমন একটা কাঠিন্য এসে যায় যা 'স্পার্টাকাস'এর প্রকাশ-ভঙ্গীর বিরোধী। অতএব তৎসম শব্দসম্পদের সঙ্গে রূপকথার লৌকিক সারল্যের সমন্বয়েই হয়ত সে-সমস্যার সমাধান করতে পারে। অনুবাদে এই সমন্বয় সাধনের সাধ্যমত প্রয়াস আছে।

'স্পার্টাকাস' অনুবাদের দ্বিতীয় অসুবিধা স্পার্টাকাসের সমাজ। আমাদের অতীত সমাজের এমন কোন স্তর খুঁজে পাই না যার সঙ্গে রিপাবলিকান রোম তুলনীয়। সেই দাসব্যবস্থা, গ্লাডিয়েটারের লড়াই, ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার রীতি, 'ল্যাটিফুণ্ডিয়া,' 'সেনেট,' 'আমফিথিয়েটার,' "এরেনা", রোম সমাজের বিচিত্র স্তর বিন্যাস, তার সামরিক ও প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা—এ সব একান্তই রোমের। রোমক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বর্তমান ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে তার মিল ও গরমিল নিতান্তই ইতিহাসগত। কিন্তু স্পার্টাকাসের সমাজের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সমাজের যে ব্যবধান তা শুধু ইতিহাসের নয়, ভাবলোকেরও, তার সঙ্গে আমরা আত্মিক যোগ অনুভব করি না। ভারতীয় সমাজেতিহাসে যে ব্যবস্থা অনুপস্থিত, সেই ব্যবস্থার দুর্বিপাকে স্পার্টাকাস চরিত্রের উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতিকে সাহিত্যিক রসমার্জিত করে ভারতীয় কোনো ভাষাতে

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় 'স্পার্টাকাস'এর আবির্ভাবকে সংবর্ধনা জানিয়ে আমি সবিশেষ আনন্দিত। এই ভাষা এক মহান জাতির ভাষা; তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। আমার আনন্দের এ একটা কারণ, কিন্তু সবটা নয়। যখন আমি এই বই লিখি আমি আশা করেছিলাম এর যথার্থ মর্ম নিপীড়িত মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করবে, পীড়ণ ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের সব সংগ্রামই যে বৃহত্তর ব্যাপক এক সংগ্রামের অঙ্গ এই বোধ জাগিয়ে তুলতে কিছুটা অন্তত সাহায্য করবে। কী কাল, কী স্থান, বিচ্ছেদ কোথাও নেই,—আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী মানুষের যুগযুগব্যাপী অভিযান একদিন ক্ষান্ত হবে, সেই অনাগত দিনে আমরা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হব, যুদ্ধ ক্ষুধা অন্যায় অবিচার তখন চিরতরে অপসারিত হবে।

যত বই লিখেছি তার মধ্যে 'স্পার্টাকাস' আমার সর্বাধিক প্রিয়, যদিও জানি এতে ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা যথেষ্টই আছে। যদিও এই বইয়ের পটভূমি রচনায় প্রাচীন রোমকে এবং নায়ক রূপে দাস-বিদ্রোহের নেতা স্পার্টা-কাসকে আমি বেছে নিয়েছি, আসলে কিন্তু এ-সব রূপক মাত্র; এই বইয়ের আসল বক্তব্য স্থান কাল নিরপেক্ষ স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার জন্যে মানুষের সংগ্রাম। ইতিহাসের এই আবরণে আমারই পরিচিত আমারই সমসাময়িক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যক্তিকে আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছি,—তাঁদের মধ্যে এমনও আছেন যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অকপটে আত্মনিয়োগ করেছেন, আবার সেই সব অমানুষও আছে যারা সব শালীনতা বিসর্জন দিয়ে নির্মমভাবে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করছে।

যে সত্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে আজকের আমেরিকার সঙ্গে প্রাচীন রোমের বিস্ময়কর সাদৃশ্য।

উভয় ক্ষেত্রেই শাসক শ্রেণীর সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত, উভয়ক্ষেত্রেই প্রভুত্বের আসনে যারা সমাসীন তাদের নৈতিক চরিত্র এতই অধঃপতিত যে যা কিছু অন্যায়, যা কিছু রুচি ও শালীনতা বিরুদ্ধ তারা তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সেই প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাস অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে এসেছে। এরই মধ্যে আমরা আগামীকালের পাশাপাশি বাস করছি, এবং আমি নিশ্চিত আমাদের মধ্যে অনেকেই স্পার্টাকাসের স্বপ্ন পৃথিবীময় বাস্তবে পরিণত হতে দেখে যেতে পারবেন।

হাওয়ার্ড ফাস্ট

॥ প্রথম খণ্ড ॥

কেইয়াস ক্রাসাসের রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত মহাপথে যাত্রার বিবরণ।

অমরাবতী রোম থেকে কাপুয়া নগরী আয়তনে একটু ছোট, রমণীয়তায় নয়। লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, এই দুই নগরীর মধ্যবর্তী মহাপথটি মার্চ মাসের প্রথম পক্ষ অন্তরিত হবার আগেই জনসাধারণের চলাচলের জন্য পুনরায় অবারিত করে দেওয়া হয়েছিল; তার থেকে কিন্তু বোঝায় না এ পথে চলাচল সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, রোম সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এমন কোনো পথই ছিল না, বিগত চার বৎসরের মধ্যে যার উপর রোম-রাজপথের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বাণিজ্যিক ও পথিক প্রবাহ সম্ভব হয়েছে। কমবেশী উপদ্রব সর্বত্রই ছিল, আর একথা বললে খুব ভুল হবে না, রোম ও কাপুয়ার মধ্যবর্তী মহাপথটি ছিল এইসব উপদ্রবের প্রতীক। কথায় বলে, পথের গতিও যা, রোমের গতিও তাই। সত্যই তাই। পথের ভাগ্যে শান্তি সমৃদ্ধি জুটলে, রোমের ভাগ্যেও তা জুটত।

নগরীর চতুর্দিকে প্রাচীরপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল, কাপুয়ায় ব্যবসা আছে এমন নাগরিক কেবল ব্যবসার প্রয়োজনে সেখানে যেতে পারে। আপাতত ঐ রম্য নগরীতে অবসর বিনোদনের উদ্দেশে যাওয়া রাষ্ট্রের অনভিপ্রেত। কিন্তু কালক্রমে ইতালীতে মধুঋতুর ধীরমন্থর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পথের সব বাধানিষেধ অপসারিত হল। সুরম্য হর্ম্যশোভিত সুদৃশ্য কাপুয়া রোম-বাসীদের আবার ডাক দিল।

কাম্পানিয়ার গ্রাম্য প্রকৃতির আকর্ষণ ছাড়াও অন্য আকর্ষণ ছিল। তা হচ্ছে গন্ধদ্রব্য। যারা সুবাসরসিক অথচ মূল্যাধিক্যের দরুণ সে রসে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য কাপুয়া তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করত। সেখানে এসে তারা গন্ধদ্রব্য যেমন উপভোগ করত তেমনি তার কারবার করে প্রচুর লাভও করত। দুনিয়ার সেরা সেরা আতরের সব কারখানা সেখানে। এই কাপুয়ায় পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত দুর্লভ আতর ও নির্যাস, অনবদ্য গন্ধদ্রব্য, মিশরের গোলাপগন্ধী তেল, শেবার পদ্মমধু, গালিলীর পোস্তকোরক, কমলার নারঙ্গী-বাকলার ও অম্বরীর তেল, সেজ ও পুদিনার পাতা, গোলাপ ও চন্দন কাঠ, এমনি আরও কত অসংখ্য জিনিস। কাপুয়ায়

কেইয়াসের মতে, মহিলা বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ স্থূল; সে ভেবেই পেত না তার ভগ্নীর প্রিয়সখী হবার কী যোগ্যতা এই রমণীর আছে। এ একটা সমস্যা, এবারকার সফরে এ সমস্যার সে সমাধান করবেই স্থির করেছে। এর আগে অনেকবার সে ভেবেছে এই নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে, কিন্তু প্রতিবারই মহিলার জড়বৎ ঔদাসীন্য তাকে নিরুৎসাহ করেছে। ঔদাসীন্য বিশেষ করে তার প্রতি নয়, সব কিছুর প্রতি এক নির্বিশেষ নির্লিপ্ততা। সর্বদাই বিরক্তভাব। কেইয়াসের স্থির বিশ্বাস, মহিলার এই বিরক্তি তাকে বিরক্তিকর হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। তার ভগ্নি কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। তার সহোদরা তাকে যেভাবে উত্তেজিত করে তার পক্ষে তা অস্বস্তিকর। দৈর্ঘ্যে সে তারই মত, চেহারাতেও তাই—হয়ত আরও সুন্দর। এবং রীতিমত সুন্দরী, অন্তত সেই সব ভাগ্যবানদের কাছে যাদের কামনা তার অনিচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের কাছে প্রতিহত হয় নি। তার ভগ্নি তাকে উত্তেজিত করে এবং কাপুয়াযাত্রার এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য তার এই উত্তেজনার যা হোক একটা নিষ্পত্তি। তার এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সে সচেতন। তার ভগ্নি ও ক্লডিয়া এক অদ্ভুত সমন্বয়, অদ্ভুত হলেও বেমানান নয়। কাপুয়া সফরের এই সুযোগে প্রীতিপ্রদ কোন অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনায় কেইয়াস উন্মুখ হয়ে রইল।

রোম ত্যাগ করে কয়েক মাইল অগ্রসর হতেই শাস্তির স্মারকগুলো দেখা যেতে আরম্ভ করল। প্রস্তর বালুকাকীর্ণ কয়েক একর পরিমিত স্বল্প-পরিসর একটা পতিতভূমির উপর দিয়ে মহাপথটা চলে গেছে। এই স্থানটি প্রথম ক্রুশের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। সম্ভবত যার উপর স্মারকগুলো প্রদর্শনের ভার পড়েছিল, সে ভেবেছিল এই স্থানে প্রথম ক্রুশ প্রোথিত করলে তার গুরুত্ব সম্যক বোঝানো যাবে। পাইনের কাঁচা ডালে ক্রুশটা তৈরী, ক্ষরিত গুলো আঠা গায়ে জমে রয়েছে। পিছনের ভূমি অনুচ্চ হওয়ায় ভোরের আকাশপটে ক্রুশটা দাঁড়িয়েছিল নগ্ন নিরাবরণ একটা তির্যক রেখার মত। প্রথম দেখা বলেই হয়ত তা এতো ভয়াবহ বিরাট আকারের বোধ হচ্ছিল যে ক্রুশলগ্ন নগ্ন নরদেহটা প্রায় নজরেই পড়ে না। ক্রুশটার মাথাটা ছিল একটু হেলানো, মাথাভারী হওয়ায় দাঁড় করাবার সময় একটু হেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে ওটাকে অত্যধিক অপার্থিব ও অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কেইয়াস তার ঘোড়ার রাশ টানল, তারপর মৃদুগতিতে তাকে চালিত করল ক্রুশটার দিকে। হেলেনাও হস্তধৃত রুমালের ত্বরিত আন্দোলনে শিবিকাবাহকদের নির্দেশ দিল কেইয়াসের অনুসরণ করতে।

ক্রুশটার সামনে এসে হেলেনার শিবিকা যখন থামল, বাহকদের পথচালক দুস্বরে বলল, "আমরা একটু জিরোব রাণীমা?" চালকটি স্পেনীয়, তার লাটিন ভাঙা ভাঙা ও চেষ্টাকৃত।

"জিরোবি বইকি," হেলেনা অনুমতি দিল। মাত্র তেইশ বছরের তরুণী হলেও, কিন্তু এরই মধ্যে তার পরিবারের অন্যান্য নারীদের মত সে দৃঢ়মতাবলম্বী। অপছন্দ করে না জীবজন্তুকে অকারণে পীড়ন করা, তা সে জানোয়ারই হোক,

আলাদা করা হয়েছে তার পেছনে যুক্তি আছে। যুক্তি মানেই রোম এবং রোম মানেই যুক্তিসঙ্গত।" বোঝা গেল লোকটা বড় বড় বুলি আওড়াতে ভালোবাসে।

"এটা কি স্পার্টাকাস?" নির্বোধের মত ক্লডিয়া প্রশ্ন করল। মোটা লোকটার কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তার ঠোঁট চাটার ধরণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার পিতৃপ্রতিম হাবভাবটা একেবারে নিষ্কাম নয়। কেইয়াস মনে মনে গজরাল,

"লোচ্চা বুড়ো জানোয়ার কোথাকার।"

"না, সোনামণি, ঠিক স্পার্টাকাস নয়।"

"তার লাশটা পাওয়াই যায় নি।" কেইয়াস আর চুপ করে থাকতে পারল না।

"খান খান হয়ে গিয়েছিল, মালক্ষ্মী একেবারে খান খান হয়ে গিয়েছিল।" মোটা লোকটা জাঁকিয়ে বলে চলল। "তোমাদের নরম মন, এ সব ভয়ংকর কথা শোনা ঠিক নয়, তবে আসলে তাই ঘটেছিল।"

ক্লডিয়া শিউরে উঠল, শিহরণটা উপাদেয়। কেইয়াস লক্ষ্য করল মহিলার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তার চোখে এই দীপ্তি এর আগে কখনও সে দেখেনি। কেইয়াসের মনে পড়ে গেল তার পিতা কোনো এক সময়ে তাকে বলেছিলেন, "কেবলমাত্র বাইরের বিচারে নির্ভর ক'রো না।" যদিও নারী-চরিত্র বিচারের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা ভেবে তার পিতা এ উপদেশ দিয়েছিলেন, তবু নারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযুজ্য। ক্লডিয়া যেভাবে মোটা লোকটার দিকে চেয়ে আছে এভাবে তার দিকে কখনও চায় নি। লোকটা বলে চলে,

"বাস্তবিকই তাই। এখন লোকে বলে শুনি স্পার্টাকাস বলে কেউ ছিলই না। শোন কথা। আমি আছি তো? তুমি আছ তো? এই যে এখান থেকে কাপুয়া পর্যন্ত আপ্পিয়ান পথ-বরাবর ছ'হাজার চারশ বাহাত্তরটা লাশ ক্রুশে ঝুলছে, এরা আছে না নেই? বল, এরা কি আছে, না, তাও ভুয়ো? এরা যে আছে তাতে তো সন্দেহ নেই! এবারে সোনামণিরা, তোমাদের আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, বলতো এতগুলো কেন? শাস্তির স্মারক একটাতেই তো যথেষ্ট। তাহলে এ ছ'হাজার চারশ বাহাত্তরটা কেন?"

"কুত্তাগুলোর তাই দরকার ছিল," হেলেনা শান্তভাবে জবাব দিল।

"ছিল কি?" মোটা লোকটা বিজ্ঞের মত ভুরু কোঁচকায়। সে শ্রোতাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, সমাজে তাদের স্থান যত উঁচুতেই থাক, বয়সে তারা অনেক ছোট এবং জগৎ সংসার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কাছে তারা নেহাতই অর্বাচীন, অতএব তার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "হয়ত তাই ছিল। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, এত মাংস জবাই করা কেন যদি তা না খেতেই পারবে? কেন, বলি শোন। এতে দাম চড়া থাকে। বাজারের হাল ঠিক থাকে। সবচেয়ে বড় কারণ মালিকানা। এর ফলে মালিকদের বেশ কতকগুলো জটিল সমস্যার সমাধান

পারা যেত রোম থেকে, ফরমিএ থেকে, কাপুয়া থেকে তুমি কতদূরে আছ। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর পান্থশালা, সঙ্গে অশ্বশালা। সেখান থেকে খাবার পাবে, ঘোড়া পাবে এবং যদি প্রয়োজন বোধ কর রাত্রিবাসের সুবিধাও পাবে। অনেকগুলি পান্থশালা রীতিমত জমকালো, সামনে প্রশস্ত অলিন্দ, সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের সুব্যবস্থা। কয়েকটিতে স্নানাগারও ছিল, শ্রান্ত পথিকেরা সেখানে স্নান সেরে ক্লান্তি দূর করত। অপর কয়েকটিতে ছিল সুন্দর আরাম-প্রদ শয়নকক্ষ। সদ্য নির্মিত পান্থশালাগুলি গ্রীক মন্দিরের ধাঁচে তৈরী। পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর স্বাভাবিক শোভা তারা বর্ধন করত।

ভূমি যেখানে নিম্ন, সমতল অথবা জলা, পথকে সেখানে আশেপাশের জমি থেকে দশ থেকে পনরো ফুট পর্যন্ত উঁচু করে চাতালের মত করে দেওয়া হত। বন্ধুর বা পার্বত্য ভূমি ভেদ করে পথ যেত এগিয়ে। গিরিসঙ্কট অতি-ক্রম করে যেত পাথরের খিলান বিছিয়ে।

মহাপথ ঘোষণা করত স্থায়িত্ব। এবং রোমের জীবনের স্থায়িত্বের প্রতিটি উপাদান এই পথ বহন করত। সেনাদল সারিবদ্ধভাবে দিনে ত্রিশ মাইল হারে এই পথ অতিক্রম করত এবং পর পর প্রতি দিনই পথচলার এই হার বজায় রাখত। এই পথের উপর দিয়ে যেত রাজ্যের নানা পসরা বোঝাই মালগাড়ী। তাতে থাকত গম, যব, কাঁচালোহা, কাটা কাঠ, কাপড়, পশম, তেল, ফল, পনীর, সেঁকা মাংস। এই পথেই নাগরিকেরা তাদের বিধিসঙ্গত ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। অভিজাত বংশীয়েরা এই পথ দিয়েই তাঁদের পল্লীনিবাসে যাতায়াত করতেন। সার্থবাহ ও পরিব্রাজক এই পথেই যাত্রা করত। দাস কাফেলার বাজারে আনাগোনার পথ ছিল এসটেই। সর্বদেশের সর্বজাতির লোক এই পথের পথিক, পথ চলতে চলতে সবাই রোমের স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার পরিচয় লাভ করত।

এই সময় মহাপথের ধার বরাবর কয়েক ফুট অন্তর অন্তর একটি করে ক্রুশ প্রোথিত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ক্রুশে ছিল একটি করে মৃতব্যক্তি।

৪

সকাল হতেই বেশ গরম পড়ল। এতটা গরম পড়বে কেইয়াস ভাবেনি। কিছুক্ষণ যেতেই গলিত শবের দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠল। মেয়েরা আতরে রুমাল ভিজিয়ে অনবরত নাকে চেপে ধরতে লাগল। কিন্তু এত করেও দমকা দুর্গন্ধের ঝাপটাকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না এবং দুর্গন্ধজনিত প্রতিক্রিয়াও কিছুমাত্র লাঘব হল না। মেয়েরা অসুস্থ বোধ করতে লাগল। কেইয়াস শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে দলের থেকে পিছিয়ে পড়ল এবং পথের ধারে গিয়ে বমি করে অস্বস্তি দূর করল। এর ফলে সারা সকালটাই পণ্ড হয়ে গেল।

"মানে এই গরু-ভেড়া নিয়ে। আমার কারবার পক্ক মাংসের। আমার একটা কারখানা রোমে, আরেকটা টারাসিনায়। সেখান থেকেই আমি আসছি। আপনারা যদি কাবাব খেয়ে থাকেন আমার তৈরী কাবাবই খেয়েছেন।"

কেইয়াসের মুখে মৃদু হাসি, মনে মনে সে ভাবছে, "লোকটা যে আমায় ঘৃণা করে ওর চাউনিতেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কী খুশী এখানে বসতে পেয়ে। এই লোকগুলো এক একটা আস্ত শুয়োর।"

"শুয়োরেরও কারবার করি," সেনভিয়াস বলল। সে যেন কেইয়াসের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

"আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমরা খুব খুশী হলাম, ফিরে গিয়ে আপনার শুভেচ্ছা বাবাকে জানাবো," হেলেনা ভদ্রভাবে বললে। সেনভিয়াসের দিকে তাকিয়ে হেলেনা মধুর হাসি হাসে, সেনভিয়াসও তার দিকে চায়, মনে হয় এই যেন প্রথম দেখা। সেনভিয়াসের চোখ যেন বলছে, "অভিজাত বা অনভিজাত, তুমি তো নারীই।" কেইয়াস মনে মনে তার চাউনির ব্যাখ্যা করে, "আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে কেমন লাগবে সখী?" সেনভিয়াস ও হেলেনা পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে। কেইয়াসের তা নজর এড়ায় না। সে পারলে সেনভিয়াসকে খুন করত, কিন্তু নিজের ভগ্নিকেই সে ঘৃণা করল বেশী।

"আপনাদের আলাপ আলোচনায় আমি বাধা দিতে চাই না," সেনভিয়াস বলল। "আপনারা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন, বলুন।"

"একটা বাজে নাটক সম্পর্কে আজেবাজে কথা হচ্ছিল।"

এরপরেই খাবার এলো এবং তারা আহারে মনোনিবেশ করল। হঠাৎ ক্লডিয়া মাংসের একটা টুকরো মুখে তুলতে গিয়ে এমন একটা কথা বলে ফেলল যা পরে কেইয়াসের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে।

"শাস্তির স্মারকগুলো নিশ্চয় আপনাকে খুব বিচলিত করেছে?"

"শাস্তির স্মারক?"

"মানে ক্রুশে লটকানো মড়াগুলো।"

"বিচলিত? কেন?"

"এতটা তাজা মাংস অপচয় হল।" ক্লডিয়া শান্তভাবে বলল। তার হাবভাবে চাতুরীর চিহ্নমাত্র নেই, নিছক শান্তভাব। তারপর নির্বিকারে হংস-মাংস ভক্ষণে মনোনিবেশ করল। কেইয়াস দাঁতে দাঁত দিয়ে জোর করে মুখ গম্ভীর করে রইল, নইলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। আর সেনভিয়াসের মুখটা প্রথমে রাঙা হয়ে উঠে তারপর ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু ক্লডিয়া বুঝতেই পারল না সে কী কান্ড করেছে, নিশ্চিন্তে সে খেয়েই চলল। কেবল হেলেনা আন্দাজ করল কাবাবওয়ালা যা ছিল তার থেকে কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। আসন্ন সংঘাতের প্রত্যাশায় সে রোমাঞ্চিত। সে চাইছিল সেনভিয়াস আঘাতটা ফিরিয়ে দিক এবং খুশী হল যখন সে ফিরিয়ে দিল।

কেউ কেউ বেদুইন। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ভারী ভারী পেটিকা। রোম সাম্রাজ্যে পথই প্রধান সমীকারক, সব পথিককে এক স্তরে নামিয়ে আনে। কেইয়াসকেও তাই দেখা গেল বৈষয়িক বণিকের সঙ্গে আলাপে নিরত, যদিও আলাপটা বেশীর ভাগই হচ্ছিল একতরফা এবং তরুণ পথিকটি মাঝে মাঝে শুধু একটু মাথা নেড়ে তাতে অংশগ্রহণ করছিল। কোনো রোমানের সঙ্গে দেখা করতে পারলে শাবাল নিজেকে ধন্য মনে করে কারণ রোমানদের সে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করে। রোমান হলেই হল, এর উপর যদি অভিজাত ও উচ্চপদস্থ হয় তা হলে তো কথাই নেই। কেইয়াসকে দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে সে তাই। প্রাচ্য-দেশবাসী এমন অনেকে আছে যারা রোমানদের কোনো কোনো আচার ব্যবহার ঠিকমত বুঝতে পারে না। এই যেমন মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা। শাবাল কিন্তু তাদের দলে নয়। বাইরে যাই হোক যে-কোনো রোমানকে একটু খোঁচা মারলেই দেখা যাবে ভিতরটা লোহার মত কঠিন। পথের দুধারে শাস্তির এই স্মারকগুলোই তো তার প্রমাণ। ক্রুশগুলো শুধুমাত্র চোখে দেখে তার গোলামগুলো কে কী পরিমাণ শিক্ষা লাভ করছে তাই ভেবে সে অত্যন্ত খুশী।

"আপনি হয়ত শুনলে বিশ্বাসই করবেন না," মুজেল শাবাল সাবলীল ল্যাটিন বলে কিন্তু বিকৃত উচ্চারণে, "কিন্তু আমার দেশে অনেকে সত্যি ভেবে-ছিল স্পার্টাকাসের কাছে রোম হার মানবে। আমাদের দেশের গোলামদের মধ্যে ছোটখাটো একটা বিদ্রোহও দেখা দিয়েছিল, শক্তহাতে তা অবশ্য আমরা দমন করেছি। আমি তাদের বলেছিলাম, রোমের তোমরা কতটুকু বোঝ? ইতিহাসে যা জেনেছ অথবা নিজেদের চারপাশে যা দেখছ, ভাবছ রোমও বুঝি তাই। ভুলে যাচ্ছ দুনিয়ায় রোম এক অভিনব সৃষ্টি, ইতিহাসে তার দোসর নেই। রোম যে কী, তাদের কাছে কী করে বোঝাই বলুন? ধরুন যেমন এই 'গ্রাভিটাস' কথাটা। ওরা এর বুঝবে কী? বাস্তবিক যারা রোমকে প্রত্যক্ষ-ভাবে জানে নি, রোমের নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি, তারা এর মর্ম বুঝবে কী করে? 'গ্রাভিটাস'—যারা একাগ্র, দায়িত্ববোধে সচেতন, কার্যক্ষেত্রেও অটল। 'লেভিটাস' আমরা বুঝি, এ তো আমাদেরই জাতিগত অভিশাপ। কোনো কিছুতেই আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না, আমরা হেসেখেলে দিন কাটিয়ে দিতে উদ্‌গ্রীব। রোমানের কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, জাতিগত ধর্মের সে একনিষ্ঠ সাধক। 'ইনডাস্ট্রিয়া', 'ডিসিপ্লিনা', 'ফ্রুগালিটাস', 'ক্লিমেনশিয়া'—আমার কাছে রোম হচ্ছে এ কথা ক'টি। রোমের রাজপথে ও রাজ্যশাসনে অব্যাহত শান্তির রহস্য এইখানেই। আচ্ছা আপনিই বলুন, একথা বোঝানো যায়? এই যে শাস্তির স্মারকগুলো, এগুলো দেখে আমার এতো ভালো লাগছে। বোঝা যায়, ছেলেখেলা করা রোমের ধাতে নেই। যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি, এই তো রোমের বিচার। স্পার্টাকাসের ঔদ্ধত্য ছিল এখানেই —সে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। অথচ লুটতরাজ হত্যা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া তার তরফ থেকে দেবার কিছুই ছিল না। রোম শৃঙ্খলার

বয়সেও তরুণ দেখতেও সুন্দর। ব্যবহারও দ্বিধাসংকোচহীন। পেশাদার সৈনিক হিসেবে বেশ নাম করছে। হেলেনাকে সে আগেই জানত। ক্লডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় খুশী হল। তার আজ্ঞাধীন সৈন্যদলটা সম্পর্কে এদের মতামত জিজ্ঞাসা করে সে তার পেশাদারী মনোবৃত্তিটা একটু বেশীমাত্রায় জাহির করল।

"অসভ্য অকথ্য—শুধু হৈহল্লায় ওস্তাদ," কেইয়াস তার অভিমত জানায়।

"তা বটে—তবুও কিন্তু ভালো।"

"ওরা সঙ্গে থাকলে আমার কোনো কিছুতে ভয় নেই," ক্লডিয়া তার নিজের কথা বলে। পরে আবার যোগ করে, "কিন্তু ওরাই হওয়া চাই।"

"বেশ তো, এখন থেকে ওরা আপনারই গোলাম, ওরা আপনারই সঙ্গে যাবে," ব্রুটাস তার পৌরুষ জাহির করে। "বলুন কোথায় যেতে হবে?"

"আজ আমরা রাত কাটাব ভিলা সালারিয়ায়" কেইয়াস জানায়, "তোমার হয়ত মনে আছে এখান থেকে আরও মাইল দুয়েক দূরে একটা শাখাপথ বেরিয়ে গেছে।"

"তাহলে এই দুমাইল তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যেতে পার" ব্রুটাস ঘোষণা করে, তারপর হেলেনাকে প্রশ্ন করে,

"অভিযাত্রী সেনাদলের পাহারায় কখনো পথ চলেছ?"

"আমার অত কদর কোনোকালে ছিলও না, আজও নেই।"

"ওই জন্যেই তো তোমার কদর আমার কাছে অত্যন্ত বেশী," তরুণ সামরিক কর্মচারী বলে। "আমাকে একটিবার সুযোগ দাও। একবারটি দেখ। ওদের আমি তোমার পায়ে সঁপে দিচ্ছি। এ সৈন্যদল তোমার।"

"আমার পায়ে রাখার পক্ষে ওদের আমি দুনিয়ার সবচেয়ে অযোগ্য পদার্থ বলে মনে করি।" হেলেনা প্রতিবাদ জানায়।

অতঃপর সৈনিকপ্রবর সুরাপান শেষ করল, তারপর শূন্য পাত্রটা অপেক্ষমান দ্বারীর দিকে নিক্ষেপ করে স্বীয় কণ্ঠলগ্ন রুপার বাঁশীতে ফুঁ দিল। তীক্ষ্ন বিকট সুরে বাঁশীটা বেজে উঠল, চারবার উঁচু পর্দায়, চারবার নিচু পর্দায়। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকেরা পাত্রের মদ কোনক্রমে নিঃশেষ করে আপনমনে শাপান্ত করতে করতে দৌড় দিল যেখানে ঢাল বর্শা ও শিরস্ত্রাণ রাখা ছিল। ব্রুটাস বার বার তার বাঁশী বাজিয়ে চলল। বারংবার ধ্বনিত বাঁশীর সংকেতে জেগে উঠল তীব্র নিখাদের আবেদন। সৈনিকদের প্রতিক্রিয়ায় মনে হল এই ধ্বনি-সংকেত তাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর সরাসরি কার্যকরী। তারা সংঘবদ্ধ হয়, তারপরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুভাগে পৃথক হয়ে যায়, অবশেষে দুপাশে সারিবন্দীভাবে দুই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মানুবর্তিতার চমৎকার অভিব্যক্তি। মেয়েরা সাধু সাধু বলে ওঠে। এমন কি কেইয়াসও, তার বন্ধুর ভাঁড়ামিতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেনাদলের নিখুঁত ক্রিয়াকলাপে প্রশংসা না করে পারে না।

লগ্ন হয়ে ঝুলছে। ব্রুটাস সেগুলোকে ইশারা করে দেখালে। "তুমি কি সৈনিকদের শান্তশিষ্ট ভালোমানুষটি আশা করেছিলে। এই যা দেখছ, এ তো এদেরই কীর্তি। আমার এই দলটাই ওদের আটশ' জনকে ক্রুশে লটকিয়েছে। শান্তশিষ্ট এরা মোটেই নয়, এরা নির্মম গুণ্ডা প্রকৃতির, অম্লান বদনে খুন করতে পারে।"

"সেই জন্যেই কি ওরা ভালো সৈনিক ?" হেলেনা প্রশ্ন করে।

"তাই তো মনে হয়।"

ক্লডিয়া বললে, "ওদের একজনকে আনান তো।"

"কেন ?"

"কারণ, আমার ইচ্ছা আপনি আনান।"

ব্রুটাস 'তথাস্তু' বলে না-বোঝার ভঙ্গীতে কাঁধদুটো একটু ঝাঁকানি দেয়, তারপর হাঁকে "সেক্সটাস, দল ছেড়ে এদিকে শুনে যাও।"

একজন সৈনিক পংক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসে, ছুটে যায় শিবিকা দুটোর সামনে। তারপরে মাঝখানে। কুর্নিশ করে, তারপর আজ্ঞাকারীর সামনে দাঁড়িয়ে তালে তালে পা ফেলতে থাকে। ক্লডিয়া উঠে বসে, হাত দুটো যুক্ত করে একাগ্রভাবে তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। লোকটা মধ্যবয়সী, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারা। উন্মুক্ত বাহুদুটো, গলা ঘাড় মুখ রোদে পুড়ে মেহগনি কাঠের মত তামাটে হয়ে গেছে। ধারালো তার দেহের গঠন, চামড়ায় লেশমাত্র কুঞ্চন নেই। কলেবর ঘর্মাক্ত। ধাতব শিরস্ত্রাণ তার মাথায়, আর চার ফুট প্রকাণ্ড ঢালটা তার পিঠের বোঝার ওপর দিয়ে ঝুলছে। একহাতে সে ধরে রয়েছে একটা বর্শা, ছ' ফুট লম্বা দু' ইঞ্চি ব্যাস শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরী; তার অগ্রভাগে আঠারো ইঞ্চির এক বিকট ভারী লোহার ত্রিশূল-ফলক। খর্বাকার ভারী একটা স্পেনীয় তলোয়ার তার কোমরবন্ধে সংলগ্ন। তিনটি লৌহকবচ বক্ষোপটে চর্মাবরণের সঙ্গে গ্রথিত। প্রতিটি স্কন্ধও ত্রিপট্টা-বরিত। আরও তিনটি লৌহকঞ্চুক তার কটিদেশে আলম্বিত, পদচারণার সময় তার জানুতে সেগুলো প্রহত হতে থাকে। নিম্নবাস চর্মনির্মিত এবং হাঁটু পর্যন্ত চর্মপাদুকা। কাঠ ও ধাতুর এই গুরুভার বহন করে সে অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে। দেহলগ্ন ধাতব বর্মগুলি তৈলসিক্ত, যেমন তৈলসিক্ত তার অস্ত্রশস্ত্র। তেলের চামড়ার ও ঘামের ভ্যাপসা গন্ধের সমন্বয়ে এমন একটা গন্ধের উদ্ভব হয়েছে যার বৈশিষ্ট্য রোমান সমরযন্ত্রের নিজস্ব, অর্থাৎ তিন দিকেরই আভাস তাতে আছে—পেশার, শক্তির ও যন্ত্রের।

কেইয়াস ওদের যতদূর পিছনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে সেখান থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ক্লডিয়ার মুখের একটা পাশ, দেখতে পাচ্ছে তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে এবং থেকে থেকে জিভ দিয়ে তা লেহন করছে, দেখছে সৈনিকটির প্রতি তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ।

"বরঞ্চ ওগুলো দেখতেই উদগ্রীব ছিলাম," উত্তরে কেইয়াস বলে। "অস্বস্তি তেমন আর কি! তবে, এধারে ওধারে, হয়ত এক আধটা লাশ পাখীর ঠোকরানির চোটে হাঁ হয়ে গেছে। এইগুলো কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে সেগুলোর দিক থেকে যখন বাতাস বইছিল। তখন কী আর করা যাবে। মেয়েরা শিবিকার ঘেরাটোপগুলো টেনে দিচ্ছিল। বেয়ারাগুলো কিন্তু এর জন্যে বেশ নাকাল হয়েছে, মাঝে মাঝে দু একটা কাহিলও হয়ে পড়েছে।"

"বোধ করি তারা চিনতে পেরেছে।" সেনাধ্যক্ষ হাসতে হাসতে বলে।

"হয়ত তাই। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন, গোলামদের মনের ভাব এই রকম হয়? আমাদের বেয়ারাগুলো বেশীর ভাগই তো জন্মেছে গোলাম-খানায়। আপ্পিয়াস মাণ্ডেলিয়াসের আখড়ায় ছেলেবেলাতেই তারা চাবুক খেয়ে দুর্মুস হয়েছে। তারা জোয়ান ঠিক, তবে জানোয়ারদের থেকে তাদের খুব পার্থক্য নেই। তাই ভাবছি, তারা চিনতে পেরেছে কি? গোলামেরা এইরকম একভাবে ভাবতে পারে, চট্ করে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। কিন্তু আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। আপনি কি মনে করেন, গোলাম-মাত্রই স্পার্টাকাসের জন্যে কমবেশী কিছুটা ভেবেছিল?"

"আমার মনে হয় অধিকাংশই ভেবেছিল।"

"তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভাবনার কথা।"

"সেইজন্যেই তো এই ক্রুশ লটকানো, তা না হলে এ ব্যাপারটা আমার আদৌ ভালো লাগে না," ক্রাসাস বুঝিয়ে বলে। "এটা তো অপচয়। শুধু-মাত্র অপচয়ের জন্যে অপচয় আমি পছন্দ করি না। তাছাড়াও, হত্যার, অত্যধিক হত্যার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। তা আবার ফিরে আসতে পারে। আমার মনে হয়, আমাদের ওপর এ ফল এমন কিছু পরিণামে যা অনিষ্টকর।"

"কিন্তু গোলামদের ওপর?" কেইয়াস প্রতিবাদছলে প্রশ্ন করে।

"সিসেরো তো তাদের বেশ মজার নামকরণ করছেন। গোলাম হচ্ছে 'কথক যন্ত্র', এদের থেকে জানোয়ারদের পার্থক্য, জানোয়াররা 'আধাকথক যন্ত্র' আবার জানোয়ারদেরও সাধারণ হাতিয়ারের থেকে পার্থক্য এই, হাতিয়ার হচ্ছে 'বোবা যন্ত্র।' সিসেরো খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। কিন্তু যতই বল, সিসেরোকে স্পার্টাকাসের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়নি। স্পার্টাকাসের বুদ্ধির দৌড় কতটা তাঁর ভেবে দেখার দরকার হয়নি, কারণ আমার মতন তাঁকে তো রাত জেগে স্পার্টাকাস কী ভাবছে তা আন্দাজ করতে হয়নি। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ খেয়াল হয় ওরা কথকযন্ত্র নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু।"

"আপনি কি তাকে জানতেন—মানে ব্যক্তিগতভাবে?"

"তাকে—মানে?"

"বলছিলাম—স্পার্টাকাসকে।"

অন্যমনস্কভাবে সেনানায়ক মৃদু হাসে, তারপর ধীরে বলে চলে, "ঠিক যে জানি, বলতে পারব না। এটা ওটা যোগ করে নিজের মনে মনে তার সম্পর্কে

একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম। তাকে সত্যি জানত, এমন কেউ ছিল বলে আমার জানা নেই। আর জানবেই বা কী করে? হঠাৎ যদি তোমার পোষা কুকুরটা ক্ষেপে যায়, আর তার ক্ষেপামি বুদ্ধিচালিত হয় তবে কি সে কুকুরই থাকবে? থাকবে কি না বল? বলা সত্যি শক্ত। আমার গড়া স্পার্টাকাস আমারই রচনা, তাই বলে একথা বলব না, ঠিক ঠিক তার ছবিটি আঁকতে পারি। আমার মনে হয় না এমন কেউ আছে যে পারে। হয়ত যারা পারলে পারত আপ্পিয়ান মহাপথ বরাবর তারা ঝুলছে। আর আসল লোকটা তো এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এবার আমরা তাকে আবার গোলাম বানিয়ে ছাড়ব।"

"সে তো তাই-ই ছিল।" কেইয়াস বলে।

"ও-হ্যাঁ—তাই বুঝি!"

ব্যাপারটা অনুধাবন করা কেইয়াসের পক্ষে কষ্টকর। সামরিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাবই যে তার কারণ, তা নয়। আসলে যুদ্ধবিগ্রহে তার কোনো কৌতূহলই নেই। তবু যুদ্ধ তার শ্রেণীর, তার বর্ণের, তার মর্যাদার একটা বাধ্যবাধকতা। ক্রাসাস তার সম্পর্কে কী ভাবলে? তার এই বিনয়, এই একাগ্র মনোযোগ আন্তরিক তো? যাই হোক, কেইয়াসের পরিবার অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করার মত নয়, আর ক্রাসাসেরও দেখা যাচ্ছে বন্ধুর প্রয়োজন। অদৃষ্টের এমন পরিহাস, যে ব্যক্তি রোমের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে নিদারুণ সংগ্রামের সৈনাপত্য করল, সম্মান তার ভাগ্যে জুটল সামান্যই। যখন সে দাসদের যুদ্ধে পরাজিত করল তখন তাদেরই হাতে রোমের পরাজয় ছিল আসন্ন। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন। তাই হতেও পারে ক্রাসাসের বিনয়টা আন্তরিকই। ক্রাসাসকে নিয়ে রূপকথাও সৃষ্টি হবে না, গানও বাঁধা হবে না। দাস বিদ্রোহ গৌরবের নয়। তাই, এই সমগ্র যুদ্ধকাণ্ডের স্মৃতিকে লুপ্ত করার প্রয়োজনেই তার যুদ্ধজয়ের গৌরব ম্লান হয়ে আসবে।

স্নান সেরে তারা উঠে আসে। অপেক্ষারত দাসীরা তাদের সর্বাঙ্গ গরম গামছায় ঢেকে দেয়। এন্টোনিয়াস কেইয়াসের বাসভবনের চেয়ে অনেক অনেক বেশী জমকালো জায়গাতেও অতিথির অভাবপূরণের জন্যে খুঁটিনাটি এত ব্যবস্থা তো দূরের কথা, এর অর্ধেকও থাকে না। কেইয়াসের যখন গা মুছে দেওয়া হচ্ছিল সে এই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল সেকালের কথা, যেমন সে শিখেছে। পৃথিবীময় ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও উপরাজ্য আর রাজা ও রাজপুত্র। কিন্তু এন্টোনিয়াস কেইয়াসের মত এইভাবে থাকতে বা আপ্যায়ন করতে তাদের মধ্যে কমই পেরে উঠত। অথচ এই এন্টোনিয়াস রোম-সাধারণতন্ত্রের তেমন কোনো শক্তিশালী বা গণ্যমান্য ভূস্বামীও নয়, নাগরিকও নয়। যে যাই বলুক, রোমান জীবন-ধারায় সক্ষম ও সমর্থ শাসকের একটা ছাপ থাকবেই।

"মেয়েদের হাতে সাজগোছ করা আমার কখনো ধাতস্থ হল না," ক্রাসাস বলে: "তোমার কেমন লাগে?"

"এ নিয়ে কখনো ভাবিনি," কেইয়াস উত্তরে বলে, কিন্তু ঠিক বলে না,

কারণ সে জানে দাসীদের হাতে অঙ্গমার্জনায় রীতিমত একটা সুখানুভূতি ও উন্মাদনা আছে। তার পিতার এ বিষয়ে বারণ ছিল এবং কোনো কোনো মহলে এ ব্যাপারটা এখনো ভালো বলে দেখা হয় না। কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে গোলামদের প্রতি মনোভাবের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে এবং কেই-য়াসও তার বন্ধুবান্ধবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোলামদের মানবীয় অনেক লক্ষণ-বর্জিত বলে ভাবতে শিখেছে। তার এই মানসিক রূপান্তরের ধারাটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন। এই মুহূর্ত পর্যন্ত সে খেয়ালই করেনি পরিচর্যারত দাসী তিনজনকে দেখতে কেমন। হঠাৎ কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাদের সে বর্ণনা করতে পারত না। সেনাধ্যক্ষের প্রশ্নে তাদের সে লক্ষ্য করে দেখে। তারা স্পেনের কোনো অংশের বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বয়স অল্প, ছোটখাটো গড়ন। রহস্যঘন নীরবতায় তাদের ভালোই দেখাচ্ছে। খালি পা। পরিধানে সাদাসিধে খাটো জামা, তাও জলের ভাপে ও গায়ের ঘামে প্রায় ভেজা। কেইয়াসকে তারা চঞ্চল করে না তা নয়, তবে তার নিরাবরণ অবস্থার তুলনায় তা কিছুই নয়। ক্রাসাস কিন্তু ওদের একজনকে কাছে টেনে নিয়ে কুৎসিতভাবে তার দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। মেয়েটা তার দেহ-লগ্ন হয়ে থাকে, ছাড়াবার চেষ্টামাত্রও করে না।

এর জন্যে কেইয়াস মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে; হঠাৎ তার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। এই লোকটা, এই বিখ্যাত সেনানায়কটা কী জঘন্য—স্নানাগারের একটা দাসীকে নিয়ে জড়াজড়ি করছে। ব্যাপারটা তার চোখে নিতান্তই নীচ আর নোংরা লাগে। এর ফলে ক্রাসাস নিজেকে হেয় করল। পরে ক্রাসাস এ কথা চিন্তা করবে। কেইয়াসের ওপর বিরূপ হবে, সে কেন এ সময়ে উপস্থিত ছিল!

কেইয়াস সংবাহন শয্যার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছু পরে ক্রাসাসও এল। "ছুঁড়িটা বেশ," ক্রাসাস মন্তব্য করে। কেইয়াস অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, লোকটা কি মেয়ে সম্পর্কে কাণ্ডকাণ্ডজ্ঞানহীন? ক্রাসাস কিন্তু নির্বিকার। যে প্রসঙ্গে আগে কথা হচ্ছিল তার সূত্র ধরে বলে চলে, "হ্যাঁ—স্পার্টাকাস লোকটা তোমার কাছে যেমন রহস্য আমার কাছেও তেমনি। আমি তাকে চোখে দেখিনি—যদিও সে আমাকে নাকালের একশেষ করে ছেড়েছে।"

"আপনি তাকে কখনো দেখেন নি?"

"না, কিন্তু তার মানে এ নয় আমি তাকে জানিনি বা চিনিনি। একটু একটু করে জোড়া দিয়ে পুরো মানুষটাকে আমি রচনা করেছি। আমার এই ভালো লাগে। কেউ গান রচনা করে। কেউ বা শিল্প রচনা করে। আমি রচনা করেছি স্পার্টাকাসের একখানা ছবি।"

সংবাহিকা নিপুণ কুশলী আঙুলে দেহমার্জনা করে চলে। ক্রাসাস এলায়িত দেহে মর্দন সুখ উপভোগ করে। একজন পরিচারিকা গন্ধতৈলের ঝারি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সতর্ক সিঞ্চনে সংবাহিকার আঙুলগুলি ক্রমাগত তৈলাক্ত করে

"সত্যি বলছি, জুলিয়া—"

"কেইয়াস, না বলতে পাবে না", জুলিয়া তার বক্তব্যে বাধা দিয়ে বলে। "বলবে না, বল। তোমার ক্লডিয়াকে আজ রাতের মতো তুমি পাচ্ছ না, জেনে রেখো। আমার স্বামীকে আমি চিনি।"

"আমার ক্লডিয়া সে মোটেই নয়। আর আজ রাতে আমি তাকে চাই-ও না।"

"তা হলে—"

"আচ্ছা বেশ", কেইয়াস বললে, "তাই হবে, জুলিয়া। এখন এ কথা থাক।"

"তোমার কি ইচ্ছে নয়—"

"আমার ইচ্ছে অনিচ্ছার কথা নয়, জুলিয়া। এ বিষয়ে কথা কইতে এখন আর ইচ্ছে করছে না।"

১১

ভিলা সালারিয়ার সান্ধ্যভোজনের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যায় এ বাড়ীর অন্যান্য আদব কায়দার মত এক্ষেত্রেও সার্বভৌম রোমের অতিপ্রচলিত পরিবর্তনগুলি কিছুটা যেন ব্যাহত। এন্টোনিয়াস কেইয়াসের দিক থেকে, এটা বদ্ধমূল সনাতনী মনোভাব থেকে ততটা নয় যতটা হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে নিজেকে পৃথক রাখার ইচ্ছা থেকে। ধনী ব্যবসায়ী মানে যুদ্ধ রাহাজানি খনি ও বাণিজ্যের দয়ায় যারা লক্ষপতি হয়েছে, গ্রীসীয় বা মিশরীয় নতুন কোনো আমদানি দেখলেই যাদের জিভ লকলক করতে থাকে। এই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে, এন্টোনিয়াস কেইয়াস কৌচে বসে খানা-খাওয়ায় তৃপ্তি পেতেন না। এভাবে খেলে তাঁর হজমের গোলমাল হত। তাই আসল খাদ্য না খেয়ে তাঁকে খেতে হত টক মিষ্টি নানারকম টুকিটাকি। আজ-কাল অবশ্য এই সব টুকিটাকি খাওয়াই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অতিথি অভ্যাগতরা টেবিলের চারধারে বসে টেবিল থেকেই খেতেন, আর তিনি নিজে পরিবেশন করতেন নানাজাতীয় পাখীর মাংস, অঙ্গারপক্ক মাংসের নানা ব্যঞ্জন, সুস্বাদু মিষ্টান্ন, রসালো ভালো ভালো ফল, সুপচ সুপ। কিন্তু রোমের অধিকাংশ অভিজাতরা যে সব পাঁচমিশালি বিকট খাদ্য খেতে অভ্যস্ত, তার কোনটাই এখানে মিলত না। তাছাড়া খাওয়ার সময় তিনি নাচগান পছন্দ করতেন না। উত্তম খাদ্য, তার সঙ্গে উত্তম সুরা, তার সঙ্গে ভালো কথাবার্তা—এই ছিল তাঁর রুচিসম্মত। তাঁর পিতা ও পিতামহ দুজনেই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে লিখতে ও পড়তে পারতেন। নিজেকেও তিনি শিক্ষিত বলে মনে করেন। যদিও তাঁর পিতামহ গোলামদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে একসঙ্গে

কাজ করতেন, এন্টোনিয়াস কেইয়াস কিন্তু তার বিরাট ল্যাটিফুন্ডিয়ামকে শাসন করতেন, পূর্বদেশীয় কোনো রাজপুত্র যেমন তার ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করে প্রায় তেমনধারা। মোটের উপর তিনি ভেবে খুশী হতেন, তিনি একজন উন্নতমনা শাসক, গ্রীক ইতিহাস দর্শন ও নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ভেষজ-বিদ্যায় অন্তত সাধারণভাবে দক্ষ এবং রাজনীতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর অতিথিরা তাঁরই রুচির প্রতিবাহক। ভোজনের পর কেদারায় হেলান দিয়ে তারা যখন আহারান্তিক আসবে রয়ে রয়ে চুমুক দিচ্ছে—মহিলারা ইতোমধ্যে গুল্মকোষ্ঠে চলে গেছে—কেইয়াস তাদের মধ্যে এবং গৃহস্বামীর মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করল সেই সব গুণাবলীর উৎকর্ষ যার ফলে রোমের সৃষ্টি হয়েছে, যার জোরে এমন নিপুণভাবে এমন দৃঢ়হাতে রোম শাসিত হচ্ছে।

কেইয়াস যতটা বুঝল ততটা শ্রদ্ধাশীল হতে পারল না, কারণ রোমান শাসকদের এইসব গুণাবলীর প্রতি তার নিজের দিক থেকে কোনো উচ্চাশা নেই। সমাগত অতিথিদের মতেও কেইয়াসের কোনো মূল্য নেই। সে একটা অপদার্থঃ নামী পরিবারের একটা উচ্ছৃঙ্খল ছেলে—কেবলমাত্র খাদ্য ও অশ্ব সংক্রান্ত ব্যাপারেই তার প্রতিভার যা কিছু স্ফুরণ। অবশ্য এই দিকের উৎসাহটা নতুনই বলতে হবে, মাত্র গত দুএকপুরুষের মধ্যে এর বিকাশ ঘটেছে। এ সত্ত্বেও কেইয়াস অগ্রাহ্য করার পাত্র নয়। তার আত্মীয়তার পরিধি ঈর্ষা জাগায়। তার পিতার মৃত্যুর পর সে একজন বিশিষ্ট ধনীব্যক্তি বলে গণ্য হবে। এও অসম্ভব নয়, বরাতক্রমে সেই হয়ত রাজনীতিক্ষেত্রে হোমরা চোমরা কেউ হয়ে দাঁড়াবে। এই সব কারণে, তাকে একটু অতিরিক্তভাবেই বরদাস্ত করা হত। সাধারণত, চেহারাসর্বস্ব বিলাসী ছোকরা, মাথায় তেলাচুলের বাহার, ভেতরে মগজ বলতে বিশেষ কিছু নেই—এদের প্রতি যেরকম ব্যবহার করা হত, কেইয়াসের প্রতি ব্যবহারটা তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল।

আর কেইয়াসও এদের ভয় করত। এরা একটা ব্যাধিতে ভোগে কিন্তু তার ফলে এরা দুর্বল হয় না। উপাদেয় ভোজ্য গলাধঃকরণ করে সুস্বাদু সুরা পান করতে করতে এই তো এখানে এরা বসে রয়েছে অথচ যারা তাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, আপ্পিয়ান মহাপথে মাইলের পর মাইল তারা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলছে। স্পার্টাকাস মাংসে পরিণত হল; নিছক মাংস; কশাইয়ের দোকানের কিমা করা মাংসের মত; ক্রুশে ঝোলানো যেতে পারে এতটুকুও তার বাকি ছিল না। কিন্তু কেউ কখনো এন্টোনিয়াস কেইয়াসকে ক্রুশবিদ্ধ করবে না,—কী শান্ত, কী স্থির গম্ভীরভাবে তিনি টেবিলের পুরোভাগে বসে রয়েছেন, বসে বসে ঘোড়ার কাহিনী বর্ণনা করছেন, অকাট্য যুক্তিতর্কের জোরে প্রমাণ করতে চাইছেন, একটা লাঙলে একটা ঘোড়ার চেয়ে দুটো গোলাম যুতে দেওয়া ঢের ভালো, যেহেতু ঘোটককুলে এমন শক্ত চামড়ার ঘোড়া জন্মায়নি যে গোলামদের ওপর যেরকম অর্ধমানবীয় ব্যবহার করা হয় তা সহ্য করে টিকে থাকতে পারে।

"আপনি কি মহাপথ ধরে এসেছেন?" ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে।

সিসেরো মাথা নেড়ে জানায় তার অনুমান ঠিক। অস্ত্রের জোরে সব ব্যাপারের যে সমাধা হয় না, এই সহজ কথাটা সামরিক পুরুষদের বোঝান খুবই শক্ত। "কশাইখানার সরল যুক্তি আমার বক্তব্য নয়। ধ্বংসকাণ্ডটা ভেতরে ভেতরে চলেছে। আমাদের এই সদাশয় গৃহস্বামীর জমিতেই এককালে কম-সে-কম তিনহাজার চাষী পরিবার বাস করত। পরিবার প্রতি পাঁচজনও যদি ধর, তাহলে দাঁড়ায় পনের হাজার লোক। আর সেইসব চাষীরা ছিল রীতিমত ভালো যোদ্ধা। তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ক্রাসাস?"

"কী আর, তারা ভালো যোদ্ধা ছিল। চারপাশে আরও বেশী যদি থাকত খুশী হতাম।"

"শুধু তাই নয়, চাষী হিসেবেও তারা ভালো ছিল", সিসেরো বলে চলে। "বাগ বাগিচায় মালীর কাজে নয়, রীতিমত চাষের কাজে। এই ধরুন না, শুধু বার্লির কথাই যদি বলি। রোমান সৈনিকরা তো ক্ষেতের পর ক্ষেত বার্লি পায়ে দলে মাড়িয়ে চলে যায়। অথচ, আপনিই বলুন এন্টোনিয়াস, আপনার কি এক একর এমন জমি আছে যেখানে আগেকার একটা খাটিয়ে কিসান যতটা বার্লি ফলাত, এখন তার অর্ধেকও ফলে?"

এন্টোনিয়াস কেইয়াস স্বীকার করে বলেন, "তার চারভাগের একভাগও ফলে না।"

কেইয়াসের কাছে এই সব প্রসঙ্গ অত্যন্ত একঘেয়ে ও বিরক্তিকর বোধ হচ্ছিল। সে তখন কল্পনায় উড়ে চলেছে। তার মুখমণ্ডল আরক্ত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গে বইছে উত্তেজনার প্রবাহ। সে ভাবে, বোধহয় যুদ্ধ-যাত্রী সৈনিকের মনোভাব এইরকমই। সিসেরো কী বলে চলেছে সে প্রায় শুনতেই পায় না। সে শুধু ক্রাসাসকে দেখতে থাকে আর ভাবে, সিসেরো এই একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে কেন এত বকে চলেছে।

"কেন, বলুন কেন?" সিসেরো জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। "বলুন, কেন আপনার গোলামরা ফসল ফলাতে পারে না? এই কেন'র উত্তর খুবই সহজ।"

"কেন আবার, তারা ফলাতে চায় না", এন্টোনিয়াস চিন্তা না করেই বলে দিলেন।

"ঠিকই বলেছেন তারা চায় না। কিন্তু তারা চাইবেই বা কেন? কাজটা যখন মনিবের জন্যে, তখন একমাত্র চেষ্টাই হবে কাজ ভণ্ডুল করা। লাঙলের ফলাগুলোকে ধারালো করে কিছু লাভ আছে? তারা তো সঙ্গে সঙ্গে সে-গুলোকে ভোঁতা করে দেবে। তারা কাস্তে ভাঙবে, হেতেরগুলো অকেজো করবে। অপচয় করাই তো তাদের নীতি। নিজেদের স্বার্থে আমরাই এই দানব সৃষ্টি করেছি, এখানে দশহাজার একর জায়গায় এককালে পনের হাজার লোক বাস করত। আর এখন এখানে থাকার মধ্যে আছে এন্টোনিয়াসের

পরিবারবর্গ, আর একহাজার গোলাম। যারা চাষী ছিল আজ তারা রোমের অলিতে গলিতে বস্তিতে বস্তিতে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আমাদের বুঝতেই হবে এ অবস্থাটা। যুদ্ধ ফেরত চাষী যখন দেখেছে তার জমি আগাছায় ভরে গেছে, তার স্ত্রী অপরের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, তার ছেলেমেয়েরা তাকে চিনতে পারছে না, তখন জমি বাবদ তার হাতে কিছু তঙ্কা গুঁজে দিয়ে রোমের পথে পথে হাঘরে করে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো কৃতিত্ব ছিল না। আজ এর ফল দাঁড়িয়েছে, আমরা গোলামের রাজ্যে বাস করছি। আমাদের জীবনের ভিত বলতেও এই, অর্থ বলতেও এই। শুধু তাই নয়, গোলামদের প্রতি আমাদের মনোভাবের ওপর একটা সামগ্রিক প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে, তার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা, মানবজাতির স্বাধীনতা, রোম সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ—সব কিছু জড়িত। ওরা যে মানুষ নয় এ কথাটা আমাদের বুঝতেই হবে। মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে গ্রীকমার্কা সব ভাবাবেগের বুলি। যেমন, যারা চলে বলে তারা সবাই সমান। গোলাম-মাত্রই ইন্‌স্ট্রুমেন্টুম ভোকালে—নিছক কথকযন্ত্র। মহাপথে এই রকম ছ'-হাজার যন্ত্র সারে সারে ঝুলছে। এটা অপচয় নয়। এটা প্রয়োজন। স্পার্টা-কাসের কাহিনী, তার বীরত্ব, এমন কি তার মহত্ত্ব শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যে কুত্তা তার মনিবের পা কামড়াতে আসে তার কোনো বীরত্ব, কোনো মহত্ত্ব থাকতে পারে না।"

সিসেরোর মুখ থেকে নিরাসক্ত ভাবটা মিলিয়ে যায়নি। এই ভাবটাই বিবর্ণ এক আক্রোশে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ আক্রোশও নিরাসক্ত। তবু কিন্তু এ আক্রোশ তার শ্রোতাদের স্থির নিশ্চল করে দিল। সিসেরোর দিকে তারা চেয়ে থাকে অর্ধশঙ্কিত অর্ধসম্মোহিত অবস্থায়।

শুধুমাত্র পরিচর্যারত ক্রীতদাসদের মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারা নির্লিপ্তভাবে ফলবাদাম-মিষ্টান্ন পরিবেশনে নিরত থাকে এবং সুরাপাত্র ভরে যায়। কেইয়াস তা লক্ষ্য করে। সে লক্ষ্য করতে পারছে, কারণ তার অনুভূতি এখন প্রখর হয়েছে, তার চোখে দুনিয়ার রূপ বদলে গেছে; কারণ, এখন সে উত্তেজনা ও অনুভূতিসর্বস্ব। সে লক্ষ্য করে ক্রীত-দাসদের মুখগুলো কী নির্বিকার, কী ভাবলেশহীন, কী নিষ্প্রাণ তাদের চলা-ফেরা। সিসেরো যা বলল তাহলে তাই বোধহয় সত্যি। ওরা চলে আর কথা বলে বলেই মানুষ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। এই ধারণার ফলে সে কেন যে স্বস্তি বোধ করল বুঝতে পারল না, তবু সে আশ্বস্ত হল।

১২

আর সবাই তখনো পান আলোচনায় নিরত, কেইয়াস কোনো এক অছিলায় বেরিয়ে এল। তার পেটের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে যদি

"কিন্তু তোমাকে তো বলতে হবে, স্পার্টাকাসকে না দেখেই তাকে এত ঘৃণা করছ কেন?"

"হতেও তো পারে, আমি তাকে দেখেছি। জানো, বছর চারেক আগে আমি একবার কাপুয়ায় গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স একুশ, নিতান্ত ছেলেমানুষ আমি।"

"এখনো তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।"

"আমার তো মনে হয় না এখনো আমি তত ছেলেমানুষ আছি। তখন সত্যিই ছিলাম। আমরা গিয়েছিলাম পাঁচ-ছ'জনে মিলে। মারিয়াস ব্রাকাস আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন।" কেইয়াস একথাটা ইচ্ছে করেই বলে, ক্রাসাসের উপর এর প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যে। মারিয়াস ব্রাকাস দাস-বিদ্রোহের সময় নিহত হয়েছে। অতএব তার সঙ্গে এইসময় কোনোভাবে লিপ্ত থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু ক্রাসাস জানুক সে-ই একমাত্র কিংবা সব প্রথম ব্যক্তি নয়। সেনাধ্যক্ষ একটু গম্ভীর হয়ে গেল, কিন্তু কোনো কথা কইল না। কেইয়াস বলে চলল,

"হ্যাঁ, মনে আছে, মারিয়াস ব্রাকাস ও আমি ছাড়া আরও একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে ছিল। তারা ব্রাকাসেরই বন্ধু। এছাড়াও মনে হচ্ছে, আরও দুজন ছিল। তাদের নাম ঠিক মনে নেই। মারিয়াস ব্রাকাস বেশ হোমরা-চোমরা লোকের মত ব্যবহার করছিলেন—সে কী তাঁর জাঁকজমকের ঘটা।"

"সে তোমার খুব আপনার ছিল?"

"ছিলেন বৈকি। তিনি মারা যেতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল," কেইয়াস ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বলল। ক্রাসাস ভাবলে,

"কি বিচ্ছু জানোয়ার তুই! কী বদ, কী বিচ্ছু!"

"যাইহোক আমরা তো কাপুয়ায় এলাম। ব্রাকাস কথা দিলেন, সার্কাসের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করবেন। সে সময়ে এরকম একটা অনুষ্ঠানে এখনকার থেকে ঢের বেশী খরচ পড়ত। রীতিমত বড়লোক না হলে কাপুয়ায় তার ব্যবস্থা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার।"

"সেখানে তো তখন লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের আখড়া ছিল—ছিল না?" ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল।

"ছিল। লোকে বলত সারা ইটালীতে তার আখড়াই নাকি সবার সেরা। যেমন সেরা তেমনি খরচও পড়ত সবচেয়ে বেশী। তার আখড়ার একজোড়া মরদকে লড়াই করাতে যে খরচা লাগত তাতে নাকি একটা হাতি কেনা যেত। লোকে বলত, এই করে সে নাকি কোটিপতি হয়ে উঠেছিল। যাই হোকগে, লোকটা কিন্তু ছিল আস্ত শুয়োর। তুমি তাকে জানতে নাকি?"

ক্রাসাস মাথা নেড়ে স্বীকার করে। "তার সম্পর্কে কী বলছিলে, বলে যাও। আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে। স্পার্টাকাস বিদ্রোহ করার আগে তোমরা গিয়েছিলে—তাই না?"

শান্ত করে, "বাটিয়েটাস সম্পর্কে তুমি শুনতে চাইছিলে না? শুনে ভালো লাগবে না, তবু তুমি চাইছ যখন, শোন। বোধকরি বছরখানেকের ওপর হবে। গোলামেরা তখন আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। সেই জন্যে আমি এই স্পার্টাকাস সম্পর্কে জানার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিলাম। জানো তো, শত্রুকে জানতে পারলে তাকে হারানো সহজ হয়..."

কেইয়াস হাসিমুখে শুনে চলেছে। ভালোভাবে সে জানেও না, কেন সে স্পার্টাকাসকে ঘৃণা করে। কিন্তু সময় সময় সে ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণাতেই গভীরতর আনন্দের আস্বাদ পেত।

যে পথ সে তৈরী করেছে তার চেয়ে কত ভালো,—ভেবে অবাক না হয়ে সে পারল না, এ পথ তৈরী করতে কত খরচ পড়েছে। তলায় খোয়া আর কাদা, তার ওপরে বেলে পাথরের সহজে কাটা পাটাগুলো পর পর সাজানো, এক-মাইল পুরো এইভাবে চলে গেছে ছাউনি পর্যন্ত—তীরের ফলার মত সোজা।

সে ভাবল, "এই হতচ্ছাড়া সেনাপতিগুলো যদি রাস্তাতৈরীর ব্যাপারটা একটু কম ভেবে লড়াইএর ব্যাপারে একটু বেশী মন দিত, আমরা একটু নিশ্চিন্ত হতাম।" তবু সঙ্গে সঙ্গে তার একটু গর্বও যে না হল তা নয়। তোমাকে মানতেই হবে, এই জল-কাদা-ভরা জঘন্য নোংরা জায়গাতেও রোমান সভ্যতার প্রভাব অপ্রতিহত। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না।

এবারে সে শিবিরের কাছাকাছি আসছে। যথারীতি, অভিযাত্রী-বাহিনীর এই সামরিক আস্তানাটা একটা শহরের মত হয়ে উঠেছে। অভিযাত্রীদল যেখানে গিয়েছে, সভ্যতাও অনুসরণ করেছে; এবং যেখানেই বাহিনী ছাউনি গেড়েছে, হোক তা একরাতের জন্যে, সেখানেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। শিবিরটি সুদৃঢ় প্রাকার বেষ্টিত, আধমাইল সমচতুষ্কোণ এর ক্ষেত্রায়তন, এমন নিখুঁতভাবে সাজানো, দেখলেই মনে হয় একজন নকশানবীশ যেন চিত্রপটে নকশা করেছে। প্রথমেই একটা পরিখা। বারো ফুট বিস্তৃত, বারো ফুট গভীর। পরিখার পেছনেই বৃক্ষকাণ্ডে নির্মিত দৃঢ় এক বেষ্টনী, তারও উচ্চতা বারোফুট। রাস্তাটা পরিখা পার হয়ে তোরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের প্রকাণ্ড কবাটটা খুলে গেল। তূর্যবাদক তূরীধ্বনি করে তার আগমন ঘোষণা করল। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র একটি সেনাদল তাকে প্রদক্ষিণ করে গেল। এ যে তাকে সম্মান দেখানোর জন্যে করা হল, তা নয়; নিয়ম আছে, তাই নিয়মপালন হল। রোমান অভি-যাত্রী-বাহিনীর মত এমন নিয়মানুবর্তী সেনাদল পৃথিবীর ইতিহাসে ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি। এ কথা নেহাত শূন্যগর্ভ প্রশস্তি নয়, এমন কি বাটিয়ে-টাসের মত লোকও—যার কাছে যুদ্ধ ও রক্তপাতের মত প্রিয় আর কিছু নয় এবং সেই জন্যেই যুদ্ধ বাদে অন্য কাজে নিযুক্ত সৈনিকদের প্রতি তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা,—সে পর্যন্ত এই যন্ত্রের মত নিখুঁত সেনীয় কার্যকলাপে মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

তার মুগ্ধ হওয়ার কারণ শুধু দুমাইল দীর্ঘ দুর্গপথ অথবা পরিখা, অথবা দণ্ডপ্রাকার, অথবা ছাউনির ভেতরকার প্রশস্ত সঞ্চরণপথ বা পয়োপ্রণালী, অথবা পথের মধ্যে মধ্যে বেলেপাথরে তৈরী চত্বর, অথবা ত্রিশহাজার সৈন্যের রোমান সেনাবাসে বিচিত্র জীবনধারা শৃঙ্খলা ও কর্মব্যস্ততা,—এ সব কিছুই নয়, সে মুগ্ধ হচ্ছে এই ভেবে, মানুষের বুদ্ধি ও দক্ষতার এই যে প্রকাশকাণ্ড এটা চলমান অভিযাত্রীবাহিনীর মাত্র সাময়িক নৈশপ্রয়াসের ফল। ঠাট্টার ছলে বলা হত, অসভ্যবর্বর জাতির লোকেরা অভিযাত্রী বাহিনীর রাতের ছাউনি

পাতা দেখে যত সহজে পরাজিত হত, তাদের সঙ্গে লড়াই করে তত সহজে হত না। কথাটা কিন্তু ঠাট্টার নয়।

বাটিয়েটাস ঘোড়া থেকে নামল। তার বিরাটাকার পশ্চদ্দেশ বহুক্ষণ জিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ থাকায়, নেমেই সে পশ্চাদ্দেশে হাত বুলোতে লাগল। এই সময়ে এক তরুণ কর্মচারী তার কাছে এসে জানতে চাইলে, সে কে এবং কী কাজে সেখানে এসেছে।

"আমি কাপুয়ার লেন্টুলাস বাটিয়েটাস।"

"ও বুঝেছি, বুঝেছি", তরুণটি জড়িয়ে জড়িয়ে বলল। বিশবছরের বেশী বয়স হবে না, সুন্দর ফিটফাট চেহারা, আতরের গন্ধ ভুরভুর করছে। দেখলেই বোঝা যায় নামজাদা কোনো অভিজাত বংশের ছেলে। বাটিয়েটাস এদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। যুবকটি বললে, "বুঝেছি, তুমি কাপুয়ার লেন্টুলাস বাটিয়েটাস।" বোঝা গেল সে চেনে। কাপুয়ার লেন্টুলাস বাটিয়েটাস সম্পর্কে সব সে জানে—সে কে, কী করে, ক্রাসাসের শিবিরে তাকে কেন ডাকা হয়েছে, সবই জানে।

যুবককে দেখে বাটিয়েটাস ভাবে, "বুঝেছি, আমায় দেখে তোর ঘেন্না হচ্ছে, তাই না রে শুয়োরের বাচ্চা। দূরে দাঁড়িয়ে তাই নাক সিঁটকোচ্ছিস; কিন্তু তোরাই আমার কাছে আসিস, তোরাই আমার কাছে প্যানপ্যান করিস, আমার কাছে ফূর্তি কিনিস। আমি আজ যা হয়েছি এ তো তোদের মত লোকেদের পয়সায়। বড় ভদ্র তুই, না? আমার কাছে আসবি কি করে? যদি আমার নোংরা নিশ্বাস গায়ে লেগে যায়; তাই না রে শুয়োরের বাচ্চা?" এই সে ভাবে কিন্তু বাহ্যত শুধু মাথা নাড়ে, কিছু বলে না।

"বুঝেছি", যুবকটি মাথা নেড়ে বলল। "সেনাপতিমশায় তোমার প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর ইচ্ছে এক্ষুনি তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর। চল, আমিই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আমি এখন একটু বিশ্রাম চাই, আর হ্যাঁ—কিছু খাওয়া জুটবে?"

"সেনাপতিই তার ব্যবস্থা করবেন। তাঁর সব দিকেই নজর থাকে", তরুণ কর্মচারীটি মৃদু হাসল, তারপর তুড়ি দিয়ে একটা সৈনিককে কাছে ডেকে বলল, "এর ঘোড়াটাকে নিয়ে যা, এটাকে জল চানা খাইয়ে আস্তাবলে পুরে রাখ।"

"প্রাতরাশের পরে আমি কিছুই খাইনি", বাটিয়েটাস বলে, "আমি বলি কি, আপনাদের সেনাপতি মশায় যখন এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পেরেছেন, আরও একটু পারবেন।"

যুবকটির দৃষ্টি সঙ্কুচিত হল, কিন্তু কণ্ঠস্বর আগের মতই মোলায়েম রেখে বললে, "সে কথা তিনিই বলতে পারবেন।"

"আপনারা প্রথমে বুঝি ঘোড়াকে খাওয়ান?"

তরুণ কর্মচারীটি একটু হেসে মাথা নাড়ল। মুখে শুধু বলল,"চল।"

বলে মনে হত না। হঠাৎ গ্লাডিয়েটারদের বাজার মুখ্যত বিক্রেতার বাজারে পরিণত হল। উদ্ভব হল গ্লাডিয়েটারদের আখড়ার। কাপুয়ায় লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের আখড়াটা নামজাদা বড় বড় আখড়াগুলোর অন্যতম। যেমন প্রত্যেক বাজারেই কোনো কোনো 'ল্যাটিফুণ্ডিয়া'র গরু ঘোড়ার চাহিদা ছিল বেশী, তেমনি প্রত্যেক 'এরেনা'য় কাপুয়ার গ্লাডিয়েটারদের সবাই চাইত এবং পছন্দ করত। সামান্য একটা গুণ্ডা থেকে, তৃতীয় শ্রেণীর একটা পাড়ার ফড়ে থেকে বাটিয়েটাস হয়ে উঠল বিরাট এক ধনী, ইটালীর নামকরা এক 'বাস্‌তুয়ারি'—আখড়াদার।

"তা সত্ত্বেও", ক্রাসাস তাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবে, "লোকটা এখনো তেমনি হাঘরে, তেমনি ইতর অসভ্য ও মতলববাজ রয়ে গেছে। ওর খাওয়ার ধরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।" এই সব ইতর ছোটলোকদের মধ্যে থেকে এত লোক কী করে এমন অগাধ অর্থের মালিক হতে পারে, ক্রাসাসের কাছে এ একটা ধাঁধার মত ঠেকে। তার বন্ধুবান্ধবরাও এত অর্থ কখনো কল্পনা করতে পারে না। নিশ্চয় তারা এই অসভ্য আখড়াদারদের চেয়ে বুদ্ধিতে হেয় নয়। নিজের কথাই ধরা যাক। সামরিক পুরুষ হিসাবে তার কদর সে নিজেই জানে ভালো। রোমানদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তার যথেষ্টই আছে। সে বিশ্বাস করে না, সামরিক কুশলতা সহজাত প্রতিভার ব্যাপার। লিপিবদ্ধ প্রতিটি যুদ্ধবিবরণ সে অধ্যয়ন করেছে এবং গ্রীক ঐতিহাসিকদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা সে পাঠ করেছে, এ ছাড়াও, এ যুদ্ধে পূর্বগামী সেনাপতিরা প্রত্যেকে যে ভুল করেছে, সে তা করেনি। সে স্পার্টাকাসকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে নি। এতকিছু সত্ত্বেও এই টেবিলের এক প্রান্তে বসে রয়েছে সে, আর অপর প্রান্তে এই অসভ্য নিরেট লোকটা। অজানা কারণে তার মনে হয়, ওর থেকে সে হেয়।

কাঁধদুটো একটু ঝাঁকি দিয়ে সে বাটিয়েটাসকে বলল, "তুমি এটা বুঝে রেখো, তোমার নিজের সম্পর্কেই হোক, যুদ্ধের সম্পর্কেই হোক, স্পার্টাকাসের ওপর আমার রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আমি নীতিবাগীশ নই। তোমার সঙ্গে আমার কথা কইতে হচ্ছে কারণ আর কারও কাছে যা জানতে পাব না, তোমার কাছেই পাব।"

"কী তা ঠিক ঠিক বলবেন?" বাটিয়েটাস জিজ্ঞাসা করল।

"আমার শত্রুর প্রকৃতি।"

মোটা লোকটা আরও কিছু মদ গলাধঃকরণ করে সেনাপতির দিকে আড়-চোখে চেয়ে রইল। একজন শান্ত্রী তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুটো বাতি-দান টেবিলের ওপর রেখে গেল। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

বাতির আলোয় লেন্টুলাস বাটিয়েটাসকে ভিন্নরূপে দেখা গেল। দিনান্তের আবছা আলো তাকে আড়াল করে ছিল। এখন সে গামছায় মুখ মুছছে; দীপালোক তার মুখের ওপর কাঁপছে; থোলো থোলো মাংসের স্তরের

করতে চায়। তবু লড়ে কেন জানেন? তার শেকলগুলো খুলে নিয়ে হাতে একটা অস্ত্র দিয়ে দেন বলে। অস্ত্র হাতে পেয়ে সে ভাবতে থাকে সে মুক্ত। আর ওইটুকুই সে চায়—হাতে একখানা অস্ত্র আর চোখে মুক্তির স্বপ্ন। তার-পর যা, সে তো সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। সে তো শয়তানই। আর শয়তানের সঙ্গে যুঝতে আপনাকেও শয়তান হতে হয়।"

"এই ধরণের লোকদের যোগাড় কর কোত্থেকে?" ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল। লোকটা তার ব্যবসা জানে, তার সহজ সরল বিবরণে ক্রাসাস কোণঠাসা হয়ে হার মানে।

"একটি মাত্র জায়গা আছে যেখানে এদের পেতে পারেন—ঠিক আমি যে ধরণের চাই। মাত্র একটি জায়গা আছে। তা হচ্ছে খনি অঞ্চল। খনি হতেই হবে। এমন জায়গা থেকে তাদের আসতে হবে যার কাছে এই সেনাবাহিনী স্বর্গ। যার কাছে ল্যাটিফুন্ডিয়া স্বর্গ, এমনকি ফাঁসিকাঠও ভগবানের দয়া। এই জায়গা থেকে আমার দালালরা এদের খুঁজে বার করে। এই জায়গাতেই তারা স্পার্টাকাসকে পেয়েছিল। এর ওপর, সে ছিল 'কোরুউ।' জানেন কথা-টার কী মানে? কথাটা বোধহয় মিশরীয়।"

ক্রাসাস মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না।

"এর মানে তিনপুরুষের গোলাম, অর্থাৎ গোলামের নাতি। মিশরী ভাষায় এর আরেকটা মানে, এক ধরনের ঘৃণ্য জানোয়ার, তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে। জানোয়ারদের মধ্যে এই জানোয়ার অচ্ছুৎ, হ্যাঁ, জানোয়াররা পর্যন্ত এদের ছোঁয় না। এরা কোরুউ।" আমাদের মনে হতে পারে, সব দেশ থাকতে মিশরেই বা এ হল কেন? হল কেন বলছি। ল্যানিস্টা হওয়ার আরও খারাপ অনেক কিছু আছে। এই ছাউনিতে যখন আসি আপনার কর্মচারীরা আড়-চোখে আমার দিকে চাইছিল। কিসের জন্যে, কেন তারা চাইবে? আমরা সবাই তো কশাই। বলুন না, তাই কি না। আমরা প্রত্যেকে কাটা মাংসের কারবার করি। তাহলে কেন তারা চাইবে?"

লোকটা মাতাল হয়েছে। আহা—গ্লাডিয়েটার-চরানো কাপুয়ার এই মাংসল আখড়াদার অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে। আহা—তার বিবেক জেগেছে। মেদসর্বস্ব যে জঘন্য শূয়োরটা রক্তচোষা বালিতে চরে বেড়ায় তারও, আহা—বিবেক বলে কিছু আছে।

"তাহলে স্পার্টাকাস ছিল 'কোরুউ'," ক্রাসাস মোলায়েমভাবে বলল।

"সে কি মিশর থেকে আমদানি হয়েছে?"

বাটিয়েটাস মাথা নেড়ে বলে, "জাতে থ্রেশীয় কিন্তু আমদানি হয়েছে মিশর থেকে। মিশরী সোনার সন্ধানীরা এথেন্স থেকে এদের কিনে আনে, পারলে 'কোরুউ'ই কেনে। তাদের মধ্যে আবার থ্রেশীয়দের দাম বেশী।"

"কেন?"

"প্রবাদ আছে ওরা নাকি মাটির তলায় কাজ করতে ওস্তাদ।"

—এই মন্থরতা অবশ্য গ্রীষ্মেই থাকে—জলের ওপর সাদা ধূলোর সর পড়ে রয়েছে। বাতাসেও বালুকাচূর্ণ, এরই মধ্যে তা তেতে আগুন হয়ে উঠেছে।

তবুও এ জায়গায় অল্প একটু হাওয়া বইছে। প্রথম জলপ্রপাত এবার পার হয়ে গেলে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ নিউবিয়ান মরুভূমি এবার তোমার গন্তব্য। চলে যাও মরুভূমির ভেতরে, আরও ভেতরে, যতক্ষণ পর্যন্ত নদী উপত্যকার সামান্য হাওয়াটুকু সম্পূর্ণরূপে না লোপ পায়, কিন্তু দেখো এত দূরে যেও না যেখানে লোহিত সমুদ্র থেকে বাতাসের সামান্য আভাস-টুকুও এসে পৌঁছোয়। এবারে দক্ষিণে চল।

হঠাৎ দেখবে বাতাস স্থির, পৃথিবী নিথর। শূন্য ব্যোম কেবল জীবন্ত, দারুণ তাপে তা ঝলসে যাচ্ছে, ধূ ধূ করে কাঁপছে। মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ এখানে অপারগ, কারণ কোনো কিছুরই আসল রূপ সে দেখতে পাচ্ছে না, যা দেখছে সবই তাপদগ্ধ আঁকাবাঁকা মোচড়ানো। মরুভূমিরও রূপান্তর ঘটেছে। অনেকের ভুল ধারণা, মরুভূমি সর্বত্র সমানঃ কিন্তু জলাভাব থেকেই তো মরুভূমি, জলাভাবের বিরাট তারতম্য থাকে। তাই মরুভূমি যে জায়গায় অবস্থিত সেখানকার ভূমির অবস্থা অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুপাতে মরু-ভূমিরও প্রকারভেদ ঘটে। তাই শিলাময় মরুভূমি, পার্বত্য মরুভূমি, সৈকত মরুভূমি, তাই সৈন্ধব মরুভূমি, গিরিস্রাবী মরুভূমি—তাই প্রবাহমান বালুকা-চূর্ণের ভয়ংকর মরুভূমি, মৃত্যুই যেখানে একমাত্র গতি।

এখানে কিছুই জন্মায় না। শিলাময় মরুভূমির শুকনো শক্ত ঝাড়গুলো নয়, সৈকত মরুভূমির কোঁকড়ানো আগাছাগুলোও নয়। কিছুই সেখানে জন্মায় না।

এবারে চলো এই মরুভূমির ভেতর। সাদা বালুচূর্ণ ঠেলে ঠেলে চলো। চলতে চলতে বুঝতে পারবে, ভয়াবহ উত্তাপ কীরকম তরঙ্গাভিঘাতে তোমার পিঠের ওপর এসে পড়ছে। এখানকার এই তাপমাত্রা মানুষ না মরে যতটা সহ্য করতে পারে, ঠিক ততটা। এই তাপদগ্ধ ভয়ংকর মরুভূমিতে একটা পথ করে নাও,—তারপর স্থান কালের সীমা ভয়ার্ত অসীমে বিলুপ্ত হোক। এরই মধ্যে দিয়ে তুমি চলেছ, চলেছ, চলেছ। নরক কী? নরকের সূত্রপাত তখনই, যখন জীবনের নিত্যনিয়মিত কর্মকাণ্ডও ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। মানু-ষের সৃষ্ট নরকের আস্বাদ যুগে যুগে যারা পেয়ে এসেছে, তারা সবাই এর সাক্ষ্য দেবে। এখন পথ চলা, নিশ্বাস নেওয়া, চোখে দেখা বা চিন্তা করা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ অবস্থাও চিরস্থায়ী নয়। সহসা এর সীমানা শেষ হল এবং নরকের আরেক দিক উদ্‌ঘাটিত হল। সামনে দূরে দেখতে পেলে সার সার কালো পাহাড়, বিকট বিভীষিকার মত কালো কালো শিলাস্তূপ। এই সেই কালোপাথরের খাড়াই। এগিয়ে চল এই কালো শিলাস্তূপের দিকে, দেখবে, শিরার মত শ্বেতমর্মরের উজ্জ্বল রেখা এর সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে। আহা, কী

গোলামী করে, মানুষ মাত্রই তখন তার স্বগোত্র স্বজাতি। "কথা কও", সে মনে মনে তাদের যেন বোঝায়, "নিজেদের মধ্যে কথা কও।" কিন্তু তারা কথা কয় না। মৃত্যুর মত তারা নির্বাক। "হাসো, অমন করে থেকো না", সে মনে মনে আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ হাসে না।

তারা সঙ্গে নিয়ে চলেছে তাদের যন্ত্রপাতি, লোহার গাঁতি, শাবল আর বাটালি। অনেকের মাথায় বাঁধা ডিবার মত সাধারণ কুপী। শিশুরা মাকড়সার মত ত্বকসর্বস্ব, চলতে গেলে তাদের পায়ে খিল ধরে, আলোয় তারা চোখ মেলতে পারে না। এরা শিশু অথচ বাড়ে না, খনিতে আসার পর খুব জোর দুবছর টেঁকে। কিন্তু উপায় কি, স্বর্ণবাহী মর্মর শিরাগুলো সরু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শিলাস্তূপের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত যখন চলে যায়, এরা ছাড়া কে তাদের অনুসরণ করবে। থ্রেশীয়রা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশ দিয়ে শেকলের বোঝা কাঁধে তারা চলেছে, কিন্তু নবাগতদের দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকায় না। কোনো বিষয়ে তাদের কৌতূহল নেই। তারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

স্পার্টাকাস তা জানে। "কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও এমনি উদাসীন হয়ে যাব", সে আপনমনে বলে। এই ঔদাসীন্য যেন সবচেয়ে ভীতিপ্রদ।

গোলামেরা এবার খেতে যাচ্ছে, থ্রেশীয়দেরও তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল। পাথরের যে কুঠরিটায় তাদের আস্তানা, শিলাস্তূপের পাদমূলে তা অবস্থিত। বহু বহু যুগ আগে তা তৈরি হয়েছিল। কবে, কেউই তা বলতে পারে না। যেমন তেমন করে কাটা কালো পাথরের বিরাট বিরাট চাঙ্ দিয়ে তা তৈরী। ভেতরে আলোর নামমাত্রও নেই, আর বাতাস, প্রতি প্রান্তের ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে যতটুকু আসে। কত যুগের আবর্জনা মেঝের ওপর পচেছে, পচে জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। ঠিকাদাররা কখনো এখানে ঢোকে না। ভেতরে গোলযোগ দেখা দিলে খাদ্য ও জল বন্ধ রাখা হয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য ও জল না পেয়ে গোলামগুলো আপনিই শান্ত হয়ে আসে এবং হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে নিজস্ব জান্তব ভঙ্গীতে। ভেতরে যখন কেউ মারা যায়, গোলামেরা শবটাকে বাইরে নিয়ে আসে। কিন্তু কখনো কখনো হয়ত একটা বাচ্চা ছেলে লম্বা কুঠরির ভেতরের এক কোণে মরে রইল, কেউ তাকে লক্ষ্যই করল না; এমনকি সে যে নেই, এ খেয়ালও কারও থাকে না যত-ক্ষণ না শবটার পচা দুর্গন্ধ তা খেয়াল করিয়ে দেয়। এমনিই তাদের আস্তানা।

গোলামেরা ভেতরে ঢোকে বিনা শেকলে। কুঠরির মুখে তাদের শেকল খুলে নেওয়া হয় এবং একটা কাঠের পাত্রে খাবার ও চামড়ার ভিস্তিতে জল দেওয়া হয়। ভিস্তিতে আধসেরটাক জল ধরে, দিনে দুই ভিস্তি জল তাদের বরাদ্দ। কিন্তু ঐরকম খরা জায়গায় যে পরিমাণ জল গরমে শুষে নেয় তার তুলনায় সারাদিনে এক সের জল যথেষ্ট নয়। এর ফলে গোলামেরা ক্রমশ

ঠিকাদাররা দল বেঁধে একধারে দাঁড়িয়ে রুটি চিবোয় আর জল খায়, এর-পর চারঘণ্টা গোলামরা না পাবে একটু জল, না পাবে এক কণা খাদ্য, কিন্তু ঠিকাদার হওয়া এক আর গোলাম হওয়া আরেক। পশমের জোব্বায় ঠিকাদার-দের সর্বাঙ্গ ঢাকা, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে চাবুক, মাথাভারি একটা ছোট ডাণ্ডা আর একটা করে লম্বা ছুরি। কোথাকার লোক এরা, এই ঠিকাদারগুলো? মরভূমির এই নারীবিবর্জিত ভয়ংকর স্থানে তারা কিসের টানে এসেছে?

এরা আলেকজান্দ্রিয়ার লোক, অত্যন্ত রুক্ষ ও কঠিন ধাঁচে এরা তৈরি। তারা এখানে এসেছে কারণ মাইনের হার বেশী, কারণ খনি থেকে যত সোনা নিষ্কাশিত হয় তার ওপর তাদের অংশ থাকে। তারা এখানে রয়েছে নিজেদের স্বপ্নে মশগুল হয়ে। এ ছাড়াও আশ্বাস পেয়েছে, পাঁচবছর যদি মালিকদের সেবায় এখানে নিরত থাকে, তাহলে তারা রোমের পুরোপুরি নাগরিক বলে গণ্য হবে। তারা বাঁচে ভবিষ্যতের ভরসায়,—সেই সাধের ভবিষ্যত, যখন রোমের কোনো ভাড়াবাড়ীতে একখানা কামরা ভাড়া করতে পারবে, যখন তারা তিনটে, চারটে বা পাঁচটা করে বাঁদী কিনতে পারবে, যখন তারা দিনের পর দিন খেলার মাঠে বা স্নানাগারে কাটিয়ে দিতে পারবে আর রাতের পর রাত মদ খেয়ে চুর হতে পারবে। তাদের বিশ্বাস এই নরকে আসার ফলে তাদের ভবিষ্যত পার্থিব স্বর্গ মধুরতর হয়ে উঠছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, আর সব কারা-প্রহরীদের মতই তারা মদ মেয়েমানুষ আর আতরের চেয়ে এই নরকবাসীদের ওপর কর্তৃত্ব করতে বেশী পছন্দ করে।

অদ্ভুত এই মানুষগুলো, আলেকজান্দ্রিয়ার বস্তিঅঞ্চলের এক অনুপম জীব। যে ভাষায় তারা কথা বলে তা সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় মিশ্রণে তৈরী এক অপভাষা। গ্রীকরা মিশর জয় করার পর আড়াই শ বছর কেটে গেছে, অথচ এই ঠিকাদাররা না মিশরী, না গ্রীক, তারা শুধু আলেকজেন্দ্রিয়ার অধি-বাসী। এর একমাত্র অর্থ, সর্বপ্রকার দুর্নীতিতে এরা বিশারদ, বিশ্ববিদ্বেষী এদের মনোভাব এবং কোনো ধর্মেই এদের আস্থা নেই। বিকৃত তাদের কাম-লিপ্সা, বিকৃত অথচ অতি প্রচলিত। পুরুষ তাদের শয্যাসঙ্গী। লোহিত সমুদ্রের উপকূলে যে খটপাতা জন্মায়, তার রস খেয়ে এরা চুর হয়ে ঘুমোয়।

রাত্রি শেষের এই নিস্তাপ প্রহরে, গোলামেরা যখন প্রকাণ্ড পাথুরে কুঠি থেকে বেরিয়ে এসে শেকলের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর ক্লান্ত দেহ টেনে টেনে শিলাস্তূপের দিকে যেতে থাকে, স্পার্টাকাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে এই ঠিকাদারগুলোকে। এরাই তার এখানকার মনিব; এদেরই হাতে তার মরণ বাঁচন নির্ভর করছে; তাই সে এদের লক্ষ্য করছে, লক্ষ্য করছে এদের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য, এদের স্বভাব, এদের ধরণধারণ, খুঁটিনাটি প্রতিটি লক্ষণ। খনির মধ্যে কোনো মনিবই ভালো নয়, তবুও এদের মধ্যে কেউ হয়ত আর সবার তুলনায় একটু কম নির্মম, একটু কম অত্যাচারী। সে লক্ষ্য করে

গ্লাডিয়েটারদের আখড়াদার, আরেকজন ভাগ্যবান ও অভিজাত সামরিক পুরুষ, একদিন যে তার জগতের ধনিকশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। বাটিয়েটাস মদ্যপান করেছে প্রচুর, তার মুখের শিথিল পেশীগুলো শিথিলতর হয়েছে। তার কামধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রচুর আবেগ ও করুণা দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে তার ধর্ষণেচ্ছাকে মণ্ডিত করা। তাই স্বর্ণখনির এই কাহিনীটা এমন করুণভাবে, এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে সে বলে গেল যে, সাবধান হওয়া সত্ত্বেও তা ক্রাসাসের মর্মস্পর্শ করল।

ক্রাসাস অজ্ঞও নয় নির্বোধও নয়। সে পাঠ করেছে প্রমিথিউসের ওপর লেখা এসকাইলাসের মহাকাব্য। কিছুটা সে বোঝে কী সে শক্তি যা স্পার্টা-কাসের মত একটা নগণ্য গোলামকে কোন সামান্য অবস্থা থেকে কী অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে, যার ফলে রোমের সমস্ত শক্তি তার দাস অনু-চরদের কাছে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। স্পার্টাকাসকে বোঝার আগ্রহ তাকে পাগল করে তোলে—তাকে সে জানতে চায়, চিনতে চায়, মানসচক্ষে তাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। যতো কঠিনই হোক, স্পার্টাকাসের ভেতরে তাকে একটু প্রবেশ করতেই হবে, হয়ত তার ফলে, ওদের—ওই সৌরলোকযাত্রী শৃঙ্খলিত মানুষের—চিরন্তন রহস্যের অন্তত কিছুটা আয়ত্তে আসবে। এবার ক্রাসাস আড়চোখে বাটিয়েটাসের দিকে তাকিয়ে আত্মগতভাবে বললে, বাস্তবিক এই কুৎসিত মোটা লোকটার কাছে আমি যথেষ্টই ঋণী, তারপর ভাবতে লাগল ছাউনীর মধ্যে যে ক'টা নোংরা মেয়েমানুষ আছে তার কোনটাকে আজ রাতের মত ওর শয্যাসহচরী করে পাঠানো যায়। এরকম নির্বিচার লালসা ক্রাসাসের বোধাতীত। তার কামনার ধারা অন্যরকম। সে যাই হোক, সেনাধ্যক্ষ ব্যক্তি-গত উপকারের প্রতিদানে অত্যন্ত অবহিত, উপকার যত সামান্যই হোক না কেন।

"তারপর, স্পার্টাকাস ওখান থেকে পালাল কী করে?" ল্যানিস্টাকে সে প্রশ্ন করল।

"সে পালায়নি। ওখান থেকে কেউই পালায় না। ও জায়গার এমনি মাহাত্ম্য, মানুষের জগতে ফিরে আসার ইচ্ছেটা গোলামদের মন থেকে খুব তাড়াতাড়ি লোপ পেয়ে যায়। আমি স্পার্টাকাসকে ওখান থেকে কিনে আনি।"

"ওখান থেকে? কিন্তু কেন? তাছাড়া তুমি জানলেই বা কী করে, সে কে, কী রকম লোক, আর সে ওখানেই আছে?"

"আমি জানতাম না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন গ্লাডিয়েটারদের সম্পর্কে আমার যে নামডাক তা শুধু রূপকথা, মনগড়া গল্প,—আপনি কি মনে করেন আমি একটা মোটা হাঁদা জরদ্গব, কোনো কিছুই জানি না? জান-বেন, আমার ব্যবসার মধ্যেও কারসাজি আছে।"

"বটেই তো, বটেই তো", ক্রাসাস মাথা সায় দিল, "কিন্তু স্পার্টাকাসকে কিনলে কি করে?"

হতেই তারা অবশ্য যথেষ্ট মজা পাবে কিন্তু আপনার পেটটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবার ফলে আপনার চরম মোক্ষ হয়ে যাবে। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকবেন, আর আপনার পেটের ভেতরকার সব মালমশলা বালির ওপরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকবে। এই তো লড়াই,—আর এ লড়াই ভালোভাবে চালানো যে সে লোকের কম্ম নয়। এর জন্যে অন্য ধাঁচের লোক দরকার। কথা হচ্ছে, সে লোক পাচ্ছেন কোত্থেকে? তবে পয়সা রোজগার করার জন্যে পয়সা খরচ করতে আমি গররাজি নই। আমার দরকার মত লোক কিনে আনার জন্যে দিকে দিকে দালাল পাঠাই। তাদের এমন এমন জায়গায় পাঠাই যেখানে কমজোরী মানুষগুলোর মারা পড়তে দেরী হয় না, আর ভীতু কাপুরুষগুলো নিজেদের হাতেই নিজেদের খতম করে। বছরে দুবার নিউবিয়ার খনিতে আমি লোক পাঠাই। একবার, হ্যাঁ, একবারই আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম, সেই একবারই আমার পক্ষে যথেষ্ট। একটা খনি চালু রাখতে হলে গোলামদের একেবারে নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদের বেশীর ভাগই খুব জোর বছর দুয়েক কাজ করতে পারে, তার বেশী নয়; ছমাসের মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়ে এমনও অনেক থাকে। কিন্তু খনি চালিয়ে লাভ করার একমাত্র উপায়, গোলামদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাটিয়ে খতম করা, আর সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী গোলাম কিনে আনা। গোলামরা তা জানে বলেই সবসময়ে তাদের মরিয়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। খনিতে এই মরিয়া ও বেপরোয়াভাবের মত বড় শত্রু আর কিছু নেই। ওটা একটা ছোঁয়াচে রোগ। তাই যেই একটা মরিয়া লোকের হদিশ মেলে, একটা শক্ত লোকের চাবুকের ভয়ে যে দমে না, যার কথা সবাই কান দিয়ে শোনে, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে লোকটাকে তাড়াতাড়ি খতম করে ফেলা, তারপর সেটাকে শূলে বিঁধিয়ে রোদের মধ্যে পুঁতে রাখা। পোকামাকড়ে তার মাংস খেতে থাক আর সবাই দেখুক মরিয়া হওয়ার কী ফল। কিন্তু ওরকম করে মারাটা বিলকুল লোকসান, ওতে কারও পেট ভরে না। তাই ঠিকাদারদের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে, এই ধরনের লোকগুলোকে তারা আমার জন্যে আলাদা করে রাখে এবং ন্যায্য দামে বেচে দেয়। এতে তাদেরও পকেটে দুপয়সা আসে, কারও কোনো ক্ষতিও হয় না। এই ধরনের লোকই তুখোর গ্লাডিয়েটার হয়।"

"তাহলে স্পার্টাকাসকে তুমি এইভাবে কিনেছিলে?"

"তা বলতে পারেন। একসঙ্গে আমি স্পার্টাকাসকে ও গান্নিকাস নামে আরেকটা থ্রেশীয়কে কিনি। সে সময় থ্রেশীয়দের লড়াই খুব চালু, কারণ ছোরার খেলায় তারা ওস্তাদ। কোনো বছর ছোরার মরশুম, কোনো বছর তলোয়ারের, কোনো বছর ফুশচিনা'র, বছরে বছরে হুজুক এমনি পালটায়। অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, এমন অনেক থ্রেশীয় আছে যারা ছোরা কখনো স্পর্শই করেনি; কিন্তু তাহলে হবে কি, চলতি ধারণা, তারা ছোরা খেলায়

গেছে। স্পার্টাকাসও চুকে গেছে। ভিলা সালারিয়া আজ শান্তি সমৃদ্ধির নিদর্শন। আহা, এই রোমক শান্তি মরজগতকে পূত পবিত্র করেছে, তাইতো ক্রাসাস একটা বালককে নিয়ে শয্যাশায়ী। এতে দোষেরই বা কি? সে নিজেকে প্রশ্ন করে। অপরাপর মহাপুরুষের কীর্তিকলাপের চেয়ে এ কী হেয়তর?

(কেইয়াস ক্রাসাস ভাবছে রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত সারিবদ্ধ ক্রুশগুলোর কথা। এখনো সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। কোনো অনুতাপ, কোনো উদ্বেগ তার নেই বিখ্যাত সেনাপতির শয্যায় শুয়েছে বলে। পুরুষে পুরুষে এই অস্বাভাবিক আচরণ তাদের কাছে এতই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যুক্তিতর্কের জাল বুনে পাপস্খালনের তাগিদটাও তারা বোধ করে না। এসব তার কাছে স্বাভাবিক। পথের ধারে ধারে যে ছ'হাজার ক্রীতদাস ক্রুশে ঝুলছে তাদের যন্ত্রণাও তার কাছে স্বাভাবিক। সে সুখী, মহামহিম সেনাপতি ক্রাসাসের চেয়ে সে অনেক বেশী সুখী। মহামহিম ক্রাসাস বিভীষিকায় আক্রান্ত। কিন্তু যে ক্রাসাস তরুণ ও অভিজাত,—হয়ত ওরই কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় কারণ ক্রাসাস পরিবার সে সময়ে রোমের অন্যতম বৃহত্তম পরিবার বলে গণ্য—সে-ক্রাসাস বিভীষিকা ও আতঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

(একথা কিন্তু সত্যি, স্পার্টাকাসের প্রেতাত্মাকে সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে। মরা গোলামটার ওপর ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ ভরে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই সে চোখ খুলে ক্রাসাসের ছায়ায় ঢাকা মুখখানা দেখল, সে আর তার ঘৃণার কারণ খুঁজে পেল না।

(তুমি তো ঘুমোচ্ছ না, ক্রাসাস বলে, যাই বল, তুমি কিন্তু ঘুমোচ্ছ না। যাক, আমার গল্প বলা শেষ হল, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল—কিন্তু যা বললাম, শুনেছ কি? আচ্ছা স্পার্টাকাসকে তুমি দেখতে পারো না কেন; সে তো মরে ভূত হয়ে গেছে!

(কিন্তু কেইয়াস ক্রাসাস তখন অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে। সে চলে গেছে চারবছর আগে। ব্রাকাস তখন তার বন্ধু। ব্রাকাসের সঙ্গে সে আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে কাপুয়ায় গিয়েছে। সেখানে ব্রাকাস তাকে খুশী করতে চাইছে। খুশী করতে চাইছে খুব ঘটা করে, অজস্র অর্থ ব্যয় করে। আর প্রিয়জনকে পাশে নিয়ে এরেনার উঁচু গদিতে বসে বসে মানুষে মানুষে খুনোখুনি করে মরছে এমন দৃশ্য দেখার চেয়ে আরও বেশী তৃপ্তিকর আর কি কিছু হতে পারে! সেই সময়ে, এখন থেকে অর্থাৎ ভিলা সালারিয়ার এই আশ্চর্য সন্ধ্যার চার বছর আগে ব্রাকাসের সঙ্গে সে এক শিবিকায় বসেছিল, ব্রাকাস তাকে খুশী করার জন্যে কথা দিয়েছিল, সেরা লড়াই তাকে দেখাবে লড়াইয়ের ঘাঁটি কাপুয়ায়,—খরচের জন্যে সে পরোয়া করে না। বালির ওপর রক্ত ঝরে ঝরে পড়বে আর তারা তাই দেখতে দেখতে সুরাপান করবে।

(তারপর ব্রাকাসের সঙ্গে সে গিয়েছিল লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের কাছে।

রেখে দরজার মুখোমুখি সে বসে আছে। দরজার ওধারে কেরাণীদের থাকার কামরা এবং সাধারণের বসার ঘর। কোথায় আজকের এই অবস্থা আর কোথায় রোমের অলিতে গলিতে গুণ্ডাবাজীর দিনগুলো।

এবারে গোমস্তাটা বলল, "মনে হচ্ছে দুজনেই লক্কা পায়রা। গায়ে ভুর-ভুর করছে বাস, মুখে রঙ, আঙুলে দামী দামী আংটি, কাপড়জামাও সেই রকম। অনেক টাকা আছে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওরা বয়াটে, হুজ্জৎ করবে। একজন একেবারে বাচ্চা ছোঁড়া, কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে। আরেকজন তাকে তোয়াজ করতে ব্যস্ত।"

"তাদের আসতে বল," বাটিয়েটাস বলল।

অল্পক্ষণ পরেই তরুণদ্বয় প্রবেশ করল। বাটিয়েটাস অত্যধিক সৌজন্য প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল এবং তার টেবিলের সামনে দু'টি আসনে তাদের বসতে ইঙ্গিত করল।

তারা এসে বসল। বাটিয়েটাস এক নজরে তাদের মোক্ষমভাবে দেখে নিল। দেখলে, তাদের টাকার গরম আছে; এ গরম থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় এদের অর্থ জাহির করার প্রয়োজন নেই। তারা সৎবংশের ছেলে, কিন্তু তেমন বনেদী ঘরের নয়,—কারণ তাদের আচার ব্যবহারে যে স্বরূপটা অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে প্রাচীনপন্থী নগরপ্রধানদের মধ্যে কেউ তা বরদাস্ত করত না। উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ কেইয়াস ক্রাসাস মেয়েদের মত সুন্দর। ব্রাকাস বয়সে কিছু বড়, একটু রুক্ষ প্রকৃতির, দুজনের মধ্যে তারই প্রাধান্য বেশী। তার চোখ দুটো নীল, আবেগহীন, মাথার চুল বাদামী, ঠোঁটদটো পুরু, মুখে একটা বিরক্ত ভাব। কথাবার্তা সেই বলছে। কেইয়াস শুধু শুনে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে সশ্রদ্ধ ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার বন্ধুকে দেখছে। আর ব্রাকাস গ্লাডিয়েটারদের সম্পর্কে যেরকম সহজভাবে কথা কইছে তাতে বোঝা যাচ্ছে মল্লক্রীড়ার সে একজন অনুরাগী ভক্ত।

"আমি ল্যানিস্টা লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস," মোটা লোকটা বলল। নিজেকে সে ইচ্ছে করেই অশ্রদ্ধেয় আখ্যায় ভূষিত করল, এবং এর জন্যে সে প্রতিজ্ঞা করল, দিন শেষ না হতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার দিনার ওদের দিয়ে যেতে হবে।

ব্রাকাস নিজেদের পরিচয় দিয়ে সরাসরি তার বক্তব্য পেশ করলঃ "আমরা দু-জোড়ার খেলা দেখতে চাই—শুধু আমরা দেখব।"

"কেবল আপনারা দুজন?"

"আমরা আরও দুই বন্ধু।"

ল্যানিস্টা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে হাত দুটো এক করলে, যাতে তার হীরে দুটো পান্না ও চুনীটা বেশ নজরে পড়ে।

"তার ব্যবস্থা হতে পারে," সে বলল।

"না মরা পর্যন্ত খেলতে হবে," ব্রাকাস নির্বিকারভাবে বলল।

"সে কি!"

"যা বলার আমি বলেছি। আমি চাই দু-জোড়া থ্রেশীয় আমরণ লড়বে।"

"কিন্তু কেন?" বাটিয়েটাস জানতে চাইল, "আমি বুঝতে পারি না, যখনই রোম থেকে আপনাদের মত অল্পবয়সী ভদ্দরলোকেরা আসেন, কেন তাঁরা আমরণ লড়াই দেখার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। আপনারা তো ঠিক সেইরকম রক্তপাত—সেইরকম কেন, তার চেয়ে ঢের ভালো লড়াই দেখতে পারেন হারজিতের মধ্যে। তাহলে না মরা পর্যন্ত কেন?"

"কারণ আমাদের তাই ভালো লাগে।"

"এটা তো আর উত্তর হল না। আচ্ছা দেখুন, এদিকে দেখুন," বলে বাটিয়েটাস হাতদুটো মেলে ধরল। তারপর ক্রীড়াবিশেষজ্ঞের কাছে যুক্তি-সংগত বিবেচনা ও সুচিন্তিত মতামতের জন্যে যেন পেশ করছে, এইভাবে বলতে থাকে, "আপনারা থ্রেশীয়দের চান। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সেরা থ্রেশীয়দের খেলা আমি দেখাতে পারি কিন্তু যদি তাদের মৃত্যু চান—সাচ্চা লড়াই বা ভালো ছোরার কাজ দেখতে পাবেন না। আমার মতই আপনারা তা ভালোভাবে জানেন। আপনারাই ভেবে দেখুন। আপনারা পয়সা খরচ করবেন। কিন্তু এক নিমেষেই সব খতম। তার বদলে আমি আপনাদের সারাদিন ধরে খেলা দেখাচ্ছি, আর তা এমন মারাত্মক যে রোমে আজ পর্যন্ত যত খেলা দেখেছেন তার কাছে সে সব কিছুই না। সত্যি কথা বলতে কি, এখানকার সাধারণ থিয়েটারে আপনারা যা দেখতে পাবেন রোমের যে কোনো জায়গার চেয়ে তা ভালো। কিন্তু আমার কাছে যদি ঘরোয়াভাবে খেলা দেখতে আসেন, আমাকে দেখতেই হবে যাতে আমার সুনাম বজায় থাকে। আমার নামডাক তো কশাই হিসেবে নয়। আমি আপনাদের সাচ্চা লড়াই দেখাতে চাই, টাকায় যে লড়াই কেনা যায়, তার মধ্যে অন্তত সেরা।"

"আমরা সাচ্চা লড়াই-ই দেখব।" ব্রাকাস মৃদু হাসল। "তবে লড়াই করতে করতে মরা চাই।"

"দুটো যে একসঙ্গে মেলে না।"

"তোমার মতে মেলে না, ঠিকই", ব্রাকাস ধীরে ধীরে বলল, "তুমি আমার টাকা ও তোমার গ্লাডিয়েটার, দুটোকেই টিঁকিয়ে রাখতে চাও। আমি কোনো কিছুর জন্যে যখন পয়সা দিই, তখন তা কিনে নিই। আমরণ লড়বে, এই শর্তে আমি দুজোড়াকে কিনে নিচ্ছি। আমি যা চাই তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, বেশ আমি অন্যত্র যাচ্ছি।"

"আহা, আমি কি বলেছি আমার আপত্তি আছে! আপনি যা ভাবছেন তার চেয়েও বেশী আনন্দের ব্যবস্থা করছি। চান তো, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় লড়ে যাবার জন্যে দুজোড়া করে গ্লাডিয়েটার সমানে এরেনার মধ্যে রেখে দিচ্ছি—পুরো আটঘণ্টা ধরে খেলা দেখতে পাবেন। জোড়ের মধ্যে কেউ বেশী রকম জখম হলে তাকে পালটে দেব। আপনি ও

জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা তাকে অভিভূত করেছে। অসূয়াপর এই যে অবজ্ঞা, কেইয়াসের মতে, এটা বিশ্বনাগরিকতার শেষ পর্যায়ের লক্ষণ এবং এই মনোভাব তার সারা জীবনের কাম্য। এ ক্ষেত্রে তা তো ছিলই, উপরন্তু ছিল আশ্চর্য অবিচল বাকচাতুরী। হাজার বছরের চেষ্টাতেও এ সাহস তার কখনো হত না যতে সে দাবি করতে পারত গ্লাডিয়েটাররা উলঙ্গ লড়াই করুক; অথচ অন্যতম কারণ এই-ই, যার জন্যে তারা রোমের কোনো এরেনায় না গিয়ে কাপুয়ায় এসেছে খেলা দেখতে আর ফূর্তি লুটতে।

আখড়ার চত্বরে এসে বাহকেরা শিবিকা দুটো নামাল। আখড়ার চত্বরটা লৌহবেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা লম্বায় একশ' পঞ্চাশ ফুট এবং চওড়ায় চল্লিশ ফুট। এর তিনদিকে লোহার খাঁচা, চতুর্থ দিকে কারাকক্ষের মত গ্লাডিয়েটারদের থাকার আস্তানা। কেইয়াস বুঝতে পারল বন্যজন্তু রাখতে ও পোষ মানাতে যে কলাকৌশল দরকার হয় তার চেয়ে অনেক বেশী উচ্চস্তরের ও ভয়ংকর রকমের কলাকৌশল দরকার হয় এখানে, কারণ একটা গ্লাডিয়েটার শুধু ভয়ানক জন্তুই নয়, সে চিন্তা করতেও সক্ষম। আখড়ায় ব্যায়ামরত মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে তার সর্বাঙ্গে ভয় ও উত্তেজনার এক রোমাঞ্চকর শিহরণ বয়ে গেল। তারা সংখ্যায় প্রায় একশো, পরনে একটা করে কৌপীন ছাড়া আর কিছুই নেই, গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কাঠের লাঠিসোটা নিয়ে পায়তাড়া কষছে। পাঁচ-ছয় জন তালিমদার ওদের মধ্যে টহল দিচ্ছে। সব তালিমদারের মত এরাও পুরনো ঘাগী সৈনিক। তালিমদারের একহাতে খর্বাকার স্পেনীয় তলোয়ার এবং অন্যহাতে ভারী পেতলের আঙুলমোড়া কব্জা, হুঁসিয়ার হয়ে সন্তর্পণে তারা ঘোরাফেরা করছে, সতর্ক ও চকিত তাদের চাউনি। সেনাবাহিনীর এক একটা দল সমগ্র বেষ্টনীটা ঘিরে টহল দিয়ে যচ্ছে। কী অস্বাভাবিক তাদের নিয়ম-নিষ্ঠা, তা বোঝা যায় ভারী ভারী ঐ মারাত্মক 'পিলা'গুলো বহন করা দেখে। কেইয়াস ভাবল, সত্যি এই ধরণের লোকেদের কয়েকজনের মৃত্যুমূল্য যে বেশী হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গ্লাডিয়েটারদের চেহারাও অপূর্ব পেশীমণ্ডিত, বেগবান চিতার লাবণ্য তাদের দেহভঙ্গীতে। মোটামুটি তারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, ইটালীতে এই সময়ে এই তিন শ্রেণীর মল্লই ছিল জনপ্রিয়। এদের মধ্যে থ্রেশীয়দের চাহিদাই ছিল সর্বাধিক,—থ্রেশীয় সংজ্ঞাটা জাতিগত অর্থের চেয়েও দলগত বা পেশাগত অর্থেই ব্যবহার হত বেশী, এর প্রমাণ অনেক গ্রীক ও ইহুদী থ্রেশীয় বলেই অভিহিত হত। তারা লড়াই করত একটু বাঁকানো খর্বাকার এক ধরনের ছোরা নিয়ে, তার নাম 'সিকা।' থ্রেশ ও জুডিয়া, যে দুই অঞ্চল থেকে ওদের যোগাড় করা হত, সেখানে এই অস্ত্রের খুব প্রচলন ছিল। 'রিটিয়ারি' হচ্ছে আরেক শ্রেণীর মল্ল, সবে এরা জনপ্রিয় হচ্ছে। অদ্ভুত এদের লড়াই করার অস্ত্র, একটা মাছ ধরার জাল আর লম্বা ত্রিশূলের মত মাছমারার বর্শা।

দেখেনি,—তার এই ধারণার মূলে ছিল—ওদের তার কাছ থেকে পৃথকভাবে বন্দী করে রাখার প্রক্রিয়াটা। এই মানুষগুলোকে শেখানো হয়েছে লড়তে আর খুন করতে। সৈনিকদের মত নয়, জন্তু জানোয়ারদের মত নয়, ঠিক গ্লাডিয়েটারদের মত এরা লড়াই করে,—সে-লড়াই আর সব লড়াই থেকে একেবারে আলাদা। কেইয়াস ভীতিপ্রদ চারটে মুখোশের দিকে চেয়ে থাকে।

"ওদের কি পছন্দ হচ্ছে?" বাটিয়েটাস প্রশ্ন করল।

জীবন গেলেও কেইয়াস এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, কথাই কইতে পারত না, কিন্তু ব্রাকাস নির্বিকারভাবে বলে দিল,

'ওই খাঁদা নাকওয়ালা লোকটাকে ছাড়া আরগুলোকে হচ্ছে। ও যে লড়তে পারে দেখে তো মনেই হচ্ছে না।"

"চোখে দেখাও তো ভুল হতে পারে," বাটিয়েটাস তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। "ওর নাম স্পার্টাকাস। খুব ভালো খেলোয়াড়। দারুণ জোর ওর গায়ে আর তেমনি চটপটে। ওকে ঠিক করেছি তার কারণ আছে। তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করতে ওর জুড়ি নেই।"

"ওর সঙ্গে কাকে লড়াবে ঠিক করেছ?"

"ওই কালো লোকটাকে," বাটিয়েটাস জবাব দিল।

"বহুৎ আচ্ছা। আশা করি পয়সাটা উশুল হবে," ব্রাকাস বলল।

কবে এবং কীভাবে কেইয়াস স্পার্টাকাসকে দেখেছিল এই হল তার বিবরণ; যদিও চারবছর পরে গ্লাডিয়েটারদের কারও নাম এখন তার মনে নেই, এখনো কিন্তু তার মনে আছে সেই ঝাঁঝালো রোদ আর সেই জায়গাটার গন্ধঘন একটা অনুভূতি, ঘর্মাক্ত কলেবর মানুষগুলোর গায়ের সেই গন্ধ।

এই তো ভেরিনিয়া, অন্ধকারে জেগে বসে রয়েছে। সারারাত সে ঘুমোয়নি, একবারও, একমুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা বোজেনিঃ কিন্তু স্পার্টাকাস তার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কী অঘোরে কী গভীরভাবে সে ঘুমোচ্ছে! তার শ্বাস প্রশ্বাসের ধীর মন্থর প্রবাহ, যে প্রাণবায়ু তার জীবনশিখাকে জ্বালিয়ে রাখছে তার গ্রহণ বর্জন, কী নিয়মিত, কী স্বচ্ছন্দ, জীবলোকে কালক্রমিক জোয়ারভাঁটার মতই তা স্বচ্ছন্দ ও নিয়মিত। ভেরিনিয়া এই কথাই ভাবছে। ভেরিনিয়া জানে, যা কিছু জীবনের সঙ্গে নির্বিরোধ অথচ জীবনের সঙ্গে যুঝছে, তা ওইমত নিয়মাধীন, তা জোয়ারের স্রোতবেগই হোক, ঋতুর পরিক্রমাই হোক, মাতৃগর্ভাধারে ভ্রূণের ক্রমপরিণতিই হোক।

কিন্তু একটা মানুষ কী করে এভাবে ঘুমোতে পারে যখন সে জানে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কী ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে?

মনপ্রাণ কেন যে আনন্দে ও ঔৎসুক্যে ভরে উঠেছিল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

(কলঙ্কের অংশটা কিন্তু থেকেই গিয়েছিল এবং প্রথমবার তাকে শয্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টায় সেটা সে আবিষ্কার করল। মেয়েটা যেন একটা বুনো বেড়াল হয়ে গেল। লাথি মেরে, থুথু ছিটিয়ে, আঁচড়ে কামড়ে সে একটা আসুরিক কাণ্ড শুরু করল—এবং মেয়েটা দীর্ঘাঙ্গী ও সবল হওয়ায় মারের চোটে তাকে অজ্ঞান করতে ল্যানিস্টাকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছিল। এই মারামারির সময় তার ঘরে যা কিছু দামী জিনিস সাজানো ছিল, সব ভেঙে-চুরে তছনছ হয়ে যায়; তার মধ্যে একটা সুন্দর গ্রীক ফুলদানীও ছিল, সেটা দিয়ে মেয়েটার মাথায় সমানে বাড়ি মারতে হয়েছে যতক্ষণ না সে হাত-পা ছোঁড়ায় ক্ষান্ত হয়েছে। রাগ আর নৈরাশ্য মিলে তার মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে তখন মেয়েটাকে খতম করে ফেলা যুক্তিসঙ্গত হত; কিন্তু যে দাম দিয়ে তাকে কেনা হয়েছে তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ফুলদানী, বাতিদান মূর্তি ইত্যাদির দাম যোগ করে যখন সে দেখল মেয়েটার জন্যে এতগুলো টাকা ঢালা হয়েছে, তখন রাগের মাথায় একটা কিছু করে ফেলা সমীচীন হবে না ভেবে সে নিজেকে সংযত করল। বাজারে বেচতে গেলেও তার চেহারা অনুযায়ী দাম পাওয়া যাবে বলে ভরসা হল না। সম্ভবত রোমের অলিগলিতে গুণ্ডার সর্দার রূপে বাটিয়েটাস তার জীবিকা আরম্ভ করেছিল বলেই, ব্যবসায়ী নীতি সম্পর্কে সে একটু বেশী মাত্রায় সজাগ। সে গর্ব করে বলত, লোক ঠকানো কারবার সে করে না। সে তাই স্থির করল, গ্লাডিয়েটারদের দিয়ে মেয়েটাকে পোষ মানাবে, আর, যেহেতু স্পার্টাকাস নামে অদ্ভুত চুপচাপ ঐ থ্রেশিয়ানটাকে কেন যেন সে আগে থেকেই দেখতে পারত না—তার বাইরের ভেড়ার মত গোবেচারী ভাবের তলায় এমন একটা আগুন চাপা ছিল যা আখড়ার প্রত্যেকটা গ্লাডিয়েটারের শ্রদ্ধা জাগাত,—তাকেই মেয়েটার সঙ্গী ঠিক করল।

(স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করতে তার বেশ মজা লাগছিল, যখন সে ভেরিনিয়াকে তার হাতে এই বলে সঁপে দিল, এ তোর সাথী, একে নিয়ে শুবি। একে দিয়ে বাচ্চা পয়দা করতে পারিস, নাও পারিস, তোর যা খুশী। দেখিস, যেন তোকে মানে, কিন্তু হুঁশিয়ার, জখম করবি না বা সুরত নষ্ট করবি না। নির্বাক নিরুৎসুক স্পার্টাকাস যখন জার্মান মেয়েটার দিকে শান্তভাবে চেয়েছিল, বাটিয়েটাস তাকে এই কথা ক'টি বলল। ভেরিনিয়া তখন ঠিক সুন্দরী ছিল না। তার মুখে দুটো লম্বা কাটা দাগ দগদগ করছে। একটা চোখ ফুলে বুজে গেছে, হলদে ও লাল হয়ে। এ ছাড়া তার কপালে ঘাড়ে হাতে অজস্র কাটা ও কালসিটার লাল ও সবুজ ক্ষতচিহ্ন।

(দেখ, কী পাচ্ছিস, বাটিয়েটাস বলল, তারপর তারই দেওয়া ভেরিনিয়ার গায়ের পোশাকটা, আগেই তা ছিঁড়ে গিয়েছিল, একেবারে ছিঁড়ে ফেলল। মেয়েটা স্পার্টাকাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল একেবারে উলঙ্গ হয়ে। সেই

খেসারতও কম নয়, ত্রিশ ঘা বেত। কিন্তু গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে এমন খুব কমই ছিল যে এই ব্যবহারের কারণটা মনে মনে বোঝেনি।

৫

পরবর্তী অনেক বৎসর পর্যন্ত লেন্টুলাস বাটিয়েটাস ওই সকালটার কথা ভুলতে পারেনি। অনেকবার সেই সকালের প্রতিটি ঘটনা সে খুঁটিয়ে দেখেছে, অনেকবার সে বোঝবার চেষ্টা করেছে, এই সকালের পরে পরে যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল তার সঙ্গে এই সকালের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা। তথাপি এই যোগাযোগ সম্পর্কে সে স্থিরনিশ্চয় হতে পারেনি; অপরপক্ষে এ কথাও তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না যে, পরে যা ঘটেছিল তার কারণ শুধু এই যে, দুজন রোমান ফতোবাবুর মনে আমরণ লড়াই দেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তার নিজস্ব এরেনায় এক দুই বা তিনজোড়ার এরকম ঘরোয়া লড়াই প্রতি সপ্তাহেই হয়ে থাকে। সে লড়াইগুলো থেকে এ লড়াইয়ের খুব বেশী একটা পার্থক্য তার নজরেই পড়ে না। এর থেকেই তার মনে পড়ে যায়, রোম শহরে তার কয়েকটা বস্তিবাড়ির কী হাল হয়েছে। বস্তিবাড়ি বা তথাকথিত 'ইনসুলে' টাকা খাটাবার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র বলে ব্যবসাদার মহলে বিবেচিত হত। তার কারণ, সাধারণ ব্যবসার উঠতি-পড়তির আওতায় এ পড়ে না; সমান হারে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চক্রবৃদ্ধি হারে, এর থেকে আয় হয় এবং এই আয় আরও বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু আয় বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কিছুটা বিপদ থেকেই যায়। প্রথমদিকে বাটিয়েটাস দুখানা বাড়ি কেনে, একটা চারতলা আরেকটা পাঁচতলা উঁচু। প্রত্যেক তলায় বারোখানা ঘর এবং প্রতিটি ঘরের জন্যে ভাড়াটেকে বছরে নয়শ' সেস্টারসি দিতে হত।

মুনাফা-শিকারী ব্যক্তিরা যে তলার ওপর তলা উঠিয়ে যাবে, এ বোধটা জাগ্রত হতে বাটিয়েটাসের খুব বেশী সময় লাগেনি। ঝাড়ুদার গোছের ছাপোষা লোকেরা নিচু বাড়ির বাসিন্দা; বড়লোকদের বাসভবন আকাশচুম্বী অট্টালিকা। অতএব ল্যানিস্টাও পাঁচতলা বাড়ীটাকে সাততলা করে ফেলল, কিন্তু তার চারতলা বাড়ীটার ওপর আর এক তলা ওঠাতেই সমস্ত বাড়ীসুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এর ফলে তার যা ক্ষতি হবার তা তো হলই, উপরন্তু কুড়িজনের ওপর ভাড়াটিয়া চাপা পড়ে মারা গেল,—তার মানে ঘুষের দায়ে আরও অঢেল টাকা বেরিয়ে গেল। অনেকটা ঐ ধরণের পরিমাণগত বৃদ্ধি এবং তার ফলে গুণগত পরিবর্তন এখানেও আছে, মানে গ্লাডিয়েটারদের তরফ থেকে বিবেচনা করলে। তা সত্ত্বেও বাটিয়েটাস জানত কার্যত সে অধিকাংশ ল্যানিস্টার মতই, তাদের চেয়ে খারাপ তো নয়ই, তাদের অনেকের চেয়ে ভালোই।

সত্যি, সকালটা খারাপভাবে আরম্ভ হল। প্রথমত, গান্নিকাসকে চাবুক মারার ব্যাপারটা। গ্লাডিয়েটারকে চাবকানো মোটেই ভালো নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও খেয়াল রাখা দরকার, আখড়া চালাতে হলে কঠোরতম নিয়মনিষ্ঠা বজায় না রাখলে চলে না। কোনো গ্লাডিয়েটার নিয়মশৃঙ্খলার সামান্য কোনো ব্যতিক্রম যদি করে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে—সে-শাস্তি যেমন নির্মম তার প্রয়োগও হওয়া চাই তেমনি দ্রুত। দ্বিতীয়ত, একজন ছোরা-খেলোয়াড়ের জুড়ি হিসাবে জাল ও সড়কি যুতে দেওয়ায় গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়ত, লড়াইটাই।

বাটিয়েটাস এরেনায় অতিথিদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। ব্যক্তিগত-ভাবে এই সব রোমানদের সম্পর্কে সে যাই ভাবুক না কেন, টাকার একটা ইজ্জত আছে এবং সে বিষয়ে সে অত্যন্ত সচেতন। যখনই তার সঙ্গে কোটিপতি কারও সাক্ষাৎ ঘটত—কোটিপতি মানে যার কোটি কোটি শুধু আছেই না, যে কোটি কোটি উড়িয়েও দিতে পারে, নিজেকে তার মনে হত গোষ্পদে বিন্দুর মত, তার কুণ্ঠার অবধি থাকত না। শহরের পথে পথে যখন সে গুণ্ডার দলের সর্দারী করে কাটিয়েছে, তার স্বপ্ন ছিল ৪০০,০০০ সেস্টারসিস জমাবে এবং তার জোরে খেতাবী মহলে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। যখন সত্যি সে খেতাব পেল, সে সবপ্রথম বুঝতে শুরু করল অর্থসম্পদের অর্থ কী এবং যতদূর পর্যন্ত সে উঠেছে, অবশ্য নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই, তা কিছুই নয়—সে দেখলে তার সামনে আকাঙ্ক্ষার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে যার শেষ নেই।

শ্রদ্ধাস্পদকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। তাই জন্যে সে এখানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে কেইয়াস ব্রাকাস ও তার সঙ্গীদের। সে তাই জানতে পেল না গান্নিকাস ত্রিশ ঘা চাবুক খেয়েছে। সম্মানিত অতিথিরা এলে পর সে তাদের নিয়ে গেল তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে,—এই আসনটি তাদের জন্যে এমন উঁচু জায়গায় তৈরী যেখান থেকে না ঝুঁকে বা গলা না বাড়িয়ে স্বল্পপরিসর এরেনার প্রতিটি দিক দেখা যায়। সে নিজ হাতে গদি-আঁটা আসনের উপর তাকিয়াগুলো এমন করে সাজিয়ে দিল যাতে তারা আরামে গা এলিয়ে দিয়ে লড়াই দেখতে পায়। তাদের পরিবেশন করা হল ঠাণ্ডা সুরা, ছোট ছোট পাত্রে রকমারি মিষ্টান্ন, পায়রার মধুপক্ক মাংস, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একসঙ্গে দূর করার নানাবিধ ভোজ্য। একটা ডোরাকাটা চাঁদোয়া প্রাতঃসূর্য থেকে তাদের আড়াল করেছে এবং দুজন পরিচারক পালকের পাখা হাতে দুপাশে মোতায়েন রয়েছে, যদি সকালের ঠাণ্ডাভাব চলে গিয়ে দুপুরের গরম দেখা দেয়। এইসব বিলিব্যবস্থা তদারক করতে করতে গর্বে বাটিয়েটাসের বুক ফুলে উঠল,—সত্যি, যার যত সূক্ষ্ম রুচিই হোক না, এখানে যে যা চাইবে সে তাই পাবে। এখন থেকে খেলা আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে যাতে বিরক্তিকর না লাগে, এরেনায় একজন নর্তকী ও দুজন বাদ্যকর তাদের চিত্তবিনোদনে ব্যাপৃত রইল। নৃত্য বা সঙ্গীতে তাদের তেমন মন ছিল না। ওসবের অনেক উঁচু

ছুঁচলো মুখ, খাড়া নাক ও কদমছাঁট মাথাওয়ালা ইহুদীটা মানুষই নয়।

ব্রাকাস বলল, "ল্যানিস্টা, ওকে আঙরাখাটা খুলে ফেলতে বল।"

বাটিয়েটাস চাপা গলায় হুকুম দিল, "এই—খোল।"

ইহুদীটা অল্পক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তারপর হঠাৎ আঙরাখাটা ফেলে দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। তার বলিষ্ঠ ঋজু দেহ একেবারে নিস্পন্দ, যেন ব্রোঞ্জ কুঁদে মূর্তি গড়া হয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত কেইয়াস তার দিকে তাকিয়ে থাকে। লুসিয়াস এমন ভাব দেখায় যেন তার মোটেই ভালো লাগছে না। কিন্তু তার স্ত্রীর চোখের পলক পড়ছে না, মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত আর জোরে জোরে।

ব্রাকাস ক্লান্তভাবে বলল, "আনেমাল বিপেস ইমপ্লুমে" অর্থাৎ বিনা পাখার দু'পেয়ে জানোয়ার।"

ইহুদীটা নত হয়ে আঙরাখাটা তুলে নিল, তারপর ঘুরে চলে গেল। তালিমদার দুজন তার অনুসরণ করল।

ব্রাকাস বলল, "ওর লড়াইটা প্রথমে হোক।"

সে সময়, তখনো পর্যন্ত এ আইন হয়নি যে, যখন কোনো থ্রেশিয়ান বা ইহুদী চিরাচরিত ছোরা কিংবা 'সিকা' নামে বাঁকানো ছুরি নিয়ে এরেনায় লড়াইয়ে নামবে, আত্মরক্ষার জন্যে তাদের প্রত্যেককে কাঠের একটা করে ঢাল দিতে হবে। পরে এ আইন বিধিবদ্ধ হবার পরও তা প্রায়ই লঙ্ঘন করা হত। গ্লাডিয়েটাররা কেবলমাত্র ছুরি নিয়ে খেলার সময় যে অসাধারণ গতি ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিত, ঢাল ব্যবহারের ফলে ছোরাখেলার এই আসল উত্তেজনাই লোপ পেত। তা হত চিরাচরিত পেতলের বর্ম ও শিরস্ত্রাণ নিয়ে খেলারই নামান্তর। এ সময়ের প্রায় চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত—তখনো জুড়ির খেলার তেমন চল হয়নি, এরেনার লড়াইকে সাধারণভাবে বলা হত 'স্যামনিটিস।' তাতে দুপক্ষই রীতিমত বর্মাচ্ছাদিত হয়ে লড়াই করতে নামত এবং তাদের সঙ্গে থাকত দীর্ঘাকৃতি সামরিক ঢাল 'স্কুটাস' এবং স্পেনীয় তলোয়ার 'স্পাথা'। এতে তেমন উত্তেজনা ছিল না, রক্তপাতও তেমন হত না। কোনোপক্ষই হতাহত না হয়ে ঢাল তলোয়ারের সংঘর্ষ ঘন্টার পর ঘন্টা চালিয়ে যেতে পারত। তখনকার দিনে ল্যানিস্টারা বেশ্যার দালালের মত ঘৃণ্য ছিল। সাধারণত তারা হত ছোটোখাটো গুন্ডাদলের সর্দার। তারা অকেজো অক্ষম কয়েকটা গোলাম কিনে নিয়ে পরস্পরকে খোঁচাখুঁচি করতে ছেড়ে দিত। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে কিংবা রক্তপাতের ফলে তারা মারা পড়ত। বেশীরভাগ ল্যানিস্টা ছিল বেশ্যার

কাঁপতে লাগল। মাথা নিচু করে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মুহূর্তের মধ্যে সুযোগটা হারিয়ে যাবে। এখন উলংগ থ্রেশিয়ানের সারা অংগে এমন একটুও জায়গা নেই যা রক্তে ঢাকা পড়েনি। এক পা মুড়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ছোরাটাকে সে হাত থেকে খসে যেতে দিয়েছে। দ্রুত তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। রোমানরা তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। একটা তালিমদার মোষের চামড়ায় তৈরী প্রকাণ্ড একটা চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে এরেনার মধ্যে দিয়ে ছুটে গেল। দুজন সৈনিক তার অনুসরণ করল।

"লড়, হারামজাদা!" তালিমদার হুংকার ছাড়ল, সংগে সংগে চাবুকটা ইহুদীর পিঠে ও পেটে পাকিয়ে বসল। "লড়!" পর পর সপাং সপাং চাবুক চলল, সে কিন্তু একটুও নড়ল না। থ্রেশিয়ানটা এবারে হুমড়ি খেয়ে উবুড় হয়ে পড়ে একটু কেঁপে উঠল, তারপর যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল। প্রথমে ধীরে ধীরে চাপা গলায়, ক্রমেই তা বেড়ে চলল, তার মোচড় দেওয়া শরীর থেকে সে-চীৎকার যেন নিংড়ে নিংড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর সে-আর্তনাদ থেমে গেল এবং নিস্পন্দ সে পড়ে রইল। এবার তালিমদার ইহুদীকে চাবুক মারা বন্ধ করল।

দরজার ফাটলটায় স্পার্টাকাসের সংগে কালো লোকটাও যোগ দিয়েছে। কোনো কথা না কয়ে তারা দেখে গেল।

সৈনিকেরা থ্রেশিয়ানের কাছে এসে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল। সে একটু নড়ে উঠল। একজন সৈনিক তার কোমরবন্ধে ঝোলানো ছোট ভারি একটা হাতুড়ি খুলে হাতে নিল। অপর একজন সৈনিক তার বর্শাটা থ্রেশিয়ানের পিঠের তলা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে এক ধাক্কায় তাকে চিত করে ফেলল। তার-পর প্রথম সৈনিক হাতুড়িটা দিয়ে তার রগের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঘা দিল। আঘাতের চোটে মাথার নরম জায়গাটা ফেটে গেল। এরপর সৈনিকটা তার রক্তমাখা হাতুড়িটা দিয়ে দর্শকদের সেলাম করল। সংগে সংগে দ্বিতীয় এক তালিমদার এরেনার মধ্যে একটা গাধাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল। গাধাটার মাথায় বাহারী পালকের চুড়া। তাকে চামড়ার সাজ পরানো হয়েছে। সেই সাজের সংগে বাঁধা একটা শেকল ঝুলছে। শেকলটা দিয়ে থ্রেশিয়ানটার পা-দুটো বাঁধা হল; তারপর সৈনিকরা বর্শার খোঁচা দিয়ে গাধাটাকে তাড়া লাগালো। তার ফলে গাধাটা রক্তমাখা, ঘিলু বের-করা দেহটাকে টানতে টানতে এরেনাটা ঘিরে দৌড়োতে লাগল। রোমানরা এই দৃশ্য দেখে আনন্দধ্বনি করল, মেয়েরা কারুকার্যকরা রুমাল দুলিয়ে হর্ষ জ্ঞাপন করল।

তারপর রক্তমাখা বালিগুলো উলটিয়ে দিয়ে সমান করে দেওয়া হল। দ্বিতীয় জোড়ের খেলা শুরু হবার আগে আবার নাচ গানের আসর তৈরী হল।

না, তাই কপাল ঠুকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশজনের মধ্যে নজন গ্লাডিয়েটার এটা ঠেকিয়ে পরস্পরে আবদ্ধ হতে চেষ্টা করত। এমন-কি বিশ্রী আঘাত নিয়েও তারা ঠেকাবার চেষ্টা করত। একটা মানুষের সমস্ত ওজন যখন ওইরকম একটা ছোরায় নেমে আসে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কী ব্যাপার তা জানো? ইহুদীটাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন দেখবে? এই দেখ—"

সে যখন কথা বলছিল ইহুদীটা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে, তেমনি উলঙ্গ, গায়ে ঘাম ও রক্তের গন্ধ, মাথাটা নুয়ে রয়েছে, মাংসপেশীগুলো তখনো কাঁপছে, মানুষের সে এক বিকট বীভৎস সংস্করণ।

"নিচু হ", ব্রাকাস হুকুম করল।

ইহুদীটা নড়ল না।

"নিচু হ!" ব্রাকাস চিৎকার করল।

তার সঙ্গী তালিমদার দুজন ইহুদীটাকে ধরে বেঁধে জোর করে রোমান-দের সামনে হাঁটু গেড়ে বসাল। ব্রাকাস তখন উল্লসিত তার পিঠটা দেখিয়ে বলতে লাগল,

"ওই দেখ, ওইখানটায়। না, না চাবুকের দাগগুলো নয়। দেখছো না, চামড়াটা কেটে গেছে, ঠিক মেয়েদের নখের আঁচড়ের মত। ওইখানটায় থ্রেশিয়ানটার ছুরিটা ওকে ছুঁয়ে গেছে ঠিক যখন তার আক্রমণের নিচে পড়ে তাকে ছিটকে ফেললে। একেই বলে 'মরণপাড়ি'।" ব্রাকাস বাটিয়েটাসকে লক্ষ্য করে বলল, "ল্যানিস্টা, এটাকে টিঁকিয়ে রেখো। আর চাবকিও না। একে বাঁচিয়ে রেখো। এর থেকে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আমি নিজে এর কথা পাঁচজনকে বলব। জিতা রহো গ্লাডিয়েটার।" ব্রাকাস চিৎকার করে বলল।

কিন্তু ইহুদীটা মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল, তার মাথাটা আনত।

৯

কালো লোকটা বলছে, "পাথরও কাঁদে, যে বালির ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে যাই, তাও যন্ত্রণায় কাতরায়, কিন্তু আমরা কাঁদি না।"

"আমরা যে গ্লাডিয়েটার", স্পার্টাকাস জবাব দেয়।

"তোমার হৃদয় কি পাথরে তৈরি?"

"আমি গোলাম। আমি মনে করি গোলামের হৃদয় বলে কিছু থাকা উচিত নয়। যদিই বা থাকে তবে তা পাথরেরই হওয়া উচিত। মনে রাখার মত তোমার কত কী আছে, কত সুন্দর, কত ভালো ভালো স্মৃতি। কিন্তু আমি তো 'কোরুউ', এমন কিছুই আমার মনে পড়ে না যার একটুও ভালো।"

এদের গায়ের ছোপ বালির মত হলুদ। যখন তারা উড়ে যায়, মনে হয় এক এক ঢেলা বালি কে যেন শূন্যে ছুঁড়ে দিল। নির্দিষ্ট স্থানে এসে ওরা দুজন দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়ে, যারা তোমার রক্তমাংস কিনে নিয়েছে, তাদের অভিবাদন করো; এখানে, এই মুহূর্তে, জীবনের কোনো মূল্য নেই, লজ্জা আর অপমান জীবনের অর্থ বদলে দিচ্ছে। এই তো জীবনের পরিণতি; নিষ্ঠুর প্রকৃতি রক্তের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

কেইয়াসের হয়ত মনে আছে দৈত্যের মত বিরাটকায় আফ্রিকার কালো লোকটার পাশে থ্রেশিয়ানটাকে কতটুকু দেখাচ্ছিল। রৌদ্রদীপ্ত পীতাভ বালুকাভূমি ও মঞ্চাসনের বর্ণলেপহীন কাষ্ঠফলকের পৃষ্ঠপটে কালো লোকটাকে দেখাচ্ছিল খোদিত মূর্তির মত। কিন্তু তার মনে পড়ছে না ব্রাকাস এই প্রসঙ্গে কী বলেছিল। যা বলেছিল তা তুচ্ছ, কথার কথা, কালের স্রোতে তা ভেসে গেছে। এই সব খেয়ালী লোকদের নগণ্য খেয়ালগুলো বৃহৎ ব্যাপারের কখনই কারণ হয়ে ওঠে না; মনে হয়, তাই বুঝি কারণ; এমনকি স্পার্টাকাসকেও কারণ ভাবা ঠিক নয়, বরঞ্চ কেইয়াসের কাছে যা স্বাভাবিক, সে তারই অনিবার্য ফল। যে খেয়ালের বশে ব্রাকাস তার আকাটমূর্খ অপদার্থ সঙ্গীর আনন্দবিধানের জন্যে এই হত্যা ও মরণযন্ত্রণার নারকিক বীভৎসতাকে উন্মুক্ত করেছিল, কেইয়াসের কাছে তা খেয়াল বলে মনেই হয়নি, বরঞ্চ সে সেটাকে ভেবেছিল অত্যন্ত মৌলিক একটা আমোদের ব্যাপার।

অতএব গ্লাডিয়েটারদ্বয় যথারীতি অভিবাদন করল এবং রোমানরা যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সহযোগে থেকে থেকে মদে চুমুক দিল। অতঃপর এল অস্ত্রবাহক। স্পার্টাকাসের জন্যে, ছোরা। কালো লোকটার জন্যে, ত্রিশূলের মত প্রকাণ্ড ভারি মাছমারা সড়কি ও মাছধরার জাল। লজ্জায় ও রক্তাক্ত লাঞ্ছনায় তারা দুজনেই ভাঁড়ের মত হাস্যকর হয়ে উঠেছে। সমস্ত দুনিয়াটা গোলামখানায় পরিণত হয়েছে আর তার ফলে এই ক'টা রোমান ছত্রচ্ছায়াতলে আরামে বসে একটু একটু মিঠাই ঠোকরাচ্ছে এবং থেকে থেকে মদে চুমুক দিচ্ছে।

দুজনে যে যার অস্ত্র গ্রহণ করল। তারপরেই, কেইয়াস দেখলে, কালো লোকটা পাগল হয়ে গেল। পরবর্তী ঘটনাটাকে কেইয়াস পাগলামি ছাড়া আর কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না। তার অথবা ব্রাকাসের অথবা লুসিয়াসের, কারও পক্ষে ওই কালো লোকটার জীবনের আদিপর্বে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, যদি সম্ভব হত, তাহলে তারা বুঝতে পারত, লোকটা মোটেই পাগল হয়ে যায়নি। মনে মনে তারা কল্পনাও করতে পারত না, কোনো এক নদীতীরে তার মায়ায়-ভরা কুটিরখানি, তার পুত্রকন্যা পরিবার, তার নিজহাতে চষা জমিটুকু, সেই জমির ফসল; এই সাধের সংসারে একদিন হানা দিল সৈন্যদল, সঙ্গে এল গোলামের দালাল, মানবজীবনের ফসল তুলে নিয়ে কী আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে তারা তাল তাল সোনায় পরিণত করল।

তাই তারা শুধু দেখলে, কালো লোকটা পাগল হয়ে গেছে। তারা দেখলে

ভালো না খারাপ তা নির্ভর করত যে-মানুষ জাগত তার উপর। সিসেরো সম্পর্কে বলা যায় তার খেয়ালটা ভালই; সত্যি, এই যুবকের কার্যকলাপ এমনিই বিস্ময়কর। যখন হেলেনা তার কক্ষে প্রবেশ করল, এই বিস্ময়কর যুবক তার বিছানায় পা মুড়ে বসে রয়েছে, একখানা পট্টলিপি তার কোলের ওপরে খোলা আর সে তাই শুদ্ধ করছে ও মাঝে মাঝে কী যেন লিখছে। হয়ত আরো বর্ষীয়সী রমণীর নজরে তার ঐভাবে বসে থাকাটা নিছক ছলনা মনে হত; কিন্তু হেলেনার বয়স মাত্র তেইশ, অতএব সে মুগ্ধ হল। প্রাচীন কাহিনীগুলিতে যুদ্ধের নেতা ও শান্তির নায়ক তখনো পর্যন্ত অক্ষয় স্থান অধিকার করে রয়েছে এবং এমন রোমানদের কথা এখনো শোনা যায় যারা রাত্রে মাত্র দু-তিনঘন্টা ঘুমোয় এবং বাকি সময়টা সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে নিয়োগ করে। তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত। হেলেনার ভাবতে ভালো লাগে, সিসেরো যেমন তার দিকে তাকিয়েছে তেমনি করে এইরকম দেশগতপ্রাণ কোনো পুরুষ তার দিকে তাকায়।

দরজাটা বন্ধ করার আগেই সিসেরো তার শয্যাসন থেকে ইশারায় হেলেনাকে জানায় শয্যাতেই উপবেশন করতে। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ ঘরের মধ্যে আরামপ্রদ কোনো বসার আসন ছিল না। তারপর সিসেরো তার কাজে আবার মনোনিবেশ করল। হেলেনা দরজা বন্ধ করে শয্যায় এসে বসল।

এবার? হেলেনার ক্ষুদ্র জীবনে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, কোনো দুজন পুরুষ একইভাবে এক মেয়ের কাছে আসে না। সিসেরো কিন্তু তার কাছেই এল না। প্রায় সিকিঘন্টা বসে থাকার পর হেলেনা জিজ্ঞাসা করল,

"কি লিখছেন?"

সিসেরো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। অনুরোধটা অপ্রাসঙ্গিক কথার সূত্রপাত মাত্র, কিন্তু সিসেরো বাস্তবিক কথা বলতে চায়। সমপ্রকৃতির অন্য যুবকদের মত সে নিরন্তর প্রতীক্ষা করে আছে এমন নারীর যে তাকে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ যে নারী তার অহংবোধের যথাযথ ইন্ধন যোগাবে সে তাই হেলেনাকে প্রশ্ন করে,

"এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

"কারণ আমি জানতে চাই।"

"দাসবিদ্রোহের ওপর একটা নিবন্ধ লিখছি", বিনীতভাবে সে জানায়।

"তার মানে, ওদের ইতিহাস?" সে সময়ে উচ্চস্তরের অবসরভোগী ভদ্রমহলে ঐতিহাসিক রচনা সবেমাত্র একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অনেক সদ্য গজিয়ে ওঠা অভিজাত ব্যক্তি রোম প্রজাতন্ত্রের আদি ইতিহাস এমনভাবে সাজাতে লেগে গিয়েছে যাতে বৃহৎ ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

"না, ইতিহাস নয়", সিসেরো গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়। স্থির অবিচল তার দৃষ্টি মেয়েটির ওপর নিবদ্ধ। তার এই ভঙ্গি অপরের মনে তার সম্পর্কে

হয়। যুদ্ধে তাদের আমরা বন্দী করে এনেছিলাম। তার দুইপুরুষ পরে গ্রীসে লরিয়াম'এর খনিগুলোয় দাসদের বিরাট বিদ্রোহ হয়। তারপর স্পেনের খনিমজুরদের ব্যাপক বিদ্রোহ, তার কয়েক বছর পরে সিসিলিয়ান গোলামরা এমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যার ফলে প্রজাতন্ত্রের ভিতশুদ্ধ নড়ে ওঠে। এর কুড়ি বছর পরে গোলাম সালভিয়াস'এর নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ। এই ক'টা তো বড় বড় যুদ্ধ কিন্তু এগুলোর মাঝে মাঝে ছোটখাটো হাজার হাজার বিক্ষোভ লেগেই ছিল.—এই সবগুলো একসঙ্গে দেখলে দেখবে, গোলামদের সঙ্গে আমরা একটা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষান্তিহীন সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি,—একটা লজ্জাকর নীরব সংগ্রাম যার কথা কেউ মুখ ফুটে বলে না, ঐতিহাসিকেরা যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধা বোধ করে। আমরা এই প্রসঙ্গ লিখতে ভয় পাই, এ দিকে তাকাতে ভয় পাই। কারণ কি জানো? কারণ পৃথিবীতে এর আবির্ভাব নতুন। এর আগে অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে। জাতিতে জাতিতে, নগরে নগরে, দলে দলে। এমনকি ভাইয়ে ভাইয়েও,—কিন্তু এ একটা নব্য দানব, আমাদের ভেতরে আস্তানা গেড়ে রয়েছে, আমাদের মজ্জায় মাংসে মিশে রয়েছে, সমস্ত দল, সমস্ত জাতি, সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে এ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।"

হেলেনা বলে উঠল, "আপনার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। জানেন কী ভীষণ ছবি আপনি তুলে ধরেছেন?"

সিসেরো ঘাড় নেড়ে সন্ধানীর দৃষ্টিতে তাকে দেখে। হেলেনা অভিভূত হয়ে এগিয়ে এসে সিসেরোর হাতে হাত রাখে, অনুভব করে ভেতর থেকে অনুরাগের তপ্ত উচ্ছ্বাস সিসেরোর দিকে উৎসারিত হচ্ছে। সিসেরোর মধ্যে দেখতে পেল এমন এক যুবককে যে বয়সে তার চেয়ে বেশী বড় না হলেও জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন। হেলেনার মনে পড়ে যায় পুরাকালের সব কাহিনী। ছেলেবেলাকার সেই ভাসা ভাসা গল্পগুলো। সিসেরো তার পাণ্ডুলিপিটা সরিয়ে রেখে হেলেনার হাতখানায় ধীরে ধীরে আঘাত করতে থাকে, তারপর নুয়ে পড়ে তার মুখচুম্বন করে। এখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হেলেনার চোখের সামনে ভেসে উঠল শাস্তির স্মারকগুলো, আপ্পিয়ান মহাপথে ক্রুশলগ্ন মানুষগুলোর চক্ষুবিদ্ধ রোদে পোড়া সেই পচামাংস; ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে হল না ওরা বীভৎস; সিসেরো এগুলোর একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও হেলেনার পক্ষে তার মর্মার্থটা মনে আনা সম্ভব হল না। সিসেরো ভাবলে, "জাতি হিসাবে আমরা অদ্বিতীয়। ভালবাসার ও ন্যায়বিচারের ক্ষমতা আমাদের অপরিসীম।" হেলেনার কাছে প্রেম নিবেদন করার সময় তার মনে হল, অন্তত এই একটি মহিলা তাকে বুঝেছে। তথাপি তাকে জয় করে যে আত্মশ্লাঘা সে বোধ করেছিল, এর ফলে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না। উপরন্তু নিজের মধ্যে সে অনুভব করল ক্ষমতার পরিপূর্ণতা, তার ব্যাপ্তি,—সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষমতার এই ব্যাপ্তির মধ্যেই তার লেখার যা কিছু যৌক্তিকতা নিহিত। রহস্য-

মধ্যে বিচার তো দূরের কথা, কোনো প্রকার যুক্তিসম্মত নিষ্পত্তি যে কী করে সম্ভব, ভেবে অবাক হতে হয়। অথচ এই অবস্থার মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আদালতের কাজ চলে। বাটিয়েটাসকে জেরা করা হচ্ছে এবং সে ষণ্ড-মার্কা গলায় তার জবাব দিয়ে চলেছে। স্বপ্নের এই পর্যন্ত হেলেনার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল।

কিন্তু তারপরে, স্বপ্নে যেমন ঘটে, কোনো কারণ নেই হেলেনা দেখলে ল্যানিস্টার শয়নকক্ষে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর লক্ষ্য করছে গ্রীক খাজাঞ্চীটা একটা খোলা ছুরি হাতে এগিয়ে আসছে। ছুরিটা একটা বাঁকানো 'সিকা', যা নিয়ে থ্রেশিয়ানরা এরেনায় লড়াই করে। দেখলে শয়নকক্ষের মেঝেটাও এরেনায় বা বালুকাভূমিতে পরিণত হয়েছে, ল্যাটিনে দুটো কথারই এক মানে। থ্রেশিয়ানের মত তেমনি সতর্কভাবে গ্রীকটা ছুরি দিয়ে বালি কাটছে আর ল্যানিস্টাটা বিছানায় জেগে বসে বিস্ফারিত চোখে তাই দেখছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই, দুজনেই চুপচাপ। এরপরেই গ্রীকটার পাশে আবির্ভাব ঘটল অস্ত্রসজ্জিত বিরাটকায় এক ধাতব মূর্তির। হেলেনা দেখেই চিনল সে স্পার্টাকাস। তার একখানা হাত খাজাঞ্চীর কবজিটা চেপে ধরে একটু জোর দিতেই ছুরিটা বালির ওপর পড়ে গেল। তারপর বিরাটকায় সেই ধাতব সুপুরুষ—স্পার্টাকাস—হেলেনাকে ইশারা করল। হেলেনা ছুরিটা তুলে নিয়ে ল্যানিস্টার গলাটা কেটে ফেলল। গ্রীক আর ল্যানিস্টা তারপরে মিলিয়ে গেল, রইল শুধু হেলেনা আর গ্লাডিয়েটার। কিন্তু হেলেনা যেই তার দিকে দুবাহু বাড়িয়েছে, অমনি সে তার মুখের ওপর থুৎকার করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। হেলেনা তারপর তার পেছনে পেছনে ছুটল, অনেক অনুনয় বিনয় করল তাকে যাতে সঙ্গে নেয়, কিন্তু সে তখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সীমাহীন ধূ ধূ বালুকাভূমিতে হেলেনা একা দাঁড়িয়ে রইল।

৩

নিজের গোলামের হাতে নিহত হওয়ায় ল্যানিস্টা বাটিয়েটাসের মৃত্যুটা হল যেমনি কদর্য তেমনি নিকৃষ্ট। হয়ত সে এই অপমৃত্যু ও আরো অনেক কিছু এড়াতে পারত যদি ব্রাকাসের ফরমাইস মত দু'জোড়া খেলোয়াড়ের লড়াই এইভাবে পণ্ড হবার পর যে দুটো গ্লাডিয়েটার বেঁচে ছিল তাদের সে বধ করে ফেলত। বধ করলে তার অধিকার লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই উঠত না; কারণ বিভেদকারী গ্লাডিয়েটারদের হত্যা করা প্রথাসম্মত। কিন্তু স্পার্টা-কাসকে বধ করা হলেও ইতিহাসের ধারার তেমন কোনো পরিবর্তন হত কিনা সন্দেহ। যে শক্তি-সমন্বয় তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা অন্যত্র সন্নিবিষ্ট হত। ঠিক যেমন হেলেনার স্বপ্ন। এইসব ঘটনার কত পরে ভিলা

লোকগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে। এই অসংযত আক্রোশই বেত্রাঘাতে মেয়েদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আজ সকালে ভেরিনিয়ার মনে কিন্তু কোনো ভয় নেই। তার উপর চাবুকটা যে কিছু হালকাভাবে পড়ছে, তা নয়। বরঞ্চ ঠিকাদারটা তাকেই আর সবার থেকে অলাদা করে বেছে নিয়েছে এবং মহাবীরের রক্ষিতা বলে বিশেষভাবে সম্বোধন করেছে। আর সবার তুলনায় তারই ওপর চাবুকটা একটু বেশীমাত্রায় পড়ছে। সে রসুইখানায় কাজ করছে, সেখানে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বাটিয়েটাসের ক্রোধ সমস্ত জায়গাটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ ক্রোধ সহজে শান্ত হবার নয়, ক্রোধে বাটিয়েটাস কাঁপছে। এর জন্যে দায়ী তার আর্থিক ক্ষতি। এই একমাত্র কারণ যা নিশ্চিতভাবে ল্যানিস্টার মেজাজ চড়িয়ে দিতে পারে। কবুলতি অর্থের বাকি অর্ধেকটা ব্রাকাস আর দেয়নি। যদিও তা আদায়ের জন্যে মামলা মোকদ্দমার যথোচিত আয়োজন চলেছে, বাটিয়েটাস ভালোমতই জানে রোমের আদালতে নামজাদা এক রোমান পরিবারের বিরুদ্ধে মামলায় জয়ী হওয়া কতখানি সম্ভব। তার ক্রোধের প্রতিক্রিয়া আখড়ার সর্বত্র পরিব্যপ্ত। রসুইখানায় পাচক দাসীদের শুধু শাপান্ত করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তার লম্বা কাঠের লাঠিটা দিয়ে যথেচ্ছ প্রহার করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। তালিমদারেরা তাদের মালিকের কাছে চাবুক খেয়ে গ্লাডিয়েটারদের চাবুক মেরে চলেছে। এদিকে মৃত কালো লোকটাকে বেষ্টনীর গরাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে প্রাতঃকালীন কসরতের জন্যে গ্লাডিয়েটাররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালে তাদের সামনে ওটা ঝুলতে থাকে।

স্পার্টাকাস তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। তার একপাশে গান্নিকাস আরেকপাশে ক্রিকসাস নামে একজন গল। হাজতখানার সম্মুখ বরাবর দুই সারিতে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ সকালে যে সব তালিমদার তাদের খবরদারিতে নিযুক্ত রয়েছে, তারা সবাই ভারী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত, বিশেষ করে ছুরি ও তলোয়ার তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে। বেষ্টনীর দরজাটা খুলে দেওয়া হল, অমনি ফৌজী সিপাইয়ের ছোট ছোট চারটি দল, মোট চল্লিশজন সিপাই, সামরিক কায়দায় প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল, তাদের মুষ্টিবদ্ধ দীর্ঘ কাঠের বর্শাগুলো তাদের পাশে দুলতে লাগল। সকালের রোদ হলুদ বালির ওপর অবাধে এসে পড়েছে, রৌদ্রতাপ মানুষগুলোকে স্পর্শ করছে, কিন্তু স্পার্টাকাসের মনে কোনো তাপ নেই। গান্নিকাস যখন চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল এ সবের অর্থ সে কিছু জানে কিনা, নীরবে মাথা নেড়ে সে তার অজ্ঞতা জানিয়ে দিল।

ক্রিকসাস জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি লড়াই করেছিলে?"

"না।"

সেই জোড়টাকে বাইরে লড়াইয়ে ভাড়া খাটতে পাঠানো হত। একটাকে হয়ত ছেড়ে দেওয়া হত, আরেকটা ফিরে আসত লড়াইয়ের যৎসামান্য জখমি চিহ্ন সমেত। তারপর নতুন একটা গুপ্তচর দিয়ে জোড়টা পূরণ করা হত। বাটিয়েটাস জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিলে, তার অজ্ঞাতে কোনোরকম ষড়যন্ত্রের আয়োজন কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

একথা সর্বদা স্বীকার্য, বিদ্রোহ যতবারই দেখা দিক না কেন, কখনোই তার আসল ঘাঁটিটা খুঁজে বের করা, তার উৎসমুখ নির্ণয় করা, তার অবিচ্ছিন্ন মূলটা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। লতানে গাছের শিকড়ের মত নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে তা অবিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্যই থেকে গেছে, নজরে পড়েছে শুধু তার ফুটন্ত প্রকাশটুকু। সিসিলিতে ব্যাপক আকারের বিদ্রোহই হোক, অথবা কোনো বাগিচায় ব্যর্থ বিক্ষোভই হোক, হয়ত যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে কয়েকশত হতভাগ্যের ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যুতে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেনেট তার মূল আবিষ্কার করতে পারেনি। তথাপি মূলটা খুঁজে বের করতেই হবে। এখানে মানুষ যে বিলাস ও প্রাচুর্য, জীবনের যে রাজসিক আড়ম্বর গড়ে তুলেছে, পৃথিবী এর আগে কখনো তার আস্বাদ পায়নি। জাতিতে জাতিতে হানাহানি রোমান শান্তির দাপটে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; রোমের মহাপথ জাতিগত পাথর্ক্যকে বিলুপ্ত করেছে, এবং পৃথিবীর এই মহানাগরিক কেন্দ্রে আহার বিহারের অভাব কোন নাগরিককে পীড়িত করে না। যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে; প্রতিটি দেবতা, একক ও সমগ্রভাবে যেমনটি গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনই হয়েছে। তথাপি সমাজদেহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যে ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিল, তার মূলোৎপাটন সবার সাধ্যাতীত।

অতঃপর সেনেট বাটিয়েটাসকে প্রশ্ন করে, "ষড়যন্ত্র বা অসন্তোষের কোন চিহ্নই ছিল না?"

"না, কিছুই ছিল না," সে জোরের সঙ্গে বলে।

"যখন তুমি আফ্রিকানটিকে বধ করলে,—আমরা অবশ্য মনে করি তাকে বধ করে ঠিকই করেছিলে—তখন কোনো প্রতিবাদ হয়নি?"

"না, কিছু না।"

"আমরা বিশেষভাবে জানতে চাই, বাইরে থেকে কোনোরকম সাহায্য, কোনো বৈদেশিক প্ররোচনা এর মধ্যে ছিল কি না।"

"অসম্ভব," বাটিয়েটাস বলে।

"তাহলে তুমি বলতে চাও, স্পার্টাকাস, গান্নিকাস ও ক্রিকসাস, এই তিন প্রধানকে সাহায্য করতে বাইরে থেকে কোনো অর্থ বা রসদ আসেনি?"

"সব দেবতার নামে দিব্য করে আমি বলতে পারি, তারা এমন কোনো সাহায্য পায়নি," বাটিয়েটাস দৃঢ়ভাবে বলল।

থ্রেশিয়ান সালভিয়াস, জার্মান উনডার্ট, আর সেই অদ্ভুত ইহুদী বেন জোয়াশ, যে কারথেজ থেকে একটা নৌকোয় করে পালিয়ে এসে তার সমস্ত দলবল নিয়ে আথিনিয়ন-এর সঙ্গে যোগ দেয়।

শুনতে শুনতে স্পার্টাকাস অনুভব করে গর্বে ও আনন্দে তার বুক ফুলে উঠছে, অনুভব করে পরলোকগত এই বীরপুরুষদের সঙ্গে পবিত্র ও বিরাট এক ভ্রাতৃত্বের যোগসূত্রে সে একাত্ম হয়ে গেছে। মনে মনে তার এই বন্ধুদের সে জড়িয়ে ধরে; তাদের সে ভালোভাবেই জানে; সে জানে তারা কী অনুভব করেছে, কিসের স্বপ্ন দেখেছে, কিসের আশা পোষণ করেছে। রাষ্ট্র নগর বা জাতির ব্যবধান অর্থহীন। তাদের যোগ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। তবু, বিদ্রোহের এত আয়োজন, এত প্রয়াস সত্ত্বেও তারা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে; বারে বারে রোমানরা তাদের ক্রুশে বিঁধিয়ে মেরেছে, নতুন গাছের ক্রুশে নতুন ফল ফলিয়েছে, যাতে সবাই দেখে শেখে, গোলাম হয়ে যে গোলামি করতে চায় না তার কী পুরস্কার প্রাপ্য।

"শেষটা সব সময়েই এক," ক্রিকসাস বলে.....

অতএব ক্রিকসাসের গ্লাডিয়েটার-দশা যত দীর্ঘ হতে থাকে, তত তার অতীত কাহিনী বলার উৎসাহ কমে আসে। কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, গ্লাডিয়েটারকে কিছুই সহায়তা করে না। তার কাছে বর্তমান মুহূর্ত ছাড়া কিছু নেই। ক্রিকসাস একটা রুক্ষ আবরণে সর্বদা নিজেকে ঢেকে রাখে এবং একমাত্র স্পার্টাকাস এই দৈত্যপ্রতিম গলের রুক্ষ বহিরাবরণটা ভেদ করার সাহস রাখে। একবার ক্রিকসাস তাকে বলেছিল,

"স্পার্টাকাস, তুমি বড় বেশী লোকের সঙ্গে দোস্তি কর। দোস্তকে খুন করা বড় শক্ত। আমায় একা থাকতে দাও।"

আজ সকালে কসরত শেষ হবার পর এবং প্রাতরাশে যাবার আগে কিছু-ক্ষণের জন্যে তারা বেষ্টনীর মধ্যে দল বেঁধে থাকে। গরমে ঘর্মাক্ত দেহে গ্লাডিয়েটাররা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কেউ বা দাঁড়িয়েছিল, কেউ বা বসেছিল। বেষ্টনীর গরাদে ক্রুশবিদ্ধ দুটো আফ্রিকানের অবস্থিতির ফলে তাদের কথাবার্তা চলছিল অনুচ্চস্বরে। অন্যজনের শাস্তির স্মারকরূপে এইমাত্র যাকে বধ করা হল তার নিম্নস্থ মাটি তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্ত-পায়ী পাখীরা এই মধুর রসের লোভে মাটি ঠোকরাচ্ছে ও রক্ত শুষে নিচ্ছে। গ্লাডিয়েটাররা গম্ভীর ও নির্মর্ষ। তারা বুঝতে এই তো সবে শুরু। বাটিয়েটাস এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুক্তির পর চুক্তি করতে থাকবে এবং তাদের লড়াই করিয়ে খতম করবে। এ সময়টা তাদের পক্ষে দুঃসময়।

আখড়ার পাশ দিয়ে যে ছোট নদীটা বয়ে গেছে তা পার হয়ে সৈনিকরা ছোট একটা বৃক্ষকুঞ্জে খেতে বসেছে। স্পার্টাকাস বেষ্টনীর ভেতর থেকে তাদের দেখতে পাচ্ছে, তারা মাটিতে ছড়িয়ে বসেছে, শিরস্ত্রাণগুলো খুলে রেখেছে আর ভারী ভারী অস্ত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করা রয়েছে। সে

পিতার জানা ছিল, ততদিন ধরে গোলামি যার মজ্জাগত, মুক্ত হওয়া তার পক্ষে তো সহজ নয়। এ ছাড়াও স্পার্টাকাসের ছিল প্রচ্ছন্ন একটা আশঙ্কা, প্রচ্ছন্ন অথচ ইচ্ছাধীন। এ আশঙ্কা সেই মানুষের, সংকল্পে যে অনড় অথচ মনে মনে জানে সংকল্পিত পথের প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু প্রতীক্ষা করছে। সবশেষে বিরাট এক আত্মজিজ্ঞাসা, কারণ এই লোকগুলো, যাদের পেশা ছিল খুন করা, নিজেদের মানবদের খুন করল; ভীতিবিহ্বল সন্দেহে তারা মুহ্যমান, গোলাম হয়ে তারা মানবকে আঘাত করেছে; গোলামি মনের এ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সবার চোখ তার ওপরে। সে সেই শান্ত থ্রেশিয়ান, সেই খনিমজুর, তার কাছে গোপন থাকে না তাদের মনের কথা। তাদের আরও কাছে সে এগিয়ে যায়। তারা অজ্ঞ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তখনকার দিনের সাধারণ মানুষের মত; তারা ভাবলে, বুঝি কোনো দেবতা, তাদের দুঃখে দরদী অদ্ভূত কোনো দেবতা তার ওপর ভর করেছে। তাহলে তো ভবিষ্যৎ তার নখদর্পণে, মানুষ যেমন বই পড়ে, সেও তেমনি ভবিষ্যৎ পড়তে পারবে এবং তাদের সবাইকে ঠিকপথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। চলার মত পথ যদি তাদের না থাকে, নিশ্চয় সে পথও করে দেবে। তারা চোখে চোখে তাকে এত কথা বলল; তাদের চোখে চোখে সে এত কথা পাঠ করল।

"তোমরা কি আমার আপনার জন?" সবাই যখন নিবিড়ভাবে তাকে ঘিরে ধরেছে, সে তাদের জিজ্ঞাসা করল। "আমাকে গ্লাডিয়েটার হতে কখনো আর দেখবে না। তার আগে আমি মরব, জেনো। আমার আপনার জন কি তোমরা?"

কারও কারও চোখ জলে ভরে এল। তারা আরও কাছে সরে এল। কেউ বা বেশী ভয় পেল, কেউ বা কম, কিন্তু সবার মনে গৌরবের একটু ছোঁয়াচ লাগিয়ে শঙ্কা দ্বিধা সব দূর করে দিল। সত্যিই সে যাদুকর।

"এখন থেকে আমরা বন্ধু," সে বললে, "সবাই মিলে আমরা যেন একটা মানুষ। শুনেছি পুরাকালে আমাদের লোকেরা যখন লড়াই করতে যেত, তারা নিজেদের ইচ্ছায় যেত, রোমানরা যেমন যায় সেভাবে যেত না, তারা যেত নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায়। তাদের মধ্যে কেউ লড়তে না চাইলে, সে চলে যেত, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না।"

"আমরা কী করব," কে একজন বলে উঠল।

"আমরা বেরিয়ে যাব, বেরিয়ে গিয়ে লড়াই করব। আমরা ভালই লড়ব কারণ সারা দুনিয়ায় আমরাই সেরা লড়িয়ে।" হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল। আগের শান্ত ব্যবহারের সঙ্গে এই বৈসাদৃশ্য সবাইকে স্থির নিশ্চল করে রাখে। তার কণ্ঠস্বর দুর্বার চিৎকারে পরিণত হল। বাইরের সৈনিকরা নিশ্চয় শুনতে পেল বজ্রকণ্ঠে সে বলছে,

"জোড়ে জোড়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব যাতে রোমের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, কাপুয়ার গ্লাডিয়েটারদের কথা কেউ ভুলে যেতে না পারে।"

ছোঁড়া যায় মাত্র একবারই; ছুঁড়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ছুঁড়বে কাকে।

ঠিক এই মুহূর্তে স্পার্টাকাস আশ্চর্য স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করল তার রণকৌশল, আগামীকালে তার অনুসৃত রণকৌশলের সমগ্র রূপটা। বিরাট বিরাট সেনাবাহিনী সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী চলে এসেছে—লৌহফলক-বেষ্টিত রোমের উপর আক্রমণ করতে এসে তারা বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে রোমান বর্শার প্রচণ্ড বর্ষণে, তীক্ষ্ণধার রোমান কৃপাণ প্রতিহত সেনাবাহিনীকে বারে বারে ছিন্ন ভিন্ন করে নিশ্চিহ্ন করেছে, স্পার্টাকাস মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলে এর যুক্তি কোথায়। কিন্তু এইখানে, এই উল্লাসমত্ত, দুর্ভাষী, উদ্ধত, উলঙ্গ গ্লাডিয়েটারদের চক্রব্যূহের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রোমের সেই প্রতাপ ও নিয়মানুগত্য সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল।

"পাথর।" স্পার্টাকাস চিৎকার করে বলে। "পাথর, পাথর—পাথরই আমাদের হয়ে লড়বে।" পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে, হালকা ও স্বচ্ছন্দ গতিতে সে চক্রব্যূহ ধরে দৌড়োতে থাকে। "পাথর চালাও, পাথর!"

এবং লজ্জার কথা, প্রস্তরবর্ষণের ফলে সেনাদল ভুলুণ্ঠিত হল। পাথরে পাথরে আকাশ ছেয়ে গেল। মেয়েরাও চক্রব্যূহে যোগ দিল—যোগ দিল গৃহস্থালীর দাসীরা, যোগ দিতে খামারের গোলামরাও ছুটে এল বাগানের কাজ ফেলে। সৈনিকরা বিরাট বিরাট ঢালের আড়ালে আশ্রয় নিল, গ্লাডিয়েটাররা সেই সুযোগে তেড়ে এসে দু-এক কোপ বসিয়েই ছুটে পালাতে লাগল। একটা দল মরিয়া হয়ে ব্যূহ আক্রমণ করে তাদের বর্শা ছুঁড়ল। সেই মারাত্মক অস্ত্রে ঘায়েল হল একজন মাত্র গ্লাডিয়েটার। কিন্তু বাকী সবাই সেই দলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধরাশায়ী করে প্রায় খালি হাতেই প্রত্যেকটি সৈনিককে খতম করল। অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণ করল। দুটো দল চক্রাকারে নিজেদের সংগঠিত করে লড়াই চালিয়ে চলল। ঐ অবিশ্রান্ত প্রস্তর-বর্ষণের মধ্যে যখন কয়েকজন মাত্র কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে, এমন কি গ্লাডিয়েটাররা যখন নেকড়ের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনো পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করছে, না মরা পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয়নি। চতুর্থ দলটি চেষ্টা করল ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে যাবার, কিন্তু এই কৌশল সার্থক করতে দশজন সংখ্যায় খুবই সামান্য; তাদের প্রত্যেককে ধরাশায়ী করে বধ করা হল। একই-ভাবে সর্দারগুলোও নিহত হল। তাদের মধ্যে দুজন দয়াভিক্ষা করেছিল, মেয়েরা তাদের ঢিল মেরেই খতম করে দেয়।

খাচার ঘরের সংলগ্ন জায়গায় এই যে অদ্ভুত ভয়াবহ সংগ্রামপর্বের সূত্রপাত হল, তা আখড়ার চত্বর পার হয়ে কাপুয়ার রাজপথ পর্যন্ত প্রসারিত হল। রাজপথের শেষ সৈনিকটিকেও মাটিতে ফেলে বধ করা হল। রাজপথ পর্যন্ত দূরে ও কাছে সর্বত্র ছড়িয়ে রইল আহত ও নিহত মানুষেরা, তার

পথ রোধ করতে পারে। ক্ষেতের দিকে সৈন্যরা ধাওয়া করল। তাদের পেছনে কাপুয়ার নাগরিকরা নগরদ্বার দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসছে, কী করে গোলামদের বিদ্রোহ দমন করা হয় তাই দেখতে, সেই সঙ্গে বিনা খরচায় বিনা ভাড়ায় জোড়ের লড়াই দেখা হয়ে যাবে।

এখানে এই মুহূর্তেই অথবা এক ঘণ্টা আগে অথবা একমাস পরে এই পর্বের সমাপ্তি ঘটতে পারত। সমাপ্তি ঘটতে পারত ঘটনাধারার অসংখ্য পর্যায়ের যে-কোনো একটিতে। গোলামরা এর আগেও পালিয়েছে। এরাও যদি পালাত, হয়ত বনে জঙ্গলে ক্ষেতে খামারে লুকিয়ে থাকত; হয়ত জানোয়ারের মত বেঁচে থাকত চুরি করে আর জমির তলানি খেয়ে। তারপর একে একে তাদের ধরে বের করা হত এবং একে একে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হত। গোলামদের কোথাও আশ্রয় নেই। এমনিই এ দুনিয়া। নগররক্ষী সেনাদলকে তাদের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসতে দেখে স্পার্টাকাসের মনে এই সহজ সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। লুকোবার কোনো ঠাঁই নেই, মাথা গোঁজার একটু গর্তও কোথাও নেই। এই দুনিয়ার ভোল পাল্টানো ছাড়া উপায় নেই।

সে আর পালাল না, দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বলে উঠল, "সৈন্যদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব।"

১০

অনেক অনেক পরে স্পার্টাকাস নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, "কে লিখবে আমাদের যুদ্ধ বিবরণ? কী আমরা জিতেছি, কী আমরা হারিয়েছি, কে লিখবে তার ইতিবৃত্ত? সত্য কাহিনী কেই বা বলবে?" গোলামদের সত্য সমসাময়িক সমস্ত সত্য ধারণার বিপরীত। অসম্ভব তাদের সত্য—প্রতি পদক্ষেপে সে-সত্য অসম্ভব হয়ে উঠেছে, অসম্ভব হয়েছে—তার কারণ এ নয়, কিছু ঘটেনি, তার কারণ, সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যা ঘটেছে তার কোনো কৈফিয়ত নেই। গোলামদের চেয়ে সৈন্যরা সংখ্যায় বেশী, অস্ত্রশস্ত্রেও তারা সুসজ্জিত; কিন্তু সৈন্যরা ভাবেনি গোলামেরা যুদ্ধ করবে, যদিও গোলামেরা জানত সৈন্যরা যুদ্ধ করবেই। পাহাড়ের ঢালু পিঠ বেয়ে বন্যাস্রোতের মত গোলামরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যরা দৌড়চ্ছিল অবাধে, তাড়াখাওয়া খরগোশের পেছনে লোকে যেমন দৌড়োয়। হঠাৎ এই আক্রমণে তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল, বর্শাগুলো যেমন তেমন ভাবে ছুঁড়তে লাগল এবং মেয়েদের অবিশ্রান্ত প্রস্তর বর্ষণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বসে পড়ল।

অতএব সত্য এই, সৈন্যরা গোলামদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং কাপুয়ায় ফেরবার অর্ধপথে গোলামরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ফেলে এবং বিধ্বস্ত করে। প্রথম যুদ্ধে গোলামদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, কিন্তু

সে তাদের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেরিনিয়া বসে আছে ঘাসের ওপর, স্পার্টাকাসের পায়ে তার চিবুক সংলগ্ন। তার চারপাশে দীর্ঘকায় কালো লোকগুলো, লালমুখ নীলচোখ গল'এরা, কালো চুল ও দৃঢ়-সংবদ্ধ-দেহ থ্রেশিয়ানরা,—তারা কেউ ঘাসের ওপর বসে আছে, কেউ গুঁড়ি মেরে রয়েছে। "এখন আমরা এক গোষ্ঠীভুক্ত", সে বলল, "তোমরা কি তাই চাও?" সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিল। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে গোলাম বলে কিছু নেই, সব মানুষই সেখানে সমানভাবে কথা কইতে পারে। সে তো খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়, এখনো সে-সমাজের স্মৃতি তাদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি।

"কে কথা কইবে?" সে জিজ্ঞাসা করে। "কাকে তোমাদের দলপতি করবে? যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের নেতৃত্ব করতে চাও, উঠে দাঁড়াও। এখন আমরা সবাই স্বাধীন।"

কেউ উঠে দাঁড়ায় না। থ্রেশিয়ানরা তাদের ছুরির বাঁট দিয়ে ঢালের উপর আওয়াজ করতে থাকে, তার শব্দে একঝাঁক চড়ুই ডানা ঝাপটিয়ে মাঠ থেকে উড়ে গেল। দূরে খামারবাড়ির আশেপাশে কিছু লোক দেখা গেল কিন্তু তারা এতদূরে যে তারা কে বা কী বলা অসম্ভব। কালো লোকেরা মুখের সামনে করতালি দিয়ে স্পার্টাকাসকে অভিবাদন জানায়। সবাই আশ্চর্য রকম খুশী, ক্ষণিকের জন্যে তারা যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে। ভেরিনিয়া তার মনের মানুষের পায়ে নিজের চিবুকটা চেপে ধরে। গান্নিকাস উল্লাসভরে বলে, "জয় হোক, গ্লাডিয়েটার!"

মুমূর্ষু এক ব্যক্তি অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। ঘাসের উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার সমস্ত বাহুটা লম্বালম্বি এমনভাবে কেটেছে যে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, আর সেই ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল রক্ত ঝরে যাচ্ছে। সে একজন গল, সে চায়নি পেছনে পড়ে থাকতে। এরই মধ্যে সে কিছুটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বাহুটা তার কাপড়ে বাঁধা, কাপড়টা রক্তে ভিজে গেছে। কোনো-ক্রমে সে স্পার্টাকাসের কাছে যেতে, স্পার্টাকাস তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে।

"মরতে আমার ভয় নেই," গ্লাডিয়েটারদের উদ্দেশে লোকটা বলল। "জোড়ের লড়াইয়ে মরার চেয়ে এ ভাবে মরা ভালো। কিন্তু না মরে এই মানুষটার অনুগামী হতে পেলে খুশী হতাম। খুশী হতাম এই মানুষটাকে অনুসরণ করে ও কোথায় আমাদের নিয়ে যায়, দেখতে পেলে। কিন্তু যদি আমি মরি, আমাকে মনে রেখো, আর অনুরোধ, এই মানুষটার প্রতি অন্যায় ব্যবহার ক'রো না। ওর কথা শুনো। থ্রেশিয়ানরা ওকে বাপু বলে ডাকে। আমরা সবাই তো ছোট ছেলের মত, আমাদের মধ্যে যা কিছু পাপ আছে, ওই সব দূর করে দেবে। আমার মধ্যে পাপ বলতে এখন আর কিছু নেই। আমি একটা মহৎ কাজ করেছি, আমি পবিত্র হয়েছি, এখন আমার মরতে ভয় নেই।

লুকিয়ে থাকবে এবং এইভাবে জানোয়ারের মতো বাস করতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না জানোয়ারের মতই তাদের ধরে ধরে বধ করা হয়। প্রথম বাড়ীটা জ্বলছে দেখেও কাপুয়ার নাগরিকেরা তেমন আতঙ্কিত হয়নি। গ্লাডিয়েটাররা গায়ের ঝাল মেটাতে সামনে যা পাবে তাই ধ্বংস করবে, এ তো স্বাভাবিকই। এরই মধ্যে আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে এক সংবাদবাহক ছুটে গেছে কাপুয়ার বিদ্রোহের খবর সেনেটে পৌঁছিয়ে দিতে—তার মানে, সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আসছে। গোলামেরা তখন এমন শিক্ষা পাবে, যা তারা সহজে ভুলবে না।

মারিয়াস আকানাস নামে অতিসাবধানী এক বিরাট জমিদার তার সাতশ' গোলামকে একত্রিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কাপুয়ানগরীর নিরাপদ এলাকায়; কিন্তু পথেই গ্লাডিয়েটারদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। গ্লাডিয়েটাররা শুধু চুপ করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার নিজের গোলামরাই তাকে ও তার স্ত্রীকে হত্যা করল এবং একে একে তার শ্যালিকা, কন্যা, জামাতা, কাউকে বাদ দিল না। সে এক বীভৎস ও মর্মন্তুদ দৃশ্য, কিন্তু স্পার্টাকাস জানত, এদের নিরস্ত করা তারা সাধ্যতীত, আর নিরস্ত করতে সে খুব ব্যগ্রও ছিল না। যে বিষবৃক্ষ তারা রোপণ করেছে, তারই ফল ফলছে। এই হত্যাকাণ্ডে শিবিকাবাহকেরাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করল। যে মুহূর্তে তারা বুঝেছে, এরা রোমান সেনাদল নয়, এরা পলাতক গ্লাডিয়েটার বাহিনী যাদের খ্যাতি সারা তল্লাট জুড়ে গানে ও কান্নায় ছড়িয়ে পড়েছে, অমনি তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু সময়ের আগে খবর ছোটে। শুরুতে যারা ছিল কয়েকশ' এখন তাদের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করেছে, এবং আরো দক্ষিণে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগল, পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে গোলামেরা দলে দলে এসে যোগ দিতে লাগল। ক্ষেত-গোলামেরা এল তাদের হাতিয়ার নিয়ে; মেষপালকেরা এল তাদের ভেড়াছাগলের পাল নিয়ে। অসংগঠিত সে-এক বিপুল জনতাপুঞ্জ. বন্যাস্রোতের মত ধেয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে একমাত্র গ্লাডিয়েটাররা তখনো পর্যন্ত যাহোক একটা সামরিক গঠন বজায় রাখতে পেরেছিল। যেই তারা কোনো মহালের নিকটবর্তী হচ্ছে—তাদের আসার আগেই তাদের খবর পৌঁছিয়ে যাচ্ছিল, অমনি রসুইখানার যত দাসদাসী তাদের অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে আসছে, তাদের ছুরি হাতা বেড়ি নিয়ে, গৃহস্থালীর গোলামেরা ছুটে আসছে পশম ও সূক্ষ্মবস্ত্রের নানা উপচার নিয়ে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেল রোমানরা আগেভাগে পালিয়েছে: যে যে ক্ষেত্রে রোমানরা ও ঠিকাদাররা বাধা দিতে এসেছে, সে সব জায়গায় তার বীভৎস প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে।

তাড়াতাড়ি তারা অগ্রসর হতে পারে না। হাসি গানে ও আনন্দে মত্ত নারীপুরুষ ও শিশুদের এক বিরাট জনতায় তারা পরিণত হয়েছে। মুক্তির নেশায় তারা সবাই মাতাল। কাপুয়া থেকে যখন তারা বিশ মাইলও অতি-

তা কি গোপন কথা, আর কাউকে বলা যায় না?" যা সে বলল, তার কিছুটা সত্যিই সে বিশ্বাস করে। কে জানে দেবতাদের সম্বন্ধে কীই বা সত্যি, কীই বা মিথ্যা? স্পার্টাকাস দেবতাদের ঘৃণা করে, তাদের পূজো করে না। "বলতে পারো, গোলামদের জন্য কি কোনো দেবতা আছে?" একবার সে ভেরিনিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

ভেরিনিয়াকে সে বলে, "আমার জীবনে এমন কিছু কখনো থাকবে না যাতে তোমার ভাগ নেই।"

"তাহলে তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছ?"

"স্বপ্ন দেখছি, আমরা নতুন একটা জগত গড়ে তুলব।"

একথা শুনে ভেরিনিয়া ভয় পেল, কিন্তু স্পার্টাকাস শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে বলে, "এ জগত মানুষেই গড়ে তুলেছে। তুমি কি মনে কর, এ আপনা থেকেই হয়েছে? ভেবে দেখ। এখানে এমন কি কিছু আছে যা আমাদের হাতের গড়া নয়,—এই শহর, মিনার, প্রাচীর, রাজপথ, জাহাজ, এর কোনোটাও? তাহলে নতুন জগত কেনই বা আমরা গড়তে পারবো না?"

"রোম"—ভেরিনিয়ার মুখ থেকে শুধু একটি কথা বেরিয়ে আসে, ঐ একটি কথার মধ্যে সারা পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব বিপুল প্রতাপ প্রচ্ছন্ন।

"তাহলে আমরা রোমই ধ্বংস করব", স্পার্টাকাস জবাবে বলে। "দুনিয়া আর রোমকে পরিপাক করতে পারছে না। আমরা রোম তো ধ্বংস করবই, সেই-সঙ্গে রোম যা বিশ্বাস করে তাও নিশ্চিহ্ন করব।"

"কে? কারা?" ভেরিনিয়া বার বার প্রশ্ন করে।

"গোলামেরা। এর আগে অনেকবার গোলামেরা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু এবারকার বিদ্রোহ হবে অন্য রকমের। আমরা এমন ডাক দেব যা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের গোলামদের কানে পেঁাছোবে।..."

—এই কথা শোনার পর ভেরিনিয়ার মন থেকে আশাও গেল, শান্তিও গেল। অনেক অনেক দিন পরে ভেরিনিয়ার মনে ফিরে ফিরে আসত সেই রাতটি, যে রাতে তার মনের মানুষটি তার কোলে মাথা রেখে দূর দূরান্তের তারাগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। তবু সে রাত ছিল ভালোবাসায় ভরা। কম লোকের ভাগ্যেই এমন রাত জোটে। যাদের জোটে তারা ভাগ্যবান। অগ্নিকুণ্ডের ধারে, গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে তারা শুয়ে রইল। সময় বয়ে চলল ধীর মন্থর গতিতে। তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে—স্পর্শই প্রমাণ একের মন অপরে ভরে রয়েছে। তারা যেন এক হয়ে যায়।

মান সেনানায়ক ক্রাসাস তার কৌতুক উৎপাদন করেছে। আর সিসেরো? তার সম্পর্কে সে গৃহস্বামীকে বলে দিল,

"লোকটার আর যাই হোক মহত্ত্ব নেই। আমার মনে হয় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ও নিজের মায়েরও গলা কাটতে পারে।"

"কিন্তু সিসেরোর তেমন গুরুতর কোনো উদ্দেশ্যই নেই।"

"না থাকাই স্বাভাবিক। সেইজন্যে ওর সব প্রয়াসই ব্যর্থ হবে। ওকে ভয় করার কিছু নেই কারণ ও কারও শ্রদ্ধা জাগায় না।"

এন্টোনিয়াস কেইয়াসের কাছে এই মন্তব্য খুবই কঠিন ও তীব্র, কারণ, যদিও তার যৌনলালসা ও প্রবৃত্তি একটা বালকের পর্যায় থেকে বেশীমাত্রায় অতিক্রম করেনি, সিসেরোর বুদ্ধিকে তারিফ করার মত বুদ্ধি তার ছিল। আর কেউ না হোক সে অন্তত সিসেরোর একজন গুণগ্রাহী। গ্রাকাস নিজের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না, যে মাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে তা ক্রমশ পিছল হয়ে উঠছে। তার জগত ভেঙে পড়ছে সে জানে, তবে যেহেতু এই ভাঙনের গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর এবং নিজের আয়ুষ্কাল নিতান্তই সীমায়িত, নিজেকে আর সে ঠকাতে চায় না। দলাদলির মধ্যে না গিয়েও ঘটনাধারা পর্যবেক্ষণে সে সক্ষম; লোক দেখানো পক্ষপাতিতা তাই তার কাছে নিষ্প্রয়োজন।

এই বিশেষ সন্ধ্যায়, আর সবাই যখন নিদ্রাগত তার চোখে ঘুম নেই। যেটুকু ঘুম হল, সামান্যই। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় একটু পায়চারি করতে সে বেরিয়ে পড়ল। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত সে প্রায় সঠিকভাবেই বলে দিতে পারত, সে-রাতে কে কার শয্যাসঙ্গী বা সঙ্গিনী হয়েছে; উঁকিঝুঁকি না মেরেই সে তা লক্ষ্য করেছে এবং সে কারণে তার বিন্দুমাত্র বিরক্তিও নেই। হাজার হোক, এটা রোম। একমাত্র নির্বোধই এখানে অন্যপ্রকার চিন্তা করতে পারে।

চলতে চলতে সে দেখতে পেল জুলিয়া একটা মর্মরবেদীতে বসে রয়েছে —একা, অনাদৃতা। তার রূপের দীনতায় ও প্রত্যাখানের স্পষ্টতায় সে ভয়ার্ত ও ম্রিয়মান। গ্রাকাস তার দিকে অগ্রসর হল।

"এমন রাত উপভোগ করতে শুধু আমরা দুজনে জেগে আছি", জুলিয়াকে সে বলল। "ভারী সুন্দর রাতটা, তাই নয়, জুলিয়া?"

"যদি আপনার মনে হয়, তবে তাই।"

"কেন তোমার কি মনে হচ্ছে না?" টোগাটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিল। "তোমার পাশে একটু বসতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন।"

গ্রাকাস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সমস্ত বাগিচাটা—পত্রগুল্মের শয্যাস্তর ভেদ করে উঠে আসা বিরাট শ্বেতহর্ম্য, বিস্তৃত চত্বর, একাধিক ফোয়ারা, ইতস্তত বিন্যস্ত মূর্তির ম্লান আভা, ঈষৎ লাল অথবা ঘনকৃষ্ণ মর্মরবেদী সমন্বিত লতামণ্ডপ—সব কিছু চাঁদের আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে। গ্রাকাসের মনে এই সৌন্দর্যের আবেদন অতি ধীরে সঞ্চারিত হল। রোমের সৌন্দর্য-

প্রথমে সে ভেবে দেখল, জুলিয়া সত্য কথা বলেছে কিনা। বুঝল, সত্যই বলেছে। কী প্রকারে, সে জানে না, জুলিয়ার জীবনের বিষাদ-করুণ দিকটা ভেরিনিয়া যেন বেশীমাত্রায় প্রকট করে তুলেছে,—সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ভাবনা তাকে ভাবিয়ে তুলল, আপ্পিয়ান মহাপথের দুধারে শাস্তির যে অন্তহীন স্মারকগুলো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যেও এইমতো তাদের জীবনের অর্থও নিহিত নেই তো? গ্রাকাস নৈতিক ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত। সে তার স্বজাতীয়দের চেনে, তাই রোমান মাতা ও রোমান পরিবারের পুরাকাহিনী তার কাছে নিরর্থক। তবু কোন এক অজ্ঞাত কারণে, জুলিয়ার কথা শুনে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে এবং যে প্রশ্নটা তার মনে জেগে উঠেছে তাও সে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

হঠাৎ চেতনার একটা বিদ্যুৎ দীপ্তির মত প্রশ্নের উত্তরটা তার মনে ঝলক দিয়ে গেল, তার সমস্ত সত্ত্বাকে এই উত্তর এমনভাবে নাড়া দিল যা অভূতপূর্ব। সর্বগ্রাসী একটা মৃত্যুভীতি সঙ্গে নিয়ে এল এই উত্তরটা, মৃত্যুপারের অনস্তিত্ব ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সহসা তাকে যেন গ্রাস করল। তার অবিশ্বাসের মধ্যেও একটা আত্মপ্রত্যয় ছিল, তাই ছিল তার নির্ভরস্থল; এই উত্তরের ফলে সেই প্রত্যয়, সেই বিশ্বাসের অনেকখানি ধ্বসে পড়ল। মর্মরবেদীর ওপর সে বসে রইল নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। মেদসর্বস্ব শ্লথপেশী ঐ বৃদ্ধের ব্যক্তিগত সর্বনাশের সঙ্গে ইতিহাসের উত্তাল প্রবাহ সহসা যুক্ত হয়ে গেল।

স্পষ্ট সে দেখতে পেলে। দেখলে, পৃথিবীর বুকে মানবসমাজের নবতম রূপ গোলামের পিঠের ওপর ভর করে রয়েছে, আর তার সাঙ্গীতিক প্রকাশ চাবুকের গানে বেজে উঠছে। যাদের হাতে চাবুক, এই সমাজ তাদের কী করে ছেড়েছে? জুলিয়ার কথারই বা অর্থ কী? সে নিজে দারপরিগ্রহ করেনি; বর্তমান চেতনার সামান্য একটু বীজকণা তাকে বিবাহ থেকে বরাবর ক্ষান্ত করেছে। প্রয়োজনবোধে সে মেয়েমানুষ কিনে এনেছে কিংবা বারনারীদের বাড়ীতে এনে রেখেছে। কিন্তু এন্টোনিয়াস কেইয়াসেরও তো এক খাটাল রক্ষিতা আছে। তার জানা ভদ্রলোক মাত্রেই কিছু পরিমাণ নারী রেখে থাকে, কুকুর ঘোড়ার মত এদের রাখাও একটা রেওয়াজ। তাদের স্ত্রীরাও তা জানে এবং মেনে নেয় এবং গোলামদের দিয়ে নিজেদের দিকটাও পুষিয়ে নেয়। সামান্য নৈতিক বিচ্যুতি বলে একে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এ যে দুর্নীতির একটা দানবীয় রূপ যা সমস্ত দুনিয়াটাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই বুঝি, ভিলা সালারিয়ায় এক রাত্রির জন্যে যারা জড়ো হয়েছে স্পার্টাকাসের কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারে না, কারণ, তারা যা নয় স্পার্টাকাস যে তাই। সিসেরো হয়ত কোনোদিনই বুঝতে পারবে না এই রহস্যময় গোলামটার শক্তির উৎস ছিল কোথায়, কিন্তু সে, গ্রাকাস, তা বুঝতে পেরেছে। ঘর সংসার ইজ্জৎ ধর্ম, যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ, তা গোলামদেরই অধিকারে এবং গোলামরাই তার রক্ষাকর্তা। এর কারণ এ নয়, গোলামরা খুব ভালো

ওধার থেকে কেউ ডাকছে "এই যে, গ্রাকাস যে!" আদব-কায়দা কেউ মানেও না, মানার কথা ভাবেও না। ফেরিওয়ালা, মুচী, ভিখিরী, ভবঘুরে, ঠেলা-ওয়ালা, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর—সবাই তাকে পছন্দ করত, কারণ সে তাদেরই একজন এবং তাদের মধ্যে থেকে নিজের চেষ্টায় হাতড়ে হাতড়ে ওপরে উঠেছে। তারা তাকে পছন্দ করে কারণ ভোট কেনার সময় সে-ই তাদের সবার চেয়ে বেশী দাম দেয়। তারা তাকে পছন্দ করে, কারণ তার বাইরের আড়ম্বর নেই, কারণ সে পালকিতে না চেপে পায়ে হেঁটেই চলে, কারণ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে দুটো কথা কইবার সময় তার সর্বদাই থাকে। যে জগতে তারা বাস করে সেখানে দুঃখ-দুর্দশা ক্রমেই যেমন বেড়ে চলেছে, আশাভরসাও তেমনি কমে আসছে, সেখানে গোলামেরা ক্রমশ তাদের বেকারে ও ভিখারীতে পরিণত করছে, সরকারি খয়রাতিই তাদের একমাত্র ভরসা,—এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় গ্রাকাসের কাছ থেকে তারা পায়নি, পায়নি বলে তাদের কোনো আক্ষেপও নেই। তারা নিজেরাও পরিত্রাণের কোনো উপায় জানে না। উপরন্তু সে তাদের এই জগতকেই ভালোবাসে, এই নিরালোক জগতকে যেখানে নোংরা গলির দুধার থেকে আকাশ-ছোঁয়া বস্তির বাড়ীগুলো প্রায় মাথায় মাথায় ঠেকে যায় এবং কাঠের খুঁটি দিয়ে তাদের পৃথক করে রাখা হয়; ভালোবাসে এই জগতকে যেখানে শুধু পথ আর পথ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীর কলমুখর অস্বাস্থ্যকর নোংরা পথ।

কিন্তু এই দিন, যে দিনের কথা তার স্পষ্ট মনে আছে, সে ছিল অন্ধ, এই জগতের বোধ তার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে পথ দিয়ে হেঁটে গেছে, সম্ভাষণ শুভেচ্ছা কিছুই তার কানে পশেনি। দোকান থেকে কিছুই সে সওদা করেনি। এমন কি ঠেলাগাড়িতে শূকরমাংস ও বিভিন্ন আমিষের রসনাতৃপ্তিকর যে সব বিচিত্র ভোজ্য রান্না হচ্ছিল, তাও তাকে আকর্ষণ করেনি। রাস্তায় রান্না খাবারের লোভ সচরাচর সে সামলাতে পারত না—মধুপিষ্টক, সেঁকা মাছ, শুকনো নোনা সারডিন, আপেলের চাটনি, মাছের ডিমের বড়া, এ সব ছিল তার প্রিয় খাদ্য; কিন্তু এইদিন এ সবের দিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। ভারাক্রান্ত মনে সে সোজা বাড়িতে ফিরে এল।

গ্রাকাসের সংগতি প্রায় ক্রাসাসের মতই; তা সত্ত্বেও, শহরের নব্যতম অংশে, নদীর ধারের প্রমোদোদ্যানগুলোর মাঝে মাঝে যে-সব কুঞ্জভবন গড়ে উঠেছে ওরই একটা কিনতে বা ঐ রকম একটা নির্মাণ করতে তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সে তার পুরনো মহল্লায় একটা বস্তিবাড়ির নিচের তলাতে স্বচ্ছন্দে বাস করত এবং তার বাড়ির দরজা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যে থাকত সদা উন্মুক্ত। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল এইরকম নিচের তলার বাসিন্দা। নিচের তলাগুলোই ছিল সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে বাসোপ-যোগী; রোমের বাসাবাড়িগুলোর এই ছিল বৈশিষ্ট্য, নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙে যত ওপর তলায় ওঠা যাবে, ভাড়ার হার তত কম এবং দুঃখদুর্দশার মাত্রা তত

"তাহলে বুঝতে পারছ," কার্সাপয়াস বলে চলে, "কাপুয়ার এই বিদ্রোহের মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিপদের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।"

"আমি তো তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" গ্রাকাস সোজাসুজি জবাব দেয়।

"অতীতের দাসবিদ্রোহগুলোর ফলে আমাদের কী ক্ষতি হয়েছে তা যদি ভেবে দেখি,—"

"কিন্তু এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আপনারা কী জেনেছেন?" আগের থেকে শান্ত ও সংযতভাবে গ্রাকাস প্রশ্ন করল। "কতজন গোলাম এতে লিপ্ত আছে? তারা কারা? কোথায় গেছে তারা? আপনাদের এই দুর্ভাবনা কতটা বাস্তবিক?"

কার্সাপয়াস একে একে প্রশ্নগুলির জবাব দেয়। "আমরা সর্বদা যোগাযোগ রাখছি। প্রথমদিকে ছিল কেবলমাত্র গ্লাডিয়েটাররা। একটা সংবাদে জানানো হয়েছে মাত্র সত্তর জন পালিয়েছে। পরের সংবাদে জানা যায় দুশ'র ওপর পালিয়ে গেছে, তারা থ্রেশিয়ান, গল ও কিছুসংখ্যক কৃষ্ণকায় আফ্রিকান। পরের সংবাদগুলোয় সংখ্যা বর্ধিত হচ্ছে। সম্ভবত আতঙ্কের ফলেই এই সংখ্যাবৃদ্ধি। অপর পক্ষে হয়ত ল্যাটিফুনডিয়াতেও গোলমাল হয়েছে। মনে হচ্ছে বাগিচাগুলোর বেশ কিছু ক্ষতিও করেছে, তার বিশদ বিবরণ এখনো অবশ্য পাওয়া যায় নি। তারা কোথায় গেছে? মনে হয় ভিসুভিয়াস পর্বতের দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে।"

"'মনে হয়' ছাড়া আর কিছু নয়," গ্রাকাসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। "কাপুয়ায় যারা আছে তারা কি গর্দভ, নিজেদের চৌহদ্দির মধ্যে কী ঘটছে তাও ঠিক করতে পারছে না? সেখানে তো একটা সেনাদল রয়েছে। কেন তারা এই ঝামেলা সঙ্গে সঙ্গে খতম করে ফেলেনি?"

কার্সাপয়াস ধীরভাবে গ্রাকাসের দিকে চাইল। "কাপুয়ায় মাত্র এক কোহর্ট সৈন্য ছিল।"

"এক কোহর্ট! যথেষ্ট। কয়েকটা হতচ্ছাড়া গ্লাডিয়েটারকে শায়েস্তা করতে কটা সেনাবাহিনীর দরকার হয়?"

"কাপুয়ায় সত্যিই কী ঘটেছে তুমি যেমন জানো আমিও তেমনি জানি।"

"না, আমি জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। এবং আমার অনুমান এই, নগররক্ষী সেনানায়ক ওখানকার প্রত্যেকটা আখড়াদারের পয়সা খায়। যার ফলে, বিশটা সৈনিক এখানে, দশটা সৈনিক ওখানে। শহরে মোট ছিল কজন?"

"আড়াইশ। যা ছিল তা ছিল। গ্রাকাস, এখন উচিত-অনুচিতের বিচার করে লাভ নেই। গ্লাডিয়েটারদের হাতে সেনাদল পরাস্ত হয়েছে। এইটেই বড় উদ্বেগজনক, গ্রাকাস। আমাদের মনে হয়, রোমের নগররক্ষী কোহর্টদের এখনি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।"

হবে না, তবে সেগুলোও সুন্দর তৈরী। তিনটে গ্লাডিয়েটারের মূর্তি, এক-জন থ্রেশীয়, একজন গল, আরেকজন আফ্রিকান। মজার ব্যাপার, আফ্রিকানটা কালো পাথরের গড়া, অপর মূর্তি দুটো সাদা। আফ্রিকানটা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, অপর দুজনের চেয়ে সে একটু বেশী দীর্ঘকায়, দুহাত দিয়ে তার সড়কিটা ধরে রয়েছে। তার একদিকে ছুরি হাতে থ্রেশীয়ান, অপরদিকে তলোয়ার হাতে গলটা। মূর্তিগুলো গড়া হয়েছিল ভালোই, দেখলেই বোঝা যেত তারা লড়াই করছে, তাদের পায়ে হাতে বড় বড় কাটা দাগ। তাদের পেছনে একটি নারীমূর্তি—অত্যন্ত গর্বভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে বলে ভেরিনিয়ার আদর্শে ওটা নাকি তৈরী। নারীমূর্তির একহাতে একটা কর্নিক, আরেকহাতে একটা খন্তা। সত্যি কথা বলতে কি, ওগুলোর তাৎপর্য কী, আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি।"

"ভেরিনিয়া?" গ্রাকাস মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

"কিসের জন্যে আপনাদের ওগুলোকে ধ্বংস করতে হয়েছিল?" হেলেনা প্রশ্ন করে।

"তুমিই কি পারতে ওদের স্মারক মূর্তিগুলো দাঁড় করিয়ে রাখতে?" গ্রাকাস ফিরে প্রশ্ন করে। "পারতে কি ওগুলোকে ওইভাবে রেখে দিতে? সবাই ওইগুলোকে দেখিয়ে যখন বলত, গোলামরা কী করেছিল এই দেখ, তখন কি সইতে পারতে?"

"রোমের তেমন শক্তি আছে যাতে ওইগুলোকে ওইভাবে রেখে দিলে, এমন-কি ওগুলোকে যদি কেউ আঙুল দিয়ে দেখায়ও, তার কিছু এসে যায় না," হেলেনা গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

"চমৎকার," সিসেরো হেলেনাকে তারিফ করে, কিন্তু ক্রাসাসের মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা যখন তার সেনাবাহিনীর দশহাজার শ্রেষ্ঠ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে রয়েছে আর গোলামেরা চলে যাচ্ছে যেন ক্রুদ্ধ সিংহ যাকে শুধু বিরক্ত করা যায় কিন্তু আহত করা যায় না।

"ভেরিনিয়ার মূর্তিটা দেখতে কেমন ছিল?" গ্রাকাস প্রশ্ন করল, এমন-ভাবে করে যাতে মনে হয় প্রশ্নটা নেহাৎ কথার ছলে বলা।

"ভালোভাবে মনে আনতে পারি কিনা জানি না। তবে যতদূর মনে পড়ে মূর্তিটা অনেকটা জার্মান কিংবা গল মেয়েদের মত, তাদেরই মত দীর্ঘ কেশ, ঢিলাঢালা অঙ্গাবরণ, আর সবও তাদের মত। চুল বিনুনি করে বাঁধা, জার্মান ও গল মেয়েরা যেমন বাঁধে। দেহের ঊর্ধ্বভাগ নিখুঁত—সুন্দর সুগঠিত দেহ। আজকাল বাজারে যে সব জার্মান মেয়ে আসে তাদের মধ্যে ওইরকম দু'একটা মাঝে মাঝে নজরে পড়ে, তাদের অবশ্য চাহিদা খুব। মূর্তিটা ঠিক ভেরিনিয়ার না অন্য কারও তা জানি না। স্পার্টাকাস সম্পর্কিত আর সব ব্যাপারের মত এ ব্যাপারও আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নেই। অবশ্য তার সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তা যদি পুরোপুরি মেনে নিতে চান,

তার বেশ একটু সুনামও হবে অথচ অনিশ্চয়তার কোনো ঝুঁকি নেই। সেনেটের দিক থেকেও, তাকে মনোনীত করে সেনেটের গরিষ্ঠ দল নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করল এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা বৃহৎ অংশের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হল। তার অধঃস্তন উপনায়করা সামরিক বিধি-বিধান অনুযায়ী যা কর্তব্য তাই করে যাবে; সামান্য যে কয়টি বিষয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, সে সম্পর্কে তাকে বিশদ ও সুচিন্তিত নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হল। নির্দেশ অনুযায়ী সে তার লোকজনকে কাপুয়ায় নিয়ে যাবে স্বাভাবিক কদমে, তার মানে দিনে বিশ মাইল গতিতে। সমস্ত পথটা আপ্পিয়ান সড়ক বরাবর, এতে সুবিধা হল খাদ্য ও পানীয় গাড়ীতে যেতে পারবে, অবশ্য সাধারণ অভিযাত্রিকদের তা নিয়ে যেতে হয় পিঠে বেঁধে। তারা অবস্থান করবে কাপুয়ায় নগরপ্রাচীরের বাইরে। শহরে একদিনের বেশী থাকবে না এবং ওরই মধ্যে দাসবিদ্রোহ আরো কতটা বিস্তৃত হল সে বিষয়ে খবরাখবর নেবে এবং বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা তৈরী করবে। অতঃপর সেনেটের কাছে তার পরিকল্পনা পেশ করবে এবং সেনেটের অনুমোদনের জন্যে অপেক্ষা না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকবে। গোলামদের সম্পর্কে সে প্রয়োজন মত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং বিদ্রোহের নেতাদের ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তাদের এবং আরো যত বেশী বিদ্রোহীদের বন্দী করা সম্ভব সবাইকে বিচার ও দণ্ডের জন্যে রোমে পাঠিয়ে দেবে। কাপুয়ার শাসনপরিষদ যদি কিছু শাস্তির স্মারকের জন্যে অনুরোধ করে, তাহলে কাপুয়ার বাইরে দশজন গোলামকে সে ক্রুশবিদ্ধ করতে পারবে, অবশ্য ঐ সংখ্যা যদি মোট বন্দী সংখ্যার অর্ধেকের কম হয়। সেনেটের স্পষ্ট হুকুমনামা অনুযায়ী গোলামদের ওপর সমস্ত সত্ত্বাধিকার সেনেটে বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে এবং ভারিনিয়াসকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল, তাদের ওপর কোনো দাবিদাওয়া সে যেন গ্রাহ্য না করে, যদিও পরে মামলার সনদ গৃহীত হবে এবং দাবি-নির্ধারক সংসদে পেশ করা হবে।

বিদ্রোহের নেতা কে তা ঘুণাক্ষরে জানবার আগেই এই সব ব্যবস্থা হল। তখনো পর্যন্ত স্পার্টাকাসের নাম কেউ শোনে নি, এবং বাটিয়েটাসের আখড়ায় কীভাবে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় সে বিষয়েও স্পষ্ট কারও ধারণা ছিল না। নগরকোহর্টগুলো ভোর না হতেই কুচকাওয়াজের জন্য জড়ো হল, তবে কোহর্টগুলোকে সান্নিবিষ্ট করা নিয়ে উপনায়কদের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় কিছু দেরী হয়ে গেল। তারা যখন যাত্রা করল তখন বেলা বেশ বেড়ে গেছে। তুরীভেরী যোগে সামরিক বাদ্য সারা শহরে ব্যাপ্ত হল। তারা নগরদ্বারে উপস্থিত হতে দেখা গেল তাদের বিদায় দিতে বেশ বড় রকমের ভীড় জড়ো হয়েছে।

গ্রাকাস এসব ভোলেনি, তার ভালোমতই মনে আছে। আরো দুজন সেনেটরের সঙ্গে সেও যোগ দিয়েছিল নগরদ্বারের জনসমাবেশে। তার মনে পড়ল, কোহর্টরা যখন কদম কদম পা ফেলে চলেছে, কী সুন্দর সে দৃশ্য।

সামরিক বাদ্য বাজছে, পতাকা উড়ছে, গর্বভরে নিশান দুলছে, সৈনিকদের পায়ের তালে সপুচ্ছ শিরস্ত্রাণগুলো কাঁপছে, আর ভারিনিয়াস একটা সুন্দর সাদা ঘোড়ায় চলেছে সেনাদলের পুরোভাগে, তার বক্ষপটে পেতলের উজ্জ্বল কবচ, যেতে যেতে দুধারের হর্ষোৎফুল্ল জনতাকে হাত তুলে অভিবাদন করছে। সুশিক্ষিত সৈনিকদের কুচকাওয়াজ যেমন মনোমুগ্ধকর দুনিয়ায় তেমন আর কিছুই নেই। বাস্তবিক গ্রাকাসের সব স্পষ্ট মনে আছে।

৫

অতএব সেনেট স্পার্টাকাসের নাম জানল। গ্রাকাসের মনে ছিল, প্রথম কখন এই নাম সে উচ্চারিত হতে শোনে। সম্ভবত তখনই প্রথম এই নাম উচ্চারিত হয়। কাপুয়া থেকে রোমে সেনেটের কাছে দ্রুতগামী দূত মারফৎ ভারিনিয়াস যে বিবরণী পেশ করে, তাতে এই সম্পর্কে নিতান্ত মামুলি মন্তব্য করা হয়; এই নামের ওপর সে কোনোই গুরুত্ব আরোপ করে না। মোটকথা ভারিনিয়াসের বিবরণীটা খুব একটা উদ্দীপনা জাগাবার মতো ছিল না। প্রথামত তার সূচনায় ছিল, "মহামহিম সেনেটের প্রীত্যর্থে বশংবদের নিবেদন এই", তারপরে তাতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয় আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে যাবার সময়কার কয়েকটি ঘটনা এবং কাপুয়া থেকে যা যা খবর জোগাড় করা গিয়েছিল তাই। পথযাত্রার সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যে-তিনটি কোহর্ট ব্রোঞ্জের পদাবরণ পরেছিল তাদের পায়ের পাতা কেটে গিয়ে বিশ্রী ঘা দেখা দেয়। তাদের দুরবস্থায় ভারিনিয়াস স্থির করে ধাতব আবরণ থেকে ওদের মুক্তি দেওয়াই সমীচীন এবং পরিত্যক্ত বর্মগুলো নিয়ে একখানা গাড়ী রোমে ফিরে যাক। কোহর্ট তিনটির অধিনায়কেরা ভাবে, এর দ্বারা তাদের সামরিক সম্মান ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে এবং তাদের লোকদের অপমান করা হচ্ছে; সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায় পায়ে লাগানোর একটু প্রলেপ পেলেই। ভারিনিয়াস তাদের কাছে নতি স্বীকার করে, তার ফলে একশ'র বেশী লোককে কাপুয়ায় রেখে যেতে হবে কর্তব্যপালনে অপারগ বলে। আরো কয়েকশ' খোঁড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও দাসদের বিরুদ্ধে অভিযানে তারা যোগ দিতে পারবে বলেই মনে হয়।

(গ্রাকাস অভিযান কথাটার ব্যবহার শুনে চোখ টিপে হাসে।)

বিদ্রোহের বিবরণী দিতে গিয়ে ভারিনিয়াস দোটানায় পড়ে। একদিকে যা ঘটেছে যথাযথ তাই বিবৃত করলে ঘটনার তেমন গুরুত্ব থাকে না, অন্য দিকে, এটাকে আত্মোন্নতির একটা সুযোগ হিসেবে দেখলে, তিলকে তাল করে দেখাতে হয়। বাটিয়েটাসের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্রোহের পটভূমি রচনা করে সে তারপর মন্তব্য করে, "মনে হয় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে দুজন

একহাতে তখনো রক্তমাখা পটি বাঁধা এবং চেহারায় ক্লান্তি পরিস্ফুট। অপরে যা করত না গ্রাকাস তাই করল। আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে সে একজন অনুচরকে দিয়ে মদ আনাল এবং সৈনিকের পাশে একটা ছোট চারপায়ায় তা রাখতে বলল। লোকটা স্পষ্টতই দুর্বল এবং গ্রাকাস চায় না সে অজ্ঞান হয়ে ওইখানেই মুখ থুবড়িয়ে পড়ে। তাতে কারও সুরাহা হবে না। সেনেট প্রতিনিধির নিদর্শন, হাতির দাঁতের ক্ষুদ্র দণ্ডটা লোকটা দুহাতে ধরে ছিল। সাধারণের ধারণা ওই দণ্ডটুকুর ক্ষমতা অভিযাত্রী বাহিনীর চেয়েও বেশী, ওই হচ্ছে সেনেটের বাহু, সেনেটের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতীক।

"ওটা আমাকে দিতে পার", এই বলে গ্রাকাস আরম্ভ করল।

সৈনিকটা প্রথমে তার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারেনি। গ্রাকাস তার হাত থেকে দণ্ডটা নিয়ে সামনের বেদীর ওপর রেখে দিল; যখন রাখছে তখন তার মনে হল কে যেন তার গলাটা টিপে ধরছে, বোধ করল বুকের কাছটায় যেন কনকন করে উঠল। মানুষের প্রতি তার বিরাগ থাকতে পারে, মানুষ ভালো মন্দে মেশানো, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র দণ্ডটি, যা তার জীবনের গৌরব, তার সমস্ত শক্তি ও মর্যাদার উৎস এবং মাত্র ক'দিন আগে ভারিনিয়াসের হাতে যা তুলে দেওয়া হয়েছিল, ওর প্রতি তার বিরাগ বিন্দুমাত্র নেই।

এবার সে সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "প্রথমে তোমার নাম?"

"আরালাস পোরথাস।"

"পোরথাস?"

"আরালাস পোরথাস", সৈনিকটি আবার বলল।

একজন সেনেটর কানের পাশে হাত রেখে বলে উঠল, "জোরে, আরও একটু জোরে বলানো যায় না? কিছুই শোনা যাচ্ছে না।"

"জোরে বল", গ্রাকাস বলল, "এখানে কোনো ভয় নেই। মনে রেখো, তুমি দাঁড়িয়ে আছ পবিত্র সেনেট ভবনে, অমর দেবতাদের স্মরণ করে যা কিছু সত্য বলে জানো বলো। দ্বিধা ক'রো না।"

সৈনিকটি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"একটু সুরা পান করে নাও", গ্রাকাস বলল।

সৈনিকটি এর ওর মুখের দিকে তাকায়; দেখল, সাদা পোষাক পরা সারি সারি গম্ভীর সব মানুষ খোদাইকরা মূর্তির মত মর্মরাসনে সমাসীন, তারপর কম্পিত হস্তে পাত্রে মদ ঢালতে লাগল, ঢালতে ঢালতে তা উপছিয়ে পড়ল, তারপর এক চুমুকে তা নিঃশেষ করল, নিঃশেষ করে জিভ দিয়ে আবার তার ঠোঁটদুটো লেহন করতে লাগল।

"তোমার বয়স কত?" গ্রাকাস প্রশ্ন করে।

"পঁচিশ বছর।"

"জন্মস্থান কোথায়?"

"এইখানে—এই শহরাঞ্চলেই।"

মাঠেই শুয়েছিল। এখানে আবার তার বক্তব্যে সে বাধা পেল।

"তোমাদের সেনাধ্যক্ষ শিবির স্থাপনার কোনো চেষ্টা করেছিলেন? জানো কি, তিনি চেষ্টা করেছিলেন, না, করেন নি?"

রোমান সেনামহলের গর্বের বিষয়, অভিযাত্রী বাহিনীকে এক রাত্রের জন্যেও যদি কোথাও অবস্থান করতে হয়, সুরক্ষিত শিবির স্থাপনা না করে তারা থাকে না—অন্ততঃ কাঠের খুঁটি বা মাটির দেয়াল দিয়ে প্রাকার, পরিখা, সীমানা-নির্ধারক কীলক,—মোটকথা ছোটখাটো একটা দুর্গ বা নগর পত্তন করতে যেমনটি দরকার, সে-সবেরই ব্যবস্থা সেখানে থাকে।

"লোকেরা যা বলাবলি করেছে আমি শুধু তাই জানি।"

"তাই আমাদের বল।"

"তারা বলছিল ভারিনিয়াস গ্লাবরাস তাই চেয়েছিলেন কিন্তু উপাধ্যক্ষরা আপত্তি করেন। লোকেরা আরো বলছিল, সবাই একমত হলেও তা সম্ভব হত না, কারণ আমাদের সঙ্গে কোনো পূর্তবিশারদ ছিল না। এই ব্যাপারে যা পরিকল্পনা হয়েছিল তা নাকি অর্থহীন, বাজে। তারা বলছিল—আমাকে মাপ করবেন, মহামহিম—"

"নির্ভয়ে বল, তারা কী বলছিল।"

"আজ্ঞে, তারা বলছিল, যে ভাবে ব্যাপারটার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মানে মাথা কিছু নেই। কিন্তু ওপরওয়ালারা যুক্তি দিলেন, কয়েকটা গোলাম, তাদের কাছ থেকে আবার বিপদের সম্ভাবনা কি? তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আমি শুনলাম, ওপরওয়ালারা বলাবলি করছেন, ভারিনিয়াস গ্লাবরাস যদি সুরক্ষিত শিবিরই চান, সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের হাঁটিয়ে আনলেন কেন? লোকেরাও ওই বলছিল। সারা পথে এইটুকুই কষ্টকর হয়ে ওঠে। প্রথম তো রাস্তা ধুলোয় ভর্তি, ধুলোর চোটে আমরা নিশ্বাসই নিতে পারছিলাম না, তারপর এলো মুষলধারে বৃষ্টি। সবাই বলাবলি করছিল, ওপরওয়ালাদের আর কি, তারা তো ঘোড়ায় চেপে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতে আমরাই নাকাল হচ্ছি। যুক্তি দেখানো হল, এখন আমাদের সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, তাতেই আমাদের মালপত্র চলেছে, সুতরাং যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে গাড়ি রয়েছে ততক্ষণ যতটা সম্ভব আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।"

"তোমরা তখন কোথায় ছিলে?"

"পাহাড়টার কাছাকাছি—"

সত্যিই, ওই আতঙ্কগ্রস্ত বেরসিক সৈনিকটার সাদাসিধা বিবৃতি থেকে যা জানা যায় তার থেকে অনেক ভালোভাবে গ্রাকাসের মনে ছবির পর ছবি ভেসে উঠছিল। এই ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রাকাসের মনে এমন স্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে যে সে প্রায় ধরে নিতে পারত, সে নিজ চোখে তা দেখেছে। কাঁচা রাস্তাটা সংকীর্ণ হতে হতে ক্রমশ শকটের চক্রপথে পরিণত হল। ল্যাটিফুন্ডিয়ার সুন্দর সুন্দর ক্ষেতখামারের জায়গায় দেখা দিল গাছ-

বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু সে অজ্ঞান হল না, উপরন্তু এখন সে যা বলল তা যেমন সঠিক তেমনি স্পষ্ট, অথচ বিন্দুমাত্র আবেগ নেই। সে যা ঘটতে দেখেছে বলল, তা এই ঃ

"আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। একজনের আর্তনাদ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয়েছিল একজনেরই কান্না শুনতে পেয়েছি, কিন্তু জেগে উঠে বুঝলাম অনেক লোকের বিকট আর্তনাদে আকাশ ছেয়ে গেছে, আকাশে বাতাসে আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি জেগে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে শুলাম। আমি উপুড় হয়ে শুই বলেই চিত হলাম। আমার ঠিক পাশেই শুয়েছিল কালিয়াস, ওর ওই একটাই নাম, ছেলেবেলা থেকেই ওর বাপ মা নেই, কিন্তু সে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার ডানপাশটা রক্ষার ভার ছিল তার, তাই আমরা পাশাপাশি শুয়েছিলাম। যখন আমি চিত হয়ে শুয়েছি, আমার ডান হাতের কবজিটা ভিজে নরম ও গরম গরম কিসের মধ্যে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি সেটা কালিয়াসের গলা, কিন্তু গলাটা একেবারে কাটা। আর্তনাদ তখনো একটানা চলেইছে। রক্তাক্ত অবস্থায় আমি উঠে বসলাম। তখনো আমি জানি না, এ রক্ত আমার কি না, কিন্তু চাঁদের আলোয় আমার চারদিকে দেখলাম সব মরে রয়েছে, যে যেখানে ঘুমোচ্ছিল সেখানেই পড়ে রয়েছে, আর সারা ছাউনিটা গোলামে ভরে গিয়েছে, তাদের হাতে ক্ষুরের মত ধারালো সব ছোরা। চাঁদের আলোয় সেগুলো চকচক করছে আর ক্রমাগত ওঠানামা করছে। এইভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় অন্তত আমাদের অর্ধেক মারা পড়ে। যেই কেউ দাঁড়িয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তারা মেরে ফেলেছে। এখানে ওখানে কয়েকজন সৈনিক ছোট ছোট দলে লড়তে চেষ্টা করেছিল কিন্তু বেশীক্ষণ টিঁকে থাকতে পারেনি। জীবনে এমন ভয়ংকর কান্ড কখনো দেখিনি। উঃ, আর গোলামগুলো একটুও থামছে না, সমানে মেরে চলেছে। তারপর আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, আমিও চিৎকার শুরু করে দিলাম। এ কথা বলতে আমার লজ্জা নেই। আমি তলোয়ারটা হাতে নিয়ে ছাউনির মধ্যে দিয়ে দৌড় দিলাম। একটা গোলামকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দেই, মনে হয়, সে মারাও পড়ে কিন্তু মাঠটার ধারে এসে দেখি সমস্ত ছাউনিটা ঘিরে বর্শার একটা ব্যূহ, একটুও ফাঁক নেই, আর বর্শা যারা ধরে রয়েছে তারা বেশীর ভাগই মেয়ে, কিন্তু তেমন মেয়ে কখনো চোখেও দেখিনি কল্পনাও করিনি, ভয়ংকর বন্যজন্তুর মত, রাতের হাওয়ায় তাদের এলোচুল উড়ছে, মুখ হাঁ করে রয়েছে আর সেই হাঁ-মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে বীভৎস একটা হিংস্র চিৎকার। যে আর্তনাদ শুনেছিলাম তার মধ্যে এটাও মিশেছিল। একজন সৈনিক আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বর্শাগুলোর ওপর পড়ল, সে ভাবতেই পারেনি মেয়েরা বর্শা বেঁধাতে পারবে, কিন্তু তারা তা পারল, তাদের হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। এমন কি আহত হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে যারা এসেছে তাদেরও বর্শাবিদ্ধ করতে ওরা কুণ্ঠিত

করছে। তারা দলে ছ'জন ছিল। তাদের মধ্যে একজন কালো আফ্রিকান। তারা সবাই গ্লাডিয়েটার।"

"কী করে জানলে?"

"মণ্ডপের মধ্যে আমি যেখানে সেখানে তারা যখন এল, তাদের দেখেই চিনলাম তারা গ্লাডিয়েটার। মাথার চুলগুলো কদমছাঁট করা, শরীরময় কাটার দাগ। গ্লাডিয়েটারকে চেনা মোটেই শক্ত নয়। একজনের একটা কানই নেই। একজনের মাথার চুল লাল। কিন্তু তাদের দলপতি একজন থ্রেশিয়ান। তার নাকটা ভাঙা, চোখদুটো মিশ কালো, যখন তাকায় চোখের মণিগুলো একটুও নড়ে না, চোখের পাতাও পড়ে না—"

এবার সেনেটরদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল, বুঝতে পারার মত নয়, তবু তা এল। তাদের শোনার ধরণটা পালটে গেল। আরও উৎকর্ণ হয়ে, ঘৃণা ও উত্তেজনার সঙ্গে এবার তারা শুনতে লাগল। এই মুহূর্তটা গ্রাকাসের অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে, কারণ এই মুহূর্ত স্পার্টাকাসের জন্ম-মুহূর্ত, এই মুহূর্তে সে শূন্য থেকে আবির্ভূত হল বিশ্বজগৎকে নাড়া দেবার জন্যে। অপর লোকদের পূর্ববৃত্তান্ত থাকে, অতীত থাকে, আরম্ভ থাকে। দেশ ঘর ভিটে সব কিছু থাকে—কিন্তু স্পার্টাকাসের কিছুই ছিল না। তার জন্ম এক সৈনিকের মুখের কথায় যাকে কেবল এই উদ্দেশ্যেই স্পার্টাকাস বাঁচিয়ে রেখে-ছিল, উদ্দেশ্য যাতে সে সেনেটে ফিরে গিয়ে বলে লোকটা কী রকম। লোকটা দৈত্যের মত নয়, বন্য বা ভয়ঙ্কর কিছুও নয়, লোকটা শুধুমাত্র গোলাম; কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু সৈনিকের নজরে পড়েছিল যা সে বিশদভাবে বলার প্রয়োজন বোধ করল।

"—মুখখানা দেখেই মেষের কথা মনে পড়ে। তার পরণে ছিল একটা খাটো জামা, পেতলের ভারী একটা কোমরবন্ধ এবং হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো। মাথায় বা গায়ে কোনো যুদ্ধসাজ ছিল না। কোমরবন্ধে একটা ছোরা গোঁজা ছিল, অস্ত্র বলতে শুধুমাত্র এই। গায়ের জামাটায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। তার মুখটা এমন যে একবার দেখলে ভোলা যায় না। তাকে দেখে আমার ভয় লাগল। আর কাউকে আমি ভয় করিনি কিন্তু তাকে আমি ভয় করলাম।" সৈনিকটা আরো বলতে পারত, বলতে পারত স্বপ্নে ওই মুখখানা দেখে ঘেমে স্নান করে কতবার সে জেগে উঠেছে, জেগেও তার চোখের সামনে দেখেছে রোদে-পোড়া ভাঙা নাক ওই চ্যাপটা মুখটা আর ওই কালো কালো চোখদুটো. কিন্তু এত বিস্তারিত খবর সেনেটের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। তার স্বপ্ন সম্পর্কে সেনেটের কোনো কৌতূহল নেই।

"তুমি কি করে জানলে সে থ্রেশিয়ান?"

"তার কথার টানে বুঝলাম। সে ভালোভাবে ল্যাটিন বলতে পারে না, আর অন্য থ্রেশিয়ানদেরও আমি বলতে শুনেছি। আর যারা ছিল, তাদের মধ্যে আরো একজন থ্রেশিয়ান ছিল, বাকী সবাই বোধহয় জার্মানিতে গল। তারা শুধু

সামনে তুলে ধরা হবে এবং তার পুরোপুরি জবাবদিহি তাদের করতে হবে। এ কথা তাদের জানিয়ে দিও, যাতে তারা তৈরী হওয়ার ও নিজেদের পরীক্ষা করার সুযোগ পায়। তাদের সাক্ষী দিতে ডাকা হবে এবং আমাদের স্মৃতিতে অনেক ঘটনা জমে আছে। তারপর, বিচারের পালা শেষ হলে, আমরা আরো ভালো ভালো শহর গড়ব, সুন্দর পরিচ্ছন্ন সব শহর, পাঁচিল দিয়ে তা ঘেরা থাকবে না, মানুষ মাত্রেই সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে। সেনেটের উদ্দেশে এই আমার বক্তব্য। এই কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিও। তাদের বোলো, স্পার্টাকাস নামে একটা গোলাম এই বাণী দিয়েছে ....."

অনেকদিন আগেকার ঘটনা তবু গ্রাকাসের যতদূর মনে পড়ে সৈনিকটি এই কিংবা এই ধরণের কিছু বলেছিল এবং পাথরের মত মুখ কঠিন করে সেনেটও তাই শুনেছিল। বাস্তবিক এ অনেকদিন আগেকার কথা। এত আগেকার কথা যে তার বেশীর ভাগ এর মধ্যে সবাই ভুলে গেছে। স্পার্টাকাসের কথাগুলো লেখাও নেই কোথাও, কয়েকটি লোকের স্মৃতিতে ছাড়া তার অস্তিত্বই নেই। এমন কি সেনেটের নথিপত্র থেকেও ওই কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। ঠিকই হয়েছে। ঠিক তো বটেই—যেমন ঠিক হয়েছিল গোলামদের প্রতিষ্ঠিত সেই স্মারকমূর্তিগুলোকে চুরমার করে পাথরের খোয়ায় পরিণত করা। যদিও ক্রাসাস বুদ্ধিতে কিছুটা স্থূল তবুও সে তা বুঝেছিল। বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ হতে হলে কিছুটা নির্বোধ হওয়া দরকার। অবশ্য স্পার্টাকাসের মত হলে অন্যকথা, কারণ স্পার্টাকাসও ছিল একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ। কিংবা সেও কি নির্বোধ ছিল? ওই কথাগুলো কি নির্বোধের কথার মত? তাহলে কী করে একটা নির্বোধ দীর্ঘ চারবছর ধরে রোমের শক্তিকে প্রতিহত করে এসেছে, কী প্রকারে একটার পর একটা রোমান বাহিনীকে নির্মূল করে ইটালীকে সেনাবাহিনীর কবরখানায় পরিণত করেছে? তাহলে কেমন করে তা সম্ভব হল? লোকে বলে সে মৃত, কিন্তু আরো অনেকে বলে মৃতও মরে না। তবে, ওই যে ছায়ামূর্তি গ্রাকাসের দিকে এগিয়ে আসছে, ও কি তারই জীবন্ত প্রতিকৃতি—বিরাটকায় এক বিরাট পুরুষ অথচ অনেকটা তারই মত, সেই ভাঙা নাক, সেই কালো চোখ, মাথায় ভর্তি সেই কোঁকড়া চুলের রাশ? মৃতেরা কি চলতে পারে?

৭

এন্টোনিয়াস কেইয়াস হাসতে হাসতে বলল, "দেখো, দেখো, বুড়ো গ্রাকাসের দিকে চেয়ে দেখো।" প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের বিরাট মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তা সত্ত্বেও সুবাসিত জলপূর্ণ পানপাত্রটা সে এমনভাবে ধরে রয়েছে যে একফোঁটা জলও পড়ে যাচ্ছে না।

আছে তার মধ্যে একটি, পুরোপুরি জেনে কাজ করা। অন্তত শ'খানেক লোকের সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করতে হয় এবং প্রায় হাজার খানেক নথিপত্র পড়তে হয়। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে একজন ছিল, তার নাম বাটিয়েটাস, একটা ল্যানিস্টা। তা ছাড়া স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়েছে এমন অজস্র সৈনিক ও সেনাবিভাগের কর্মচারীও ছিল। যে কাহিনীটা আমি বলছি তা তাদেরই একজনের কাছ থেকে শোনা। এটা সত্য বলেই বিশ্বাস করি।"

এন্টোনিয়াস কেইয়াস মন্তব্য করল, "কাহিনীটা যদি ভূমিকার মত দীর্ঘ হয়, আহার পর্বটা তাহলে এখানেই সেরে নেওয়া যাক।" পরিচারকেরা এরই মধ্যে মিশরীয় তরমুজ আঙুর ও তার সঙ্গে সকালবেলাকার হালকা সুরা আনতে আরম্ভ করেছে। বারান্দাটা বেশ ঠাণ্ডা ও সুখপ্রদ, যারা আজ বেরিয়ে পড়বে ঠিক করেছে, তাদেরও তাই ওঠবার তাড়া নেই।

"দীর্ঘতর। তবে ধনবানের ইচ্ছাকে গ্রাহ্য করাই—"

"থামবেন না, বলে যান," গ্রাকাস তাড়া দিয়ে বলল।

"আমারও তাই ইচ্ছা। জুলিয়ার উদ্দেশেই এই কাহিনী। জুলিয়া, তোমার যদি অনুমতি হয় তো বলি।"

জুলিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। গ্রাকাস ভাবে, "লোকটার অন্তর্দৃষ্টি আছে, এ সন্দেহ কেউ করে না। তবে ওর মতলবটা কী?"

"স্পার্টাকাস যখন দ্বিতীয়বার রোমান বাহিনীকে ধ্বংস করে, এ কাহিনী সেই সময়কার। প্রথমবার তো নগরকোহর্টদের ব্যাপার, আমার বিশ্বাস বন্ধুবর গ্রাকাসের সে কথা ভালোভাবেই স্মরণ আছে—অবশ্য আমাদের সবারই আছে," ক্রাসাস বলল, বলার ধরণটা ব্যঙ্গাত্মক। "ওদের পর, সেনেট স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে পাঠায় পাবলিয়াসকে। একটা পুরো অভিযাত্রীবাহিনী, যতদূর মনে হয়, বাহিনীটা বেশ বড় দরের। সেটা ছিল তৃতীয় বাহিনী, তাই নয়, গ্রাকাস?"

"পুরোপুরি জানবার স্পৃহা আপনারই গুণ, আমার নয়।"

"আমার বিশ্বাস, আমি ঠিকই বলেছি। তাছাড়া যতদূর মনে পড়ছে, অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে নগররক্ষী কিছু অশ্বারোহী সেনাও গিয়েছিল—সবশুদ্ধ প্রায় সাত হাজার লোক।" জুলিয়াকে সম্বোধন করে বলল, "জুলিয়া, দয়া করে একটা কথা মনে রেখো, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার এমন কিছু রহস্যজনক নয়। টাকা রোজগার করতে বা এক টুকরো কাপড় বুনতে যতটুকু মেধার দরকার হয়, ভালো একটা সেনাপতি হতে তাও লাগে না। লড়াই যাদের পেশা তারা বড় একটা চালাক হয় না। এর কারণ অবশ্য সহজবোধ্য। স্পার্টাকাস বেশ চালাক ছিল। যুদ্ধ চালনার কয়েকটা সহজ নিয়ম সে বুঝত, তেমনি রোমান সেনাবাহিনীর কোথায় শক্তি কোথায় দুর্বলতা, তারও হদিশ সে জানত। সে ছাড়া খুব কম লোকই তা জেনেছে। হানিবল জেনেছিল। আর যারা,

তারা সংখ্যায় নগণ্য। আমার বলতে দ্বিধা হচ্ছে, আমাদের শ্রদ্ধেয় সহযোদ্ধা পম্পে'ও তা জানেন না।"

"আমাদের কি উচ্চস্তরের এই সব গোপন তথ্য শুনতে হবে," সিসেরো প্রশ্ন করল।

"এসব তথ্য উচ্চস্তরেরও নয়, তেমন কিছু গোপনও নয়। জুলিয়াকে বোঝানোর জন্যে আমি সেগুলো আরেকবার বলছি। মনে হয় এগুলো পুরুষ-বুদ্ধির অনধিগম্য। প্রথম নিয়ম হচ্ছে, জীবন রক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন না হলে সেনাবাহিনীকে কখনো খণ্ডিত কোরো না। দ্বিতীয় নিয়ম, যুদ্ধ করা যদি উদ্দেশ্য থাকে, আক্রমণ করো, আর তা যদি না করো, যুদ্ধ পরিহার করো। তৃতীয় নিয়ম, যুদ্ধের স্থান ও কাল নিজেরা স্থির করবে, শত্রুকে তা স্থির করার সুযোগ দেবে না। চতুর্থ নিয়ম, যেমন করে পারো পরিবেষ্টিত হওয়া রোধ কর। শেষ নিয়ম হচ্ছে, শত্রুর দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করে তাদের ধ্বংস কর।"

সিসেরো মন্তব্য করল, "যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে যে-কোনো প্রাথমিক পাঠ্য-পুস্তকে এই ধরনের অ, আ, ক, খ, পাওয়া যেতে পারে। এতে কোনো গভীর চিন্তার প্রমাণ পাওয়া গেল না, অবশ্য আমার এ কথা বলায় যদি ধৃষ্টতা না হয়। এ তো নিতান্তই সহজ।"

"হয়ত তাই। তবে একটা কথা আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানাতে পারি। অত সহজ কোনো কিছুই অগভীর নয়, জানবেন।"

"বাকীটা এবার জানাবেন কি," গ্রাকাস বলল, "রোমান সামরিক শক্তির জোরই বা কোথায়, দুর্বলতাই বা কোথায়?"

"এও ওই রকমই সহজ, এবং আমি ঠিক জানি, সিসেরোর মত ভিন্নরকম হবেই।"

"আমি বিশ্ববিখ্যাত এক সেনানায়কের চরণাশ্রিত শিক্ষার্থী মাত্র," সিসেরো হালকাভাবে বলল।

ক্রাসাস মাথা নেড়ে বলল, "সত্যি কিন্তু তা নয়। দুটো বিষয়ে অধ্যবসায় ও প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ব্যতিরেকে সব মানুষেরই ব্যুৎপত্তি ঘটতে পারে, সবারই তাই ধারণা। বই লেখা আর সৈন্য পরিচালনা করা। কথাগুলো খুব যুক্তিহীন নয়, যেহেতু এই দুই বিষয়েই বিপুল সংখ্যক নির্বোধকে দেখেই তা বোঝা যায়। অবশ্য আমিও এদের মধ্যে একজন।" এইটুকু বলে সে সবার মুখ বন্ধ করে দিল।

"কথার মত কথা হয়েছে," হেলেনা বলল।

মাথা নত করে ক্রাসাস হেলেনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল। নারীজাতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল কিন্তু তাদের বিষয়ে কৌতূহল ছিল না; অন্তত হেলেনার অভিমত তাই। ক্রাসাস বলে চলল, "আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তিই বলুন আর দুর্বলতাই বলুন, একটি মাত্র কথায় তা বোঝানো যায়—

করে কখনো পাঠিয়ে দিচ্ছে জুডিয়ার হিমশীতল সুগন্ধি সুরা কিংবা মিশরের রসাল আঙুর, কখনো বা তাদের তৃপ্তির জন্যে আতরসিঞ্চনে বাতাস আমোদিত করছে। সমাজে তার নিজস্ব শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের এই আপ্যায়ন, তাদের ঐহিক সুখসুবিধার প্রতি এই সজাগ দৃষ্টি কেবল ক্লাসাসের বিশেষত্ব নয়, অন্যান্য ধনকুবেরদেরও এই রীতি। ক্লাসাস এখন তাদের সঙ্গী অভিভাবক ও পথ-চালক। কেইয়াসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে,

"না, কেইয়াস। তোমার হয়ত অবাক লাগছে, কিন্তু সত্যি ইদানীং আমার খেলা দেখতে ইচ্ছেই করে না। ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখি। যদি খুব ভালো জোড় হয় আর খেলাও অসাধারণ হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা আমার ভালো লাগার মত নয়। কিন্তু তোমরা দেখতে চাও, আমায় আগে যদি জানাতে—"

"তুচ্ছ ব্যাপার, তাই বলিনি।"

"কিন্তু খেলার শেষে একজন তো টিঁকে থাকে," ক্লডিয়া বলল।

"নাও থাকতে পারে, শেষ জোড়ের দুজনেই মারাত্মকভাবে জখম হতে পারে। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশী, থাকলে তাকে ফটকের সামনে স্মারক হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। জানো বোধহয় কাপুয়ায় সাতটা ফটক আছে। শাস্তির স্মারকগুলো যখন পোঁতা হয়, সাতটি ফটকের সামনে সাতটি ক্রুশ দিয়ে শুরু করা হয়। আম্পিয়ান ফটকের সামনে যে লাশটা ঝুলছে, খেলার শেষে যে টিঁকে থাকবে সে তার জায়গা দখল করবে। কখনো কাপুয়ায় গেছ?" ক্লডিয়াকে সে প্রশ্ন করে।

"না, যাইনি।"

"তা হলে খুব ভালো লাগবে। অত্যন্ত সুন্দর শহর, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সারা দুনিয়ায় এর জোড়া নেই। মেঘমুক্ত দিনে নগর প্রাচীরের উপর দাঁড়ালে উপসাগরের মনোরম দৃশ্য আর দূরে ভিসুভিয়াসের ধবলচূড়া চোখ জুড়িয়ে দেয়। এই দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কিছু আমার জানা নেই। সেখানে আমার ছোটখাটো একটা বাড়ি আছে, তোমরা সবাই যদি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, আমি অত্যন্ত খুশী হব।"

কেইয়াস বুঝিয়ে বলে তার সম্পর্কে এক পিতামহ, নাম ফ্লাভিয়ান, তাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে, তাই এখন পূর্বসিদ্ধান্তের পরিবর্তন সঙ্গত হবে না।

"যাই হোক, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে। প্রথম কয়েকদিন নানা ঝঞ্ঝাটে থাকতে হবে। সরকারী অভ্যর্থনা বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদির পর্ব চুকে গেলে আমরা কয়েকঘন্টা উপসাগরে প্রমোদতরীতে কাটাতে পারি,—আহা এমন আনন্দ আর কিছুতে নেই—একদিন বনবিহারেও যাওয়া যেতে পারে, আর আতরের কারখানায় একটা বিকেল তো কাটাতেই হবে। কাপুয়া ও আতর-নির্যাস অভিন্ন। সেখানে একটা কারখানায় আমার কিছু

ভীড় জমে রয়েছে। হেলেনার পরিবারের লোকজন থেকে হেলেনা ও ক্লডিয়াকে কী কৌশলে যে আলাদা করা যায় সেও একটা প্রশ্ন। হেলেনা কিন্তু কেইয়াসকে তাদের রক্ষক হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এখন সে এমন মত্ত যে একটুতেই রাজী হয়ে গেল; টলতে টলতে সে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভক্তিগদগদ চোখে ক্রাসাসের দিকে তাকায়। সেনাপতি মহাশয় আনুষ্ঠানিক লৌকিকতা-গুলো সংক্ষেপে সেরে নেন। কিছুপরে দেখা গেল শিবিকারূঢ় হয়ে তারা আপ্পিয়ান তোরণাভিমুখে চলেছে। দ্বাররক্ষীরা সেনানায়ককে অভিবাদন করল, সেনানায়ক তাদের সঙ্গে একটু রসিকতা করে কিছু রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করল। তাদের কাছে সে পথের নির্দেশও জানতে চাইল।

"তাহলে আপনি কখনো সেখানে যাননি?" হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

"না, জায়গাটা আমি চোখেই দেখিনি।"

"কী আশ্চর্য," হেলেনা মন্তব্য করে। "আমি আপনি হলে জায়গাটা অন্তত দেখতে চাইতাম, বিশেষ করে যখন এই জায়গাটা কেন্দ্র করে আপনার জীবনের সঙ্গে স্পার্টাকাসের জীবন এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে।"

"আমার জীবনের সঙ্গে স্পার্টাকাসের মৃত্যু," ক্রাসাস অবিচলিতভাবে বলে।

"জায়গাটায় এখন আর তেমন কিছু নেই," প্রধান দ্বারী তাদের বলল। "এককালে এটা বুড়ো ল্যানিস্টার বিরাট সম্পত্তি ছিল। সে তো এর দৌলতেই কোটিপতি হতে পারত। কিন্তু দাঙ্গা বাধার পরই তার কপাল ভাঙল। তারপরে নিজের গোলামের হাতে সে খুন হতে জায়গাটা নিয়ে মামলা বাধল। তখন থেকে মামলা মোকদ্দমা লেগেই আছে। আর যে ক'টা বড় বড় আখড়া ছিল সব শহরের ভেতরে চলে এসেছে। দুটো তো বস্তীবাড়িতে গিয়ে উঠেছে।"

ক্লডিয়া হাই তোলে। কেইয়াস শিবিকার মধ্যে ঘুমে অচেতন।

"এই বিদ্রোহের ওপর ফ্লাকিয়াস মোনাইয়া এক ইতিহাস লিখেছেন;" প্রধান দ্বারী সানন্দে বলে চলে, "তাতে তিনি বলেছেন বাটিয়েটাসের আখড়াটা ছিল শহরের মাঝখানে। যারা বেড়াতে আসে আমরা তাদের সেখানেই নিয়ে যাই। একজন ঐতিহাসিকের কথার কাছে আমার কথার কী দাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাটিয়েটাসের আখড়া কাছেই, খুঁজে বের করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। ছোট নদীটার পাশ দিয়ে ওই যে সরু পথটা গেছে, ওই পথটা ধরে চলে যান। চাঁদের আলোয় তো দিন হয়ে গেছে। এরেনাটা ঠিক নজরে পড়বে। বসবার কাঠের মঞ্চটা বাইরে থেকেই দেখতে পাবেন।"

তারা যখন কথা কইছে কোদাল ও শাবল হাতে একদল গোলাম তোরণপথে এগিয়ে এল। তাদের সঙ্গে একটা মই ও একটা ঝুড়ি। বিরাট ক্রুশটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা সেইখানে গেল। সমস্ত শাস্তির স্মারকগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল প্রথম এবং এর তাৎপর্যও আর সবের চেয়ে বেশী। রোমগামী পথে যে

শেষ পর্যন্ত তাকে ক্রুশে ঝুলতে হবে, অথচ এমনভাবে লড়াই করল যেন জিতলে সে মুক্তি পাবে। এ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"পারলেন না—সত্যি, জীবনটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার।"

"যা বলেছেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

"ও যদি ইহুদী ডেভিড হয়," ক্রাসাস চিন্তিতভাবে বলে, "তাহলে বলতেই হবে বিধাতার এ এক অদ্ভুত বিচার। ওর সঙ্গে একবার কথা কইতে পারি?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়। কিন্তু মনে হয় না ওর কাছ থেকে কিছু বের করতে পারবেন। লোকটা গোমড়ামুখো নির্বাক একটা জানোয়ার।"

"চেষ্টা করে দেখাই যাক না।"

এবারে তারা গেল গ্লাডিয়েটারটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ঘিরে ক্রমশ এখন ভীড় বাড়ছে। সৈনিকদের ভীড় ঠেলে রাখতে হচ্ছে। বেশ একটু ঘটা করে কর্মচারীটি ঘোষণা করল,

"গ্লাডিয়েটার, তুই যে সম্মান পাচ্ছিস আর কারো বরাতে তা জোটেনি। ইনিই হচ্ছেন প্রধান সেনাপতি মারকাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস, ইনি দয়া করে তোর সঙ্গে কথা কইবেন।"

নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে জনতা উল্লাস করে উঠল, কিন্তু গোলামটার উপর এ সবের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হল সে কানে বোধহয় শুনতে পায় না। স্থির নিশ্চল হয়ে সে সোজা সামনের দিকে চেয়ে থাকে। সবুজ মরকত মণির মত তার চোখদুটো শুধু জ্বলজ্বল করে, তার মুখে আর কোনো চিহ্ন বা স্পন্দন নেই।

"গ্লাডিয়েটার, আমি তোর চেনা," ক্রাসাস বলে। "আমার দিকে তাকা।"

উলঙ্গ গ্লাডিয়েটারটা তবুও নড়ে না। এবারে সামরিক কর্মচারীটি এগিয়ে আসে এবং খালি হাতে সজোরে তার মুখে চপেটাঘাত করে।

"শুয়োরের বাচ্চা, দেখছিস না কে তোর সঙ্গে কথা কইছেন?"

আবার সে আঘাত করল। গ্লাডিয়েটার আঘাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা-মাত্রও করে না। ক্রাসাস বুঝতে পারে এই উপায়ে তার লাভ হবে সামান্যই।

"থাক, অনেক হয়েছে," ক্রাসাস কর্মচারীটিকে বলল। "ওকে একা থাকতে দিন, আপনাদের যা করার তাই করুন।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু ও কথাই কয়নি। হতে পারে, কথা কইতেই পারে না। এমনকি নিজের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গেও ওকে কেউ কথা কইতে দেখেনি।"

"এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই," ক্রাসাস বলে।

ক্রাসাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দলটা তোরণ পার হয়ে ক্রুশটার কাছে এসে দাঁড়াল। তোরণপথে এখন দলে দলে লোক যেতে আরম্ভ করেছে, তোরণের বাইরের রাস্তায় তারা ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ সেখান থেকে অবাধে তারা সব কিছু দেখতে পারবে। ক্রাসাস ভীড়ের মধ্য দিয়ে ক্রুশটার নিচে

একই প্রক্রিয়া; আরেকবার গ্লাডিয়েটার যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে উঠল, গজালটা যখন মাংসপেশী ও তন্তুগুলো ভেদ করল আরেকবার তার মুখ কুঞ্চিত হল। কিন্তু এতসত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ বের হল না, যদিও চোখ দিয়ে জল গড়াল এবং হাঁ মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ল।

তার বুকটা যে দড়িটায় বাঁধা ছিল সেটাও এখন কেটে ফেলা হল। এর ফলে সম্পূর্ণভাবে সে হাতের উপর ঝুলতে থাকে। গজালের উপর অত্যধিক ভার লাঘবের জন্য একমাত্র কবজির বন্ধনী দুটো ছাড়া আর কিছু রইল না। সৈনিকেরা মই থেকে নেমে এল, মইটাও সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হল এবং জনতা—যার সংখ্যা এর মধ্যে কয়েক শতয় দাঁড়িয়েছে—সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করার কৃতিত্বের জন্যে বাহবা দিতে লাগল।...

অতঃপর গ্লাডিয়েটার অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

"অমন হয়," সামরিক কর্মচারীটি ক্রাসাসকে বুঝিয়ে বলে। "হঠাৎ গজালের ঘা খেয়ে অমন হয়। কিন্তু আবার জ্ঞান ফিরে আসে, তারপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ বা ত্রিশ ঘণ্টার আগে আবার অজ্ঞান হয় না। একটা গল'কে জানি, চারদিন পর্যন্ত তার টনটনে জ্ঞান ছিল। তার গলার আওয়াজ চলে গিয়েছিল। আর্তনাদ করতে পারত না কিন্তু তবুও অজ্ঞান হয়নি। সেটার মত আর দেখিনি। কিন্তু সেও, হাতের মধ্যে গজাল চালানোর সময় চিৎকার করে উঠেছিল। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।" একটা জলের পাত্র খুলে ঢকঢক করে নিজে পান করল, তারপর ক্রাসাসের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "গোলাপ জল—নেবেন?"

"ধন্যবাদ," ক্রাসাস বললে। হঠাৎ তার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় এবং সে ক্লান্ত বোধ করে। পাত্রটার যতটুকু জল অবশিষ্ট ছিল সে নিঃশেষে পান করল। ভীড় তখনো বাড়ছে; তাদের দিকে ইঙ্গিত করে ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে, "ওরা কি সারাদিন থাকবে?"

"বেশীর ভাগই থাকবে ওর জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত। তখন ও কী করে তাই দেখতে ওদের আগ্রহ। জ্ঞান ফিরে এলে ওরা বেশ মজার কাণ্ড করে। অনেকেই মায়ের জন্যে কাঁদতে থাকে। গোলামদের সম্পর্কে নিশ্চয় এধরণের ধারণা কেউ করে না, আপনিই বলুন?" ক্রাসাস কিছু না বলে ঘাড় নাড়ে। "আমাকে ঐ রাস্তাটা পরিষ্কার করতে হবে," কর্মচারিটা বলে চলে। "লোক-গুলো রাস্তা আটক করে রেখেছে। রাস্তার খানিকটা তো ছেড়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এদের সে আক্কেলটুকুও নেই। এরা সবাই সমান। ভীড়ের কখনো যদি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে।" সে দুজন সৈনিককে পাঠাল রাস্তার খানিকটা সাফ করে দেবার জন্যে যাতে যানবাহন চলাচল অব্যহত থাকে।

"জানি না, আমার উচিত হবে কিনা—" ক্রাসাসকে সে বলে। "মানে, কিছু যদি মনে না করেন, একটা বিষয়ে একটু বিরক্ত করতে পারি কি? অবশ্য আমার কোনো স্বার্থ নেই তবু আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, একটু

আগে আপনি যে বললেন, লোকটা যদি ইহুদী ডেভিড হয় তবে বিধাতার এ এক অদ্ভুত বিচার, তা কী ভেবে বলেছিলেন। ঠিক এই কথা ক'টা না হলেও, এই রকমের কিছু—"

"বলেছিলাম নাকি," ক্লাসাস জিজ্ঞাসা করে। "কী ভেবে যে বলেছিলাম, কেনই যে বলেছিলাম, কিছুই আমার মনে নেই।" একটা পর্ব শেষ হল, অতীতের অনেকটাই এখন অতলে তলিয়ে যাবে। তা যাক, দাসবিদ্রোহ দমনের গৌরব সামান্যই। জয়গর্ব ও সম্মানের গৌরবমুকুট আর সবার প্রাপ্য; তার জন্য শুধু বরাদ্দ ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার পৈশাচিক পরিতৃপ্তি। মৃত্যু, হত্যা ও নিপীড়ন—এ আর সে সইতে পারছে না। কিন্তু উপায় কি, এ সব এড়িয়ে সে যাবেই বা কোথায়। দিনে দিনে তারা এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে চলেছে জীবন যেখানে মৃত্যুনির্ভর। মৃত্যুনির্ভরতা ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। কী পরিমাণের দিক থেকে, কী নিপুণতার দিক থেকে, নরহত্যাকে এমন শিল্পপর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে যে, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মিলবে না,—কিন্তু কোথায় এর শেষ হবে, কবে, সেদিন কতদূরে? একটা ঘটনার কথা তার মনে পড়ে যায়। তখন সবে সে রোমের পরাস্ত ও ভগ্নোদ্যম সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার নিয়েছে। তিনটি সেনা-দলের ভার সে ন্যস্ত করেছিল তার আবাল্য সুহৃদ ও সঙ্গী পিলিকো মামিয়াসের উপর। মামিয়াস এর আগে দুটো বড় বড় অভিযানে যোগদান করেছিল। তার উপর ক্লাসাসের নির্দেশ ছিল, স্পার্টাকাসকে বিভ্রান্ত করে তার সেনাবাহিনীর কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করতে পারে কিনা তার চেষ্টা করা। মামিয়াস ভুল করল এবং স্পার্টাকাসের জালে আটকা পড়ল। ফলে, তার তিনটি সেনাদল হঠাৎ গোলামদের সামনে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত পালাল। রোমান সেনাবাহিনীর পক্ষে এত বড় লজ্জাকর ঘটনা আর ঘটেনি। তার মনে পড়ল মামিয়াসকে কী অকথ্যভাষায় সে তিরস্কার করেছিল; তার মনে পড়ল কী বলে তাকে গালাগালি দিয়েছিল, মনে পড়ল কাপুরুষ বলে তাকে অভিযুক্ত করেছিল। মামিয়াসের মত লোককে এর চেয়ে বেশী কিছু করা যায় না। সেনাদল সম্পর্কে অবশ্য অন্য কথা। সপ্তম বাহিনীর পাঁচ হাজার লোককে সারবন্দী করে দাঁড় করানো হল এবং প্রতি দশম ব্যক্তিকে বের করে এনে কাপুরুষতার অভিযোগে হত্যা করা হল। মামিয়াস পরে তাকে বলেছিল, "এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে হত্যা করলে ছিল ভালো।"

এখন এত পরিষ্কার এত স্পষ্টভাবে তার সে কথা মনে পড়ছে—কারণ এই মামিয়াস ও প্রাক্তন কনসাল মারকাস সেরভিয়াসই তার কাছে গোলাম-বিদ্বেষের উগ্রতম প্রতীক। গল্পটা আরেকবার তার মনে ভেসে উঠল। কিন্তু গোলামপক্ষের সব গল্পের মতই এর কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, তা নির্ণয় করা যায় না। স্পার্টাকাসের প্রিয়সঙ্গী ক্রিকসাস নামে একটা গল'এর মৃত্যুর জন্যে মারকাস সেরভিয়াস কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল। ক্রিকসাসকে বিচ্ছিন্ন করে

এলিয়ে পড়ে আর তার সাদা পোষাক হঠাৎ ধেয়ে আসা আকাশের সাদা মেঘ-পুঞ্জের মত ঢেউএ ঢেউএ ছড়ানো। এ ঈশ্বর ন্যায়নিষ্ঠ, ক্বচিৎ কখনো করুণাও করেন, কিন্তু দুষ্টের দমনে সদাই উদ্যত। ছোট ছেলেটি ঈশ্বরকে এমনি জেনেছিল। দিনে রাতে ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে ছেলেটি কখনো মুক্তি পায় না। সে যা কিছু করে ঈশ্বর দেখে। সে যা কিছু ভাবে ঈশ্বর জানে।

তার জাতের লোকেরা ধর্মভীরু, অতিমাত্রায় ধর্মভীরু। পোষাকের ভিতর-বাহির যেমন সুতোয় বোনা থাকে, তাদের জীবনও তেমনি ঈশ্বরে বোনা। গোচারণে যাবার সময় তারা লম্বা ডোরাকাটা একধরণের আলখাল্লা পরে, সেই আলখাল্লায় ঝোলানো প্রতিটি রেশমগুচ্ছ তাদের ঈশ্বরভীতির কোনো না কোনো অংশের প্রতীক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে; যখন তারা আহারে বসে তারা প্রার্থনা করে; যখন তারা একপাত্র সুরা পান করে তখনো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভোলে না; এমনকি যখন তাদের দুর্দিন আসে, তখনো তারা ঈশ্বরের স্তুতি করে, যাতে তিনি না ভাবেন তাদের দম্ভ হয়েছে তাই তারা দুর্দিনকে চায় না।

সুতরাং বিচিত্র নয় সেদিনকার সেই কিশোর বালক, সেই শিশু আজ যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক এবং ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে ঝুলছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও ঈশ্বরবোধ তাকে পূর্ণ করে রাখবে। যখন সে শিশু ছিল ঈশ্বরকে সে ভয় করেছে এবং সে-ঈশ্বর ছিল ভীতিপ্রদই। কিন্তু সূর্যালোকের সেই অফুরন্ত প্লাবনে, পাহাড়ের ও পার্বত্য নদীর স্নিগ্ধ শীতলতায় শঙ্কার সুর ছিল ক্ষীণ। ছোট ছেলেটি হাসে খেলে গান গায় দৌড়ঝাঁপ করে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বড় বড় ছেলেরা কেমন করে কোমরবন্ধে রাখা তাদের গর্বের জিনিস 'চাবো' ছুঁড়ে মারে। 'চাবো' গালিলীয় ছুরি, ক্ষুরের মত ধারালো। কাঠ কেটে সে নিজের জন্য একটা তৈরী করে নিয়েছিল, আর প্রায়ই সে সেইটে নিয়ে ভাইদের ও বন্ধুদের সঙ্গে মিছিমিছি ছোরাখেলা করত।

সে ভালো খেললে বড় ছেলেরা ঈর্ষার সুরে মাথা নেড়ে বলত, "বাচ্চা বাঁদরটা ঠিক যেন একটা থ্রেশিয়ান!" থ্রেশিয়ান বলতে বোঝাত যা কিছু খারাপ, আরো বোঝাত যুদ্ধ সম্পর্কে সব কিছু। অনেক অনেক দিন আগে এদেশে একদল বিদেশী লুঠেরা সৈন্য আসে, অনেক অনেক দিন ধরে লড়াই চলার পর তাদের নিশ্চিহ্ন করে বিতাড়িত করা হয়। এই লুঠেরাদের বলা হত থ্রেশিয়ান, ছোট ছেলেটি কিন্তু তাদের কাউকে দেখেনি।

সে ভাবত, সে দিন কবে আসবে যখন কোমরবন্ধে সেও ছুরি ঝোলাবে। তখন সবাই দেখবে থ্রেশিয়ানের মতই সে ভয়ংকর কিনা। অথচ সে কিন্তু খুব ভয়ংকর ছিল না, সে ছিল শান্তশিষ্ট, সুখের ভাগই ছিল তার বেশী।...

এই ছিল না-জানার যুগ।

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে, জানার যুগে, তার শৈশব হারিয়ে গেল; অফুরন্ত সূর্যালোকের বদলে দেখা দিল হিমেল বাতাস। যথা সময়ে ঘৃণার আবরণে

দাম সঙ্গে সঙ্গে চড়ে যাবে। তাছাড়া আমার কাছ থেকে কেই বা কিনতে আসবে অন্য জায়গায় যদি এর চেয়ে সস্তায় পায়? তোমার উপর ভগবানের দয়া অনেক বেশী। মাটি থেকে তুমি তোমার খাবারটা তো পাও, অন্ততপক্ষে ভরা পেটে সবসময়ে থাকতে পার।"

ছেলেটির বাবার অবশ্য অন্য যুক্তি ছিল। "কখনো সখনো অন্তত কিছু নগদ পয়সা তুমি হাতে পাও। আমার হালটা কী, তাই শোন। আমি যব বুনি. আমিই তা ভাঙি। আমি তা ঝুড়িতে বোঝাই করি, মুক্তোর মত যবের দানাগুলো চকচক করতে থাকে। আমাদের যব এত সুন্দর এত পুষ্টিকর হয়েছে বলে দেবতাকে আমরা পুজো দিই। গোলায় এমন মুক্তোর মত ঝুড়ি ঝুড়ি যব ভরা থাকলে কারো কি কিছু ভাবনা থাকে? কিন্তু তারপরই আসে মন্দিরের পেয়াদা। মন্দিরের জন্যে ফসলের চারভাগের একভাগ সে নিয়ে চলে যায়। তারপরে পাইক আসে খাজনা আদায় করতে। খাজনা বাবদ সে নিয়ে যায় চারভাগের আরো একভাগ। আমি তার হাতে পায়ে ধরি। কত করে বলি, যা রইল তাতে কোনোরকমে গরুবাছুরগুলোর শীতকালটা চলবে। মুখের উপর বলে দেয়, গরুবাছুরগুলো খেয়ে নিজেরা চালাও। এমনি হাঁড়ির হাল হয়েও আমাদের চাষ করে যেতেই হবে। তাই যখন ক্ষুদ কুড়ো সব খতম হয়ে যায় আর বাচ্চারা ক্ষিধের জ্বলায় কাঁদতে থাকে, ধনুকের ছিলেটা লাগিয়ে আমরা ভাবতে থাকি পাহাড় অঞ্চলে যে ক'টা খরগোশ ও হরিণ এখনো আছে তাই মারব কি না। কিন্তু শোধন না হলে সে মাংস তো নোংরা। উচ্ছুগ্গু না করলে তা তো মুখে তোলা চলে না। তাই গত শীতে আমরা আমাদের রাব্বিকে জেরুসালেম পাঠালাম মন্দিরে গিয়ে আমাদের আরজি পেশ করতে। আমাদের রাব্বি খুব ভালো লোক। আমাদের দুঃখে দুঃখী। কিন্তু মন্দিরের কাছারিতে তাকে পাঁচদিন থাকতে হল, তারপর পুরুতরা তার সঙ্গে দেখা করল। মেজাজ তিরিক্ষি করে তার খাজনা কমানোর আরজি শুনল। ক্ষিধের জ্বালায় সে তখন মরে যাচ্ছে, অথচ এক টুকরো রুটি পর্যন্ত তারা তাকে খেতে দেয়নি। তারা তাকে বলে দিল, কবে আমরা শুনব গালিলীয়দের কাঁদুনেপনা থেমেছে। তোমার চাষীরা সব কুঁড়ে। তারা পড়ে পড়ে রোদ পোহাতে পারে আর বিনা আয়াসে গিলতে পারে। তাদের আরো খাটতে, আরো বেশী করে যবের চাষ করতে বলো গিয়ে। তারা এই উপদেশ দিয়ে দিল. কিন্তু একজন চাষী বেশী যব চাষ করবে যে, তার জমি কোথায় পাবে? যদিবা আমরা বাড়তি জমি পাই আর বেশী চাষ করি, জানো তখন কী হাল হবে?"

"জানি কী হাল হবে," কামার বলল। "শেষ অবধি তোমাদের ভাগে কিছুই থাকবে না। সব জায়গাতে একই হাল। গরীব যে সে আরো গরীব হতে থাকে, যে বড়লোক সে আরো বড়লোক হয়।"

ছেলেটি ছুরি আনতে গিয়ে এইসব শোনে, কিন্তু বাড়ি ফিরেও অন্য কিছু

শোনে না। সন্ধ্যের সময় পাড়ার লোকেরা তার বাবার ছোট বাড়িটায় জমায়েত হয়। বাড়ি বলতে একখানি মাত্র কুঁড়ে ঘর। তারই মধ্যে তারা সবাই গাদা-গাদি করে থাকে। সেই ঘরখানিতে সবাই মিলে বসে আর অনর্গল বলে চলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কী কষ্টকর হয়ে উঠেছে, কীভাবে তাদের নিংড়ে নিংড়ে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে—কতদিন আর এভাবে চলতে পারে, পাথর নিংড়ে কি কেউ রক্ত বের করতে পারে?

ক্রুশবিদ্ধ মানুষটার মনে ছবির পর ছবি ভেসে উঠছে। স্মৃতির এই ধারালো টুকরোগুলো তার আর্তির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তার এই কষ্টের মধ্যেও বাঁচার ইচ্ছা অটুট রয়েছে। তার যন্ত্রণা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই ভেঙে পড়ছে ছোট ছোট সহনশীল যন্ত্রণার তরঙ্গে। ক্রুশে বিদ্ধ নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীও বেঁচে থাকতে চায়। কী অদ্ভুত এই জীবনীশক্তি। কী অদ্ভুত এই জীবনের আবেগ। শুধুমাত্র জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষ কত কীই না করতে পারে।

কিন্তু কেন এমন হল, সে তা জানে না। ঈশ্বরকে সে ডাকে না কারণ ঈশ্বরের কোনো উত্তরও নেই, কৈফিয়তও নেই। এক কিংবা অনেক দেবতা কোনো কিছুতেই তার আর বিশ্বাস নেই। তার জীবনের দ্বিতীয় যুগে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে যায়। ঈশ্বর শুধু বড়লোকের প্রার্থনায় সাড়া দেয়।

তাই সে ভগবানকে ডাকে না। বড়লোকদের ক্রুশ বিঁধে ঝুলতে হয় না, আর তার সারা জীবনটাই কাটল ক্রুশের উপরে। মনে হয় অনন্তকাল ধরে তার হাতে লৌহশলাকা প্রবিষ্ট রয়েছে। কিংবা আর কেউ ছিল? তার বাবাই কি ক্রুশবিদ্ধ ছিল? এবারে তার মন দুর্বল হয়ে পড়ছে; তার বুদ্ধিবৃত্তির সুন্দর সঠিক ও সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন মনে করতে চাইল তার বাবা কীভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সে নিজেকে গুলিয়ে ফেলল। কেমন করে তা ঘটেছিল তাই মনে করার জন্যে তার দুর্বল বেদনার্ত মস্তিস্কের পরতে পরতে সে সন্ধান করল। মনে পড়ল সেই সময়কার কথা যখন খাজনা আদায় করতে পেয়াদা এল এবং খালি হাতে ফিরে গেল। তার মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা যখন মন্দির থেকে পুরোহিতরা এল এবং তাদেরও খালি হাতে বিতাড়িত করা হল।

এরপরে এল গর্ব করার একটা সংক্ষিপ্ত অবসর। তাদের মহানায়ক মাকাবি জুডাসের ছবি স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে ওঠে। পুরোহিতরা প্রথম যখন তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাল পাহাড়ী কিষাণেরা ছুরি আর তীর ধনুক দিয়ে সেই বাহিনীকে নির্মূল করল। সেও সেই লড়াইএ ছিল। মাত্র চৌদ্দ বছরের বালক, তবুও সে ছুরি চালিয়েছে, তার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে এবং জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছে।

কিন্তু এই জয়ের আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হল না। গালিলীয়ার

স্বচ্ছন্দে তার পাদুটোর উপর ভর করে মাটিতে নেমে আসবে। কদাচিৎ কোনো লোকের দিকে সে সামনাসামনি তাকায়; যদিও আড়চোখে সে সব লক্ষ্য করে। অমনি করে সে স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করছে, দিনের পর দিন লক্ষ্য করছে। এমন কি নিজেকেও সে বোঝাতে পারে না স্পার্টাকাসের মধ্যে এমন কী আছে যা তাকে এত বেশী আকর্ষণ করছে। এতে কিন্তু রহস্য কিছুই নেই। সে পুরো-পুরি আড়ষ্ট, স্পার্টাকাস পুরোপুরি শিথিল। সে কারো সঙ্গে কথা কয় না। স্পার্টাকাস সবার সঙ্গে কথা কয় এবং সবাই তার কাছে এসে নিজেদের সমস্যা জানায়। স্পার্টাকাস গ্লাডিয়েটারদের এই আখড়ায় কী যেন একটা চারিয়ে দিচ্ছে। স্পার্টাকাস আখড়াটাকে ধ্বংস করছে।

(এই ইহুদী ছাড়া আর সবাই স্পার্টাকাসের কাছে আসে। স্পার্টাকাস তাই অবাক হয়। তারপর একদিন কসরত শিক্ষার মাঝখানে একটু বিরামের সময় ইহুদীর কাছে গিয়ে সে নিজে কথা কয়।

("তুমি কি ভাই গ্রীক বল?" সে তাকে জিজ্ঞাসা করে।

(সবুজ চোখদুটো তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হঠাৎ স্পার্টাকাস বুঝতে পারে এর বয়স নিতান্ত অল্প, একটা বালক বললেও চলে। একটা মুখোশের আড়ালে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। সে মানুষটাকে দেখছে না, দেখছে মুখোশটাকে।

(ইহুদী নিজের মনে বলে, "গ্রীক—আমি কি গ্রীক'এ কথা কই। আমার মনে হয় আমি সব ভাষাতেই কথা কই। হিব্রু, আরমাইক, গ্রীক, ল্যাটিন, পৃথিবীর আরো অনেক দেশের আরো অনেক ভাষায় আমি কথা কইতে পারি। কিন্তু যে কোনো ভাষাই হোক আমি কথা কইব কেন? কিসের জন্য?"

(খুব শান্তভাবে স্পার্টাকাস তাকে বুঝিয়ে বলে, "আমার কাছ থেকে একটা কথা, তারপর তোমার কাছ থেকে আরেকটা কথা, এই তো রীতি। আমরা অনেক মানুষ। আমরা তো একা নই। যখন একা থাকো তখন তাই কষ্টের সীমা থাকে না। বাস্তবিক একা থাকা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু এখানে তো আমরা একা নই। আমরা যা তার জন্যে আমাদের লজ্জার কী আছে? আমরা কি ভীষণ কিছু করেছি যার ফলে আমরা এখানে এসেছি? আমার মনে হয় না আমরা তেমন কোনো ভীষণ কাজ করেছি। অনেক বেশী ভীষণ কাজ তারা করে যারা রোমানদের আনন্দ দিতে আমাদের হাতে ছুরি গুঁজে দিয়ে খুন করতে বলে। তাই আমাদের লজ্জিত হওয়া বা পরস্পরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষের সামান্য কিছু শক্তি, সামান্য আশা, সামান্য ভালোবাসা থাকেই। ওগুলো বীজের মত, সব মানুষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু কেউ যদি সেগুলোকে নিজের মধ্যেই রেখে দেয়, দেখতে দেখতে সেগুলো শুকিয়ে মরে যায়। তারপর ভগবান ছাড়া সেই হতভাগাকে রক্ষা করার আর কেউ থাকে না কারণ সে তো কিছুই আর পাবে না, তার বেঁচে থাকারও আর কোনো মূল্য নেই। অপরপক্ষে সে যদি তার শক্তি, তার আশা, তার ভালো-

নিজের থেকে হেয় নয়। সে যে পুরোপুরি বুঝল, তা নয়; প্রতিটি ব্যক্তির প্রত্যেক মানুষের পৃথক সত্তায় যে বিপুল বিস্ময় ও ঐশ্বর্য নিহিত আছে সেই বোধের একটু আভাস তার চেতনায় ভেসে উঠল।

তাই রোমের দুজন বিকৃতরুচি পায়ুকামীর খেয়াল চরিতার্থের জন্যে যে চারজন গ্লাডিয়েটার দুই জোড়ে আমৃত্যু লড়াই করবে ঠিক হল তাদের মধ্যে তাকেও যখন অন্তর্ভুক্ত করা হল, এমন এক সংঘাত, এমন ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সে সম্মুখীন হল যা তার জীবনে অভূতপূর্ব। এই সংঘর্ষ সম্পূর্ণ নূতন এবং এতে যখন সে জয়ী হল, আত্মরক্ষার যে আবরণী দিয়ে সে এতদিন নিজেকে ঢেকে রেখেছিল, তা ভেদ করে সেই প্রথম সে আত্মপ্রকাশ করল। ক্রুশে আবদ্ধ থেকে আবার সে বাঁচছে সেই মুহূর্তটার মধ্যে। সে সেই মুহূর্তে ফিরে গেছে, আবার নিজের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে এবং ক্রুশলগ্ন তার তৃষাশুষ্ক অধর থেকে চার বছর আগেকার বেদনার্ত সেই স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসছে।

(আমার মত হতভাগা দুনিয়ায় আর কেউ নেই—সে নিজের মনে বলছে—যার থেকে বেশী দুনিয়ায় আর কাকেও আমি ভালোবাসি না, নিজহাতে তাকে খুন করতে হবে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস। কিন্তু যে দেবতার বা দেবতাদের মানুষকে পীড়ন করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে সঙ্গত আর কী আশা করা যেতে পারে? তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই এই। কিন্তু আমি তাদের খেয়াল মেটাব না। তাদের খুশী করতে আমি লড়ব না। দেবতারা ওই আতরমাখা রোমান হারামীগুলোর মত, যারা এরেনায় বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে মানুষের নাড়িভুঁড়িগুলো কখন বালিতে গড়িয়ে পড়বে। বলে রাখছি, এবার আমি ওই হারামীদের খুশী করব না। ওই হতচ্ছাড়া জঘন্য লোকগুলোর আর কিছুতে আনন্দ নেই; এবারে তারা জোড়ের লড়াই দেখার আনন্দ পাবে না। তারা দেখবে আমায় মরতে। কিন্তু একটা মানুষকে মরতে দেখে ওদের একটুও তৃপ্তি হবে না। যে কোনো সময়ে তা তারা দেখতে পারে। কিন্তু স্পার্টাকাসের সঙ্গে আমি কিছুতে লড়ব না। তার আগে আমার নিজের ভাইকেও আমি খুন করতে রাজী। না, না, আমি কখনো তা করতে পারব না।

(কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? প্রথমে আমার সারা জীবনটা ছিল পাগলের মত, তারপরে এখানকার জীবন, তাও তো দলবদ্ধ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। স্পার্টাকাস আমায় কী দিয়েছে? নিজেকে আমার এ প্রশ্ন করতে হবে এবং নিজেকেই এর জবাব দিতে হবে। আমাকেই এর জবাব দিতে হবে কারণ স্পার্টাকাস যা দিয়েছে তা সামান্য জিনিস নয়। তার কাছ থেকে আমি পেয়েছি জীবনের রহস্য। জীবনই জীবনের রহস্য। প্রত্যেকে কোনো এক পক্ষ বেছে নেয়। হয় তুমি জীবনের পক্ষে। নয় তুমি মৃত্যুর পক্ষে। স্পার্টাকাস জীবনের পক্ষে, আর সেইজন্যেই সে আমার সঙ্গে লড়াই করবে যদি তাকে তা করতেই হয়। শুধু শুধু সে মরবে না। একটা কথাও না বলে, একটা

("তাহলে বল তুমিও তাই চাও।"

(স্পার্টাকাস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

("আমি বলছি। কখনো কেউ তোমার গায়ে আঁচড়টি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে নজরে রাখব। রাতদিন আমি তোমাকে নজরে রাখব।)

এইভাবে সে দাসনায়কের দক্ষিণহস্ত হয়ে দাঁড়াল। নিজের ক্ষুদ্র জীবনে রক্তপাত হানাহানি ও হাড়ভাঙা খাটুনি ছাড়া আর কিছু যে জানে নি, সে তার সামনে দেখল সোনার আলোয় উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ। বিদ্রোহের ফল কী দাঁড়াবে তার মনে ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশই গোলাম, শীঘ্রই তারা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হবে। তারপর জাতিতে জাতিতে বিভেদ ঘুচে যাবে, লোপ পাবে শহর ও নগর, আবার 'স্বর্ণযুগের' আবির্ভাব হবে। প্রতি জাতির গল্পগাথায় পুরাকাহিনীতে শোনা যায় প্রাচীনকালের এক স্বর্ণযুগের কথা, যখন মানুষের মধ্যে না ছিল পাপ না ছিল হিংসা, যখন তারা একসাথে প্রীতি ও শান্তিতে মিলেমিশে বাস করত। স্পার্টাকাস ও তার দাসসেনার বিশ্বজয় করার পর আবার সে যুগ ফিরে আসবে। অসংখ্য তূরী ভেরী মন্দিরার নির্ঘোষ আর দুনিয়ার সব মানুষের মিলিত কণ্ঠের স্তবগান এ যুগের আগমনী সূচনা করবে।

বিকারগ্রস্ত মনে সে এখন শুনতে পাচ্ছে সমস্বরিত সেই স্তবগান। সে শুনতে পেল উত্তাল তরঙ্গের মত বিশ্বমানবের কণ্ঠমূর্ছনা, সম্মিলিত এক মহাসঙ্গীত, পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।.....

(ভেরিনিয়ার সঙ্গে ও একা রয়েছে। যখন ও ভেরিনিয়ার দিকে তাকায় বাস্তব জগতটা যেন মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু এই নারী যে স্পার্টাকাসের স্ত্রী। ডেভিডের কাছে তার রূপের তুলনা নেই, এমন আকাঙ্ক্ষার বস্তুও কিছু নেই। এই নারীর প্রতি তার ভালোবাসা কীটের মত তাকে ভিতরে ভিতরে কুরে চলেছে। কতবার সে নিজেকে বুঝিয়েছে,

(কী ঘৃণ্য, কী নীচ তুমি, তুমি স্পার্টাকাসের স্ত্রীকে ভালোবাসো! এ জগতে যা কিছু তোমার আছে, সব কিছুর জন্যে তুমি স্পার্টাকাসের কাছে ঋণী। কী করে তার ঋণ শোধ করছ? তার স্ত্রীকে ভালোবেসে? ছি ছিঃ, কী পাপ, কী অন্যায়! তুমি কথায় না জানালেও, হাবেভাবে না বোঝালেও, এ অন্যায় অন্যায়ই। তা ছাড়াও, বেফায়দা এ ভালোবাসা। নিজের চেহারাটা দেখেছ কি? একটা আয়না এনে ভালো করে দেখো। এমন একটা কুশ্রী মুখ আর কারো আছে,—বাজপাখীর মুখের মত ছুঁচলো ও বন্য, তার ওপর একটা কান নেই, সেখানকার কাটা দাগটা কী বিকট!

(ভেরিনিয়া এখন তাকে বলছে, "তুমি কী অদ্ভুত ছেলে, ডেভিড! তোমার দেশ কোথায়? তোমার দেশের সবাই কি তোমার মত? তোমার এই ছেলে-মানুষ বয়েস, অথচ কখনো তুমি হাসো না, মুখটিপেও না। এভাবে কী করে বাঁচবে!"

তিনটি ও স্পেন থেকে দুটো। আমি জন্মে এত বিরাট সেনাবাহিনী দেখিনি। উপত্যকার ওধারটা ছেয়ে কম সে কম সত্তর হাজার লোক নিশ্চয় আছে।"

(ভয় কিংবা দ্বিধা দেখলেই ক্রিকসাস আর চুপ করে থাকতে পারে না। ক্রিকসাসের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে এতদিনে তারা দুনিয়া জয় করে ফেলত। তার মুখে শুধু একটিমাত্র বুলি—রোম চলো। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে লাভ কি, একেবারে ওদের ঘাঁটিটা জ্বালিয়ে ছাই করে দাও। এবারেও সে বললে, "দেখ গান্নিকাস, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, তোমার কাছে প্রতিটি সেনাদলই তো সবচেয়ে বিরাট, সব সময়ই তো যুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্গীন। আমার কথা শোন। আমি ওই সেনাবাহিনীর জন্যে এক কানাকড়িও পরোয়া করি না। আমার ওপর যদি ভার থাকত, আমি এই মুহূর্তে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম, এক সপ্তাহ বা একদিন বা একঘণ্টা পরে নয়—এক্ষনি।"

(গান্নিকাস তাকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করে। রোমানরা যদি তাদের সেনা-বাহিনীকে দুদলে ভাগ করে ফেলে? আগেও তো করেছে, যদি এবারেও করে।

("না, তারা তা করবে না," স্পার্টাকাস বলে। "আমি বলছি তারা তা করবে না। তারা তা করতে যাবে কেন? আমাদের সবশুদ্ধ তো এখানেই পেয়ে যাচ্ছে। তারা জানে আমরা এখানেই জমায়েত রয়েছি। কেন তারা তা করবে?"

(মিশরী মোজার তারপরে বলে, "এইবারের জন্যে আমি ক্রিকসাসের সঙ্গে একমত। ওর সঙ্গে আমার মতের মিল হওয়া খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু এইবার তার কথাই ঠিক। উপত্যকার ওধারের সেনাবাহিনী সত্যিই বিরাট, কিন্তু আগে হোক পরে হোক তাদের সঙ্গে আমাদের লড়তে তো হবেই, তাই, না হয় আগেই হল। আর অপেক্ষা করতে গেলে ওদের সঙ্গে আমরা পারব না, কারণ ওদের খাবারের অভাব নেই অথচ কয়েকদিন পরেই আমাদের ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমরা ঘাঁটি ছেড়ে গেলে, ওরা যে সুযোগ চায় তাই পেয়ে যাবে।

(স্পার্টাকাস তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার মতে ওদের সৈন্যসংখ্যা কত?"

("অসংখ্য—অন্তত সত্তর হাজার।"

(স্পার্টাকাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। "সত্যিই বিরাট—সত্যিই অসংখ্য। কিন্তু আমার মনে হয় তুমিই ঠিক বলেছ। আমাদের এখনই লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই।" কথাগুলো হালকাভাবে বলার চেষ্টা করলেও তার মনের অবস্থা মোটেই হালকা নয়।

(স্থির হয় তিনঘণ্টার মধ্যে তারা রোমানদের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করবে, কিন্তু তার আগেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন সেনানায়কেরা তাদের নিজ নিজ দলে ফিরে গেছে কি যায়নি—এমন সময় রোমানরা দাসবাহিনীর কেন্দ্র-

এই ভয়ের বীজ বহুকাল আগে থেকেই তাদের মনে রয়েছে, এখন তা অঙ্কুরিত হচ্ছে। গোলামের ভয়। গোলামদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস কর অথচ তাদের বিশ্বাস কর না। তারা তোমার ভিতরে আবার বাইরেও। প্রতিদিন তারা তোমায় হাসিমুখে সেবা করে, কিন্তু হাসির অন্তরালে থাকে ঘৃণা। তাদের একমাত্র চিন্তা তোমাদের খতম করার। তোমাদের প্রতি ঘৃণাতেই তারা শক্তিমান হয়ে ওঠে। তারা অপেক্ষা করছে, বহুকাল ধরে অপেক্ষা করছে। তাদের ধৈর্যও যেমন, স্মৃতিও তেমনি, দুয়েরই শেষ নেই। এই ভয়ের বীজ রোমানদের ভিতরে সেই দিন বোনা হয়েছে যেদিন প্রথম তারা চিন্তা করতে শিখল, এখন সেই বীজ থেকে ফল ফলছে।

(তারা আর পারছে না, তারা ক্লান্ত। ভারী ঢালগুলো বইবে যে, এমন শক্তি নেই, তলোয়ার তুলতে হাত কাঁপছে। কিন্তু গোলামদের ক্লান্তি নেই। বিচারবুদ্ধি লোপ পেল। এখানে দশজন ওখানে একশ জন রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। একশ হাজারে পরিণত হয়, হাজার দশহাজারে, তারপরে হঠাৎ সমগ্র সেনা-বাহিনীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রোমানরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে। তাদের সমরনায়কেরা চেষ্টা করে তাদের থামাতে, তারা তাদের নায়কদের হত্যা করে আতঙ্কে আর্তনাদ করতে করতে গোলামদের থেকে ছুটে পালায়। গোলামেরা তাদের পিছনে ধাওয়া করে আসে এবং পুরোপুরি তাদের ওপর শোধ তোলে। তার ফলে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত ভূমি রোমানদের মৃতদেহে ছেয়ে যায়, পিছনে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে তারা মুখ থুবড়িয়ে পড়ে থাকে।

(ক্রিকসাস ও আর আর সবাই যখন স্পার্টাকাসের সন্ধান পায়, তখনো সে ইহুদীর পাশেই। স্পার্টাকাস মাটির উপরে আলম্বিত, নিহতদের মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এবং ইহুদী তলোয়ার হাতে তাকে পাহারা দিচ্ছে। "ওকে ঘুমোতে দাও," ইহুদী বলে। "আমাদের বিরাট জয় হয়েছে। ওকে এখন ঘুমোতে দাও।"

(কিন্তু সেই বিরাট জয়ের জন্যে দশহাজার গোলাম মারা গেল। এবং এর পরে আরো রোমান বাহিনী আসবে—আরও বিরাট সে-বাহিনী।)

যখন জানা গেল গ্লাডিয়েটারের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তার সম্পর্কে কৌতূহলও নিভে এল। ন'ঘণ্টা পরে বিকেল নাগাদ দর্শক বলতে রইল মাত্র জনাকয়েক। ক্রুশে বিঁধিয়ে হত্যা করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ অদম্য। তারা ছাড়া আর রইল কয়েকটা নোংরা ভিখারী আর নিষ্কর্মা ভবঘুরে। অন্য কোথাও তারা অবাঞ্ছিত বলেই এখানে রয়ে গেল, তা না হলে কাপুয়ার মত

মত সরল হয়ে গেল। "আমি এসেছিলাম আমাদের আপনার লোকের কাছে থাকতে, তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে। আমি এসেছিলাম তার জন্যে কাঁদতে। আর সবাই আসতে ভয় পেল। কাপুয়া ভর্তি আমাদের লোক, কিন্তু তারা ভয়েই সারা। স্পার্টাকাস আমাদের বলেছিল, উঠে দাঁড়াও, স্বাধীন হও! কিন্তু ভয়ে আমরা তা পারিনি। আমাদের এত শক্তি, কিন্তু তবু আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকি, পড়ে পড়ে মার খাই, পালিয়ে বেড়াই।" এবারে বুড়ীর ফুলো ফুলো চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। কাতরভাবে বুড়ী এবার জিজ্ঞাসা করে, "বল, এবার আমার কী করবে?"

"কিছুই করব না, বুড়ী। ওখানে বসে যদি কাঁদতে চাস, কাঁদ।" একটা মুদ্রা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিন্তিতমনে সে সেখান থেকে সরে আসে। ক্রুশটার কাছে থেমে মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটারটাকে দেখতে দেখতে বৃদ্ধার কথাগুলো সে মনে মনে তলিয়ে দেখে।

৮

গ্লাডিয়েটারের জীবনে ছিল চারটে যুগ। শৈশব ছিল না-জানার যুগ, আনন্দে পরিপূর্ণ, যৌবনে এল জ্ঞান, সেই সঙ্গে এল দুঃখ আর ঘৃণা। আশার যুগ ছিল তখন, যখন স্পার্টাকাসের সঙ্গে থেকে সে যুদ্ধ করেছে, নিরাশার যুগ এল যখন সে জানতে পারল তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। নিরাশার যুগের শেষ দৃশ্য তার বর্তমান অবস্থা। এখন সে ম...

সংগ্রাম ছিল তার অস্থিমজ্জা, কিন্তু এখন সে সংগ্রাম-বিমুখ। জীবন ছিল তার ক্রোধ ও প্রতিরোধের এক অগ্নিশিখা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গতির একটা গর্বিত দাবি। কেউ কেউ সহজেই মেনে নিতে পারে, কেউ কেউ তা পারে না। স্পার্টাকাসকে জানার আগে পর্যন্ত মেনে নেবার মত কিছুই সে পায়নি। তারপর সে জেনেছে মানব-জীবন মহার্ঘ, সে মেনে নিয়েছে জীবনের এই মূল্যবোধ। স্পার্টাকাসের জীবন শ্রদ্ধেয়, তা ছিল মহৎ, তার সঙ্গী মানুষেরাও মহৎ জীবন যাপন করে গেছে—কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রুশের উপর মৃত্যুমুখে সে এখনো প্রশ্ন করছে, কেন তারা ব্যর্থ হল। তার অবশিষ্ট বিচারবুদ্ধির বিশৃঙ্খলায় এই প্রশ্ন উত্তরের সন্ধান করে ফিরছে কিন্তু কোনো উত্তর পায় না।

(যখন ক্রিকসাসের মৃত্যু সংবাদ এল সে তখন স্পার্টাকাসের কাছে। ক্রিকসাসের মৃত্যু তার জীবনেরই সঙ্গত সমাপ্তি। ক্রিকসাস একটা স্বপ্ন আঁকড়ে ছিল। স্পার্টাকাস জানত সে-স্বপ্ন কখন ভেঙে গেছে, কখন তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রিকসাসের স্বপ্ন, তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল রোমের ধ্বংসসাধন। কিন্তু এমন একটা মুহূর্ত এল যখন স্পার্টাকাস বুঝতে পারল

গোটাবারো নগরবাহিনীর সৈনিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই তো দ্বারপাল একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে রসিকতা করছে। ওইখানে রাস্তাটার ধারে কয়েকটা নিষ্কর্মা চুপচাপ বসে রয়েছে। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল তেমন হচ্ছে না, কারণ বেলা বেশ পড়ে এসেছে এবং শহরের অধিকাংশ নাগরিক এখন স্নানাগারে। গ্লাডিয়েটারের দৃষ্টি রাস্তা ছাড়িয়ে আরো একটু উপরের দিকে উঠতে তার মনে হল যেন সে দেখতে পেল সুন্দর উপসাগরের একটু ফালি। সমুদ্র থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তার মুখে এই বাতাসের স্পর্শ প্রেয়সীর স্নিগ্ধ হাতের মত।

সে দেখতে পেল রাস্তার ধারে ধারে সবুজ ঝোপ, তার পিছনেই দেবদারু গাছ এবং উত্তর দিকে ঢেউ-এর মত পাহাড়ের সারি। দেখতে পেল গোলামেরা পালিয়ে গিয়ে যে পাহাড়টার আড়ালে লুকোয় তার মেরুশিরাটা। সে দেখে বিকেলের নীল আকাশটা, সুন্দর নীল সেই আকাশ, অতৃপ্ত কামনার ব্যথার মত। চোখ নামিয়ে দেখে একটি মাত্র বুড়ী ক্রুশটার কয়েকহাত দূরে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আর তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে।

"কেন ও আমার জন্যে কাঁদছে," গ্লাডিয়েটার নিজের মনে ভাবে। "কে তুমি বৃদ্ধা, কেন তুমি ওখানে বসে আমার জন্যে কাঁদছ?"

সে জানে সে মরছে। তার মন স্বচ্ছ; সে জানে তার সময় হয়ে এসেছে, শীঘ্রই যে তার সব যন্ত্রণার, সব স্মৃতির অবসান ঘটবে, এর জন্যে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করে। কৃতজ্ঞতা বোধ করে, অনিবার্য নিশ্চয়তার সঙ্গে সব মানুষ যে চিরনিদ্রার প্রতীক্ষা করে, তা সমাগত বলে। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম বা প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষা তার আর নেই। তার মনে হল চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনদীপ নিমেষে ও অনায়াসে নিভে যাবে।

এবং সে দেখল ক্রাসাসকে। সে দেখল এবং দেখে চিনতে পারল। তাদের পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় হল। রোমান সেনাপতি দাঁড়িয়েছিল মর্মর মূর্তির মত ঋজু ও স্থির। তার সাদা টোগার পাটে পাটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা। তার সুন্দর সুগঠিত রৌদ্রদগ্ধ মাথাটা যেন রোমের শক্তির, তার প্রতাপ ও গৌরবের প্রতীক।

"ক্রাসাস, তুমিও তাহলে এলে আমার মৃত্যু দেখতে।" গ্লাডিয়েটার ভাবল। "তুমি এসেছ শেষ গোলামের ক্রুশে মৃত্যু দেখতে। দেখ, একটা গোলাম মরছে আর মরার আগে সে দেখে যাচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীকে।"

তারপর গ্লাডিয়েটারের মনে পড়ে আরেকবার যখন সে ক্রাসাসকে দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে এল স্পার্টাকাস। মনে পড়ল স্পার্টাকাসের তখনকার অবস্থা। তারা জানত, আর কোনো আশা নেই, কিছু আর করার নেই, জানত সেই যুদ্ধই শেষ-যুদ্ধ। ভেরিনিয়ার কাছ থেকে স্পার্টাকাসের শেষ বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। স্পার্টাকাসের কাছে থাকার জন্যে ভেরিনিয়ার সে কী কাকুতি মিনতি,

পড়ল; যতটুকু শাক্ত ছিল তাও চলে গেল। গ্লাডিয়েটার মারা গেল।

ক্লাসাস ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না বুড়ীটা তার পাশে এসে দাঁড়ায়। বুড়ীটা বললে। "মারা গেছে।"

"জানি," ক্লাসাস জবাব দিল।

তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলল,—তোরণ পার হয়ে, কাপুয়ার রাজপথ ধরে।

১০

সে রাত্রে ক্লাসাস একাই নৈশভোজ সমাপন করল। যারা তার সঙ্গে দেখা করতে এল, কারও সঙ্গে দেখা করল না। পরিচারকদের নজরে পড়ে তার এই বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব। প্রায়ই তার এরকম ভাবান্তর ঘটে এবং পরিচারকদের তা জানা আছে। সাবধানে পা টিপে টিপে তারা চলাফেরা করতে থাকে। আহারের আগেই এক বোতল সুরার অধিকাংশ শেষ হয়ে গেল; আহারের সঙ্গে আরেক বোতল এবং আহার শেষে মিশর থেকে আমদানি সেখানকার খেজুররসের অত্যন্ত কড়া আরেক বোতল সুরা নিয়ে বসল। ভারাক্রান্ত মনে একা পান করতে করতে সে অত্যধিক মাতাল হয়ে পড়ল, এই মত্ততায় মিশে রইল নৈরাশ্য ও ধিক্কার। তখন সে কোনক্রমে হাঁটতে পারছে, টলতে টলতে তার শয়নকক্ষে গিয়ে পেঁাছোল এবং পরিচারকদের সাহায্যে সেই রাত্রের মত শয্যাগ্রহণ করল।

মোটামুটি তার ঘুমটা বেশ ভালো ও গভীর হয়েছিল। সকালে শরীরটা ঝরঝরে বোধ করল; তার মাথা ধরাও নেই এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এমন দুঃস্বপ্নের কথাও তার মনে নেই। দিনে দুবার স্নান করা তার নিয়মিত অভ্যাস, একবার ঘুম থেকে উঠেই, আরেকবার সন্ধ্যের দিকে নৈশভোজের আগে। অনেক ধনী রোমানদের মত রাজনৈতিক স্বার্থে সে-ও সপ্তাহে অন্তত দু'বার সাধারণ স্নানাগারে হাজিরা দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের থেকে রাজনীতিই সে-ক্ষেত্রে প্রধান। এমন কি কাপুয়াতেও তার নিজস্ব একটি সুন্দর স্নানাগার ছিল, তাতে টালির তৈরী বারো বর্গফুট এক জলাধার মেঝের সমান করে মাটির নীচে গাঁথা। এই জলাধারে ঠাণ্ডা ও গরমজল সরবরাহের ছিল অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা। যেখানেই সে থাকুক না কেন, তার জন্যে স্নানের ভালোমত ব্যবস্থা থাকা চাই-ই এবং যখন সে বাড়ি তৈরী করল তাতে জল সরবরাহের জন্যে নল লাগানো হল পিতলের ও রুপোর, কারণ তাতে মরচে ধরবে না।

স্নানের পর নাপিত ক্ষৌরী করে দিল। দিনের এই সময়টা তার ভালো লাগে। তার ভালো লাগে গণ্ডদেশে শাণিত ক্ষুরের কাছে এই আত্মসমর্পণ এবং তার ফলে বিপদ ও বিশ্বাস মেশানো শিশুর মত মনের অবস্থা। তার

দর্শকদের মনে হল শত শত লোক কাজ করছে। বেঁটেখাটো বাদামি রঙের লোকগুলো, দাড়িগোঁফে মুখ ভর্তি, অনেকেরই অঙ্গে একটু কটিবাস ছাড়া আর কিছু নেই; ভাঁটিগুলোয় লক্ষ্য রাখছে, বিরাট বিরাট উনুনগুলোয় খোঁচা দিয়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ করছে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের ছাল বা ফলের খোসাগুলো কুচি কুচি করে কাটছে। অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপোর চুঙ্গীতে আতর ভরছে; চামচ দিয়ে এই মূল্যবান পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা ঢালছে, আর প্রতিটি চুঙ্গীর মুখ গরম মোম দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। আরো কয়েকজন ফলের খোসা ছাড়াচ্ছে এবং সাদা সাদা শূকর চর্বির ফালি টুকরো টুকরো করছে।

এখানকার কর্মকর্তা এক রোমান। ক্লাসাস তাকে শুধু আভেলাস বলেই পরিচয় করিয়ে দিল, মর্যাদাজ্ঞাপক অন্য নাম তার নেই। আভেলাস সেনাপতিকে ও তার অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল। সে অভ্যর্থনায় পদলেহিতা লোলুপতা ও সতর্কতা সবই মেশানো ছিল। ক্লাসাসের কাছ থেকে কয়েকটি মুদ্রা বখশিস পেয়ে সে সবাইকে খুশী করার জন্যে আরো বেশী ব্যগ্র হয়ে উঠল এবং একধার থেকে আরেকধারে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাতে লাগল। মজুররা তাদের কাজ করেই চলল। তাদের মুখগুলো কঠিন, দৃঢ়সংবদ্ধ ও বিরক্তিমিশ্রিত। যখন তারা আড়চোখে দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে তাদের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। ওখানকার সব জিনিসের মধ্যে মজুররা কেইয়াস হেলেনা ও ক্লডিয়াকে সবচেয়ে বিস্মিত করল। তারা এর আগে এ রকম লোক কখনো দেখেনি। এরা কি রকম যেন অন্য রকম। এদের দেখলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। এরা গোলামও নয়। রোমানও নয়। ইটালীর এখানে ওখানে এক আধ টুকরো জমি আঁকড়ে যে চাষীরা সংখ্যায় কমে কমে এখনো টিঁকে আছে, এরা তাদের মতও নয়। এরা অন্যধরণের লোক এবং এদের অনন্যতা অস্বস্তিকর।

ক্লাসাস বুঝিয়ে বলে, "এই কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্রাবন। এর জন্যে আমরা মিশরীয়দের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা কিন্তু পরিস্রুত করার এই কার্যপ্রণালী ব্যাপক উৎপাদনের ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারেনি। কোনো কিছু ব্যবস্থাবদ্ধ করতে হলে রোম ছাড়া গতি নেই।"

"কিন্তু এর থেকে অন্য রকম কিছু ছিল কি?" কেইয়াস জিজ্ঞাসা করে।

"ছিল বৈকি। পুরাকালে সুগন্ধীর জন্যে মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হত। তাও মাত্র কটি, কুন্দুরু, গন্ধবোল এবং স্বভাবতই কর্পূর। এই সবগুলোই ধূনো জাতীয় পদার্থ এবং গাছের ছাল থেকে আঠার আকারে বের হয়। শুনেছি পূর্ব দেশে লোকেরা এই সব গাছের চাষ করে। তারা গাছের ছালে কোপ দিয়ে রাখে তারপরে আঠাটা নিয়মিত ফসলের মত সংগ্রহ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সব সুগন্ধী ধূপের মত জ্বালানো হত। তারপর

মিশরীয়রা ভাঁটি আবিষ্কার করল, তার থেকে আমরা শুধু মদ আর মাতলামির রসদই পাই না, আতরও পাই।"

সে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল খোসা ইত্যাদি কাটবার টেবিলে। সেখানে একজন মজুর লেবুর খোসা কাগজের মত পাতলা করে চিরছিল। ক্লাসাস সেই চেরা খোসার একটা টুকরো আলোর দিকে ধরল।

"যদি ভালো করে লক্ষ্য কর, তেলের ছোট ছোট কোষগুলো দেখতে পাবে। আর, খোসার কী সুগন্ধ নিশ্চয় তোমরা জানো। মূল্যবান নির্যাস আসে এইখান থেকে। এ শুধু লেবুর বেলাতেই নয়, হাজার রকমের ফল ও গাছের ছালের বেলাতেও তাই। এবারে আমার সঙ্গে এস—"

সে তাদের একটা উনুনের পাশে নিয়ে গেল। সেখানে প্রকাণ্ড একটা পাত্রে খোসার টুকরোগুলো পাক করার ব্যবস্থা হচ্ছে। পাত্রটা উনুনের উপর চাপানোর পরই একটা ধাতব ঢাকনা দিয়ে তার মুখটা এঁটে দেওয়া হল। সেই ঢাকনিটা থেকে তামার নল বেরিয়ে এসেছে। নলটা পাকু খেতে খেতে চলে গেছে একটা জলের ঝারির নিচে। নলের অপর প্রান্তটি আরেকটি পাত্রে প্রবিষ্ট।

"এইটে হচ্ছে ভাঁটি," ক্লাসাস বুঝিয়ে বলে। "গাছের ছাল পাতা ফলের খোসা যাই হোক, আমরা এগুলোকে ফোটাতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না তেলকোষগুলো ফেটে যায়। তারপরে ভাপে ভাপে তা উঠে আসতে থাকে, জলের ঝাপটা দিয়ে এই ভাপটাকে আমরা তরল করি।" সে তাদের আরেকটা উনুনের ধারে নিয়ে গেল। সেখানে ভাঁটি থেকে ভাপ বের হচ্ছে। "দেখছ, জলটাও বাষ্প হয়ে উঠে আসছে। এই যখন একপাত্র হবে, আমরা সেটা ঠাণ্ডা করব। তখন তেলটা উপরে উঠে আসবে। তেলই নির্যাস। খুব সাবধানে সেটাকে আলাদা করে ওই রুপোর চুঙ্গীগুলোতে পুরে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেটা পড়ে থাকে তা হচ্ছে সুন্দর সুগন্ধী খানিকটা জল, ইদানীং সকালের পানীয় হিসেবে এটার খুব চাহিদা বাড়ছে।"

"আপনি বলতে চান ওইটে আমরা পান করি,' ক্লডিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"প্রায় তাই। এর সঙ্গে পরিস্রুত জল কিছুটা মেশানো হয়, কিন্তু আমি বলছি জলটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তেলগুলো যেমন গন্ধের জন্যে নানা পরিমাপে নানাভাবে মেশানো হয়, এই জলগুলোয় তেমনি মেশানো হয়, স্বাদের জন্যে। এখন যেমন আছে, এই অবস্থায় প্রসাধনের জন্যে এটা ব্যবহার হয়।"

তার নজরে পড়ল হেলেনা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। হেলেনাকে তাই জিজ্ঞাসা করল, "ভাবছ, আমি সত্যি কথা বলছি না?"

"না-না। আমি শুধু এত পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। জীবনের সেই

যুদ্ধটা ছিল প্রয়োজন, তাদের তুলনায় গোলামদের তবু কিছু ছিল। তা সত্ত্বেও গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিল। এর চেয়ে আরো দূরে যাওয়া যায়। যে চাষীরা সৈনিক হয়ে গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিল, তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ, বাগিচা পত্তনের ফলে তারা জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। গোলামি বাগিচা তাদের ভূমিহীন সর্বহারার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে; অথচ এই বাগিচাকে বহাল রাখার জন্যেই তারা মরল। এর থেকেই বলতে ইচ্ছে করে, সমস্ত ব্যাপারটার মূলে রয়ে গেছে প্রকাণ্ড একটা অসঙ্গতি। কারণ, ভেবে দেখুন সিসেরো, গোলামরা জিতলে আমাদের বীর রোমান সৈনিকদের ক্ষতি ছিল কী? বাস্তবিকপক্ষে গোলামরা তাদের ঠেলতে পারত না। কারণ জমি চাষ করতে তারাই যথেষ্ট নয়। সবার ভাগে প্রচুর জমি জুটত এবং আমাদের সৈনিকদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যা—একটা ছোট বাড়ি ও সেই সঙ্গে এক ফালি জমি—স্বচ্ছন্দে তারা পেয়ে যেত। এতৎসত্ত্বেও তারা তাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করতে ধেয়ে গেল, যাতে আমার মত একটা মোটা বুড়োকে গদিওয়ালা শিবিকায় চাপিয়ে ষোলটা গোলাম কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমি যা বললাম তার সত্যতা কি অস্বীকার করেন?"

"আমি মনে করি, আপনি যা বললেন তা যদি ফোরামে দাঁড়িয়ে সাধারণ কেউ চিৎকার করে বলত, তাকে আমরা ক্রুশে বিঁধিয়ে মারতাম।"

গ্রাকাস হাসতে হাসতে বলল, "সিসেরো, সিসেরো, আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? ক্রুশে বিঁধিয়ে মারার পক্ষে আমি বড় বেশী ভারি, মোটা আর বুড়ো। আচ্ছা, সত্যি কথা শুনতে এত ভয় পান কেন? অন্যের কাছে মিথ্যে বলার প্রয়োজন আছে, জানি। নিজেরাও কি তাই বলে মিথ্যায় বিশ্বাস করব?"

"যদি তাই বলেন তবে তাই। মূল প্রশ্নটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, একজন কি ঠিক আরেকজনের মত, মানুষে মানুষে কি কোনো পার্থক্য থাকে না? আপনার ক্ষুদ্র বক্তৃতার মধ্যে ওইখানেই একটু গলদ রয়ে গেছে। আপনি ধরে নিয়েছেন খোসার শুঁটির মত সব মানুষই এক ছাঁচে গড়া। আমি তা মানি না। উন্নত মেধার একদল মানুষ থাকে,—তাদের স্তর সাধারণের থেকে উঁচুতে। বিধাতার আশীর্বাদে না পরিবেশের প্রভাবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ওইরকম, বিচার্য বিষয় সেটা নয়। কিন্তু শাসন করার দায়িত্ব পালনে তারাই উপযুক্ত এবং উপযুক্ত বলেই শাসন কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে থাকে। আর বাকি সবাই যেহেতু গড্ডলিকার মত, গড্ডলিকার মত তারা ব্যবহারও করে থাকে। দেখছেন, আপনি যা পেশ করলেন তা আপনার মনোমত হতে পারে। কিন্তু তা বোঝানো সহজ নয়। সমাজের একটা ছবি আপনি ফুটিয়ে তুললেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা যদি আপনার ছবির মতই অযৌক্তিক হত, সমাজের সমস্ত কাঠামোটা একদিনেই ধ্বসে পড়ত। আপনি যেটুকু বোঝাতে পারলেন না তা হচ্ছে এই, এই অযৌক্তিক হেঁয়ালিটা

কিসের জোরে আজ পর্যন্ত টিঁকে রয়েছে।"

"আমি বোঝাতে পারি," গ্রাকাস মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। "আমিই এটাকে টিঁকিয়ে রেখেছি।"

"আপনি? আপনার একক শক্তিতে?"

"সিসেরো, আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আমি একটা গাড়ল? দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আমি বেঁচে আছি। এবং এখনো পর্যন্ত আমার উচ্চাসনে আমি অটল। আপনি আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ কী? রাজনীতিজ্ঞ এই টলমলে বাড়িটাকে মজবুত রাখার একটা আস্তর। বিত্তবান নিজে এ কাজ করতে পারে না। প্রথম কারণ, সে ভাবে আপনার মত এবং রোমান নাগরিকরা স্বভাবতই শুনতে চায় না তারা গড্ডলিকা ছাড়া কিছু নয়। তারা যে গড্ডলিকা নয়, কোনো একদিন আপনি তা জানতে পারবেন। দ্বিতীয় কারণ, নাগরিকদের সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। তার ওপর ভার দেওয়া হলে এ কাঠামো একদিনেই ভেঙে পড়বে। তাই সে আমাদের মত লোকের শরণাপন্ন হয়। আমাদের বাদ দিয়ে সে বাঁচতেই পারে না। অযৌক্তিককে আমরাই যুক্তিযুক্ত করে তুলি। আমরা সাধারণ লোককে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই বড়লোকদের জন্যে জীবনদান করার মত পুণ্য আর কিছুতে নেই। আমরা বড়লোকদের বুঝিয়ে বলি, তারা তাদের অর্থের কিছুটা ছেড়ে দিক, তাহলে বাকিটা বজায় রাখতে পারবে। আমরা ভেল্কি-বাজি করি। যা ভেল্কি দেখাই তার মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমরা জনসাধারণকে বলি তোমরাই শক্তি। রোমের সব গৌরব সব ক্ষমতার মূলে রয়েছে তোমাদের দেওয়া ভোট। দুনিয়ায় একমাত্র স্বাধীন গণশক্তি তোমরাই। তোমাদের স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান, তোমাদের সভ্যতার চেয়ে প্রশংসনীয় আর কিছু নেই। আর তা তোমাদেরই করায়ত্ত; তোমরা সর্বশক্তিমান। তখন তারা আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়। আমরা হারলে তারা কাঁদে। আমরা জিতলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে। এবং নিজেরা গোলাম নয় বলে তারা গর্ব বোধ করে এবং নিজেদের উচ্চস্তরের জীব বলে মনে করে। যত নিচেই তারা নামুক না, যদি তাদের নর্দমায় মাথা গুঁজে থাকতে হয়, যদি তাদের দিন কাটাতে হয় ঘোড়দৌড়ের ও এরেনার সাধারণ আসনে বসে, যদি জন্মসাথেই নিজস্ব সন্তানদের গলাটিপে তাদের হত্যা করতে হয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যদি তাদের রাষ্ট্রের খয়রাতির ওপর টিঁকে থাকতে হয় ও একদিনের জন্যেও কাজ করার সুযোগ না পায়, তাসত্ত্বেও তারা গোলাম নয়। তারা সমাজের আবর্জনা কন্তু যখনই তারা একটা গোলামকে দেখে তাদের অহংবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শক্তির দম্ভে তাদের আর মাটিতে পা পড়ে না। তখন তারা বোঝে তারা রোমান নাগরিক, সারা জগতের ঈর্ষার পাত্র। সিসেরো, এই অদ্ভুত শিল্পকলা আমারই আয়ত্তে। অতএব রাজনীতিকে হেয়জ্ঞান করবেন না।"

পরিচায়ক। মরা মুরগীর বাচ্চার মত বাঁদীদের সার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

গ্রাকাস ভেবে পায় না এত বিদ্বেষ কিসের জন্য? কেন এত ভীষণ এত হিংস্র বিদ্বেষ? এর একমাত্র কারণ হতে পারে, এই বাঁদীদের প্রত্যেকটি ছিল ওডিসিউসের শয্যাসঙ্গিনী। এই সম্ভাবনার কথা গ্রাকাসের প্রায়ই মনে হত। ওডিসিউসের গৃহস্থালীতে মোট পঞ্চাশটা বাঁদী ছিল, অতএব ইথাকার ধার্মিক-শ্রেষ্ঠকে পঞ্চাশটি উপপত্নী সেবা করত। এবং এরই জন্যে ধৈর্যশীলা দেনিলোপিয়ার কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা!

আর সে, গ্রাকাস নিজেও তাই করে,—অনেক বেশী সভ্য বলেই পরপুরুষা-সঙ্গ দোষে সম্ভবত তাদের হত্যা করে না, কিংবা হয়ত সে-বিষয়ে সে নিরুৎসুক, কিন্তু বাঁদীদের সঙ্গে তার সম্পর্কে কোনো প্রভেদ নেই। তার এই দীর্ঘ জীবনে নারীর সত্তা সম্পর্কে কোনোদিনই সে গভীরভাবে মাথা ঘামায়নি। সিসেরোকে সে বড়াই করে বলেছিল, কোনো বিষয়ে আসল সত্য স্বীকার করতে সে ভয় পায় না—কিন্তু যে জগতে সে বাস করছে সেই জগতের নারীকুলের সত্যরূপটা দেখতেও তার সাহসে কুলোয়নি। এখন, এতদিন পরে—বাস্তবিক চমৎকার এ রসিকতা,—সে পেয়েছে এমন এক নারীকে যে অন্তত মানবেতর নয়। মুশ্‌কিল হচ্ছে এখনো সে নারীকে খুঁজে বার করা বাকি আছে।

একজন দাসী দরজায় টকটক করে শব্দ করল এবং গ্রাকাসের সাড়া পেয়ে বলল নিমন্ত্রিত অতিথি এসেছেন।

"আমি এখনি আসছি। লোকটির আরামের ব্যবস্থা কর। নোংরা অপরিচ্ছন্ন বলে ওকে দেখে কেউ নাক সিঁটকোলে তাকে আমি চাবকিয়ে আস্ত রাখব না। ওর হাতমুখ ধোবার জন্যে গরম জল দিবি। তারপর পরবার জন্যে একটা পাতলা আলখাল্লা দিবি। ওর নাম ফ্লাভিয়াস মারকাস। ওর নাম ধরে সসম্মানে ডাকবি।"

হুকুমমত সবই করা হয়েছিল, কারণ গ্রাকাস যখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করল, প্রথম ক্রুশের কাছে চাঁদোয়ার নিচেকার সেই মোটা লোকটা তখন একটা কৌচে আরাম করে বসে রয়েছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছাড়া তাকে বেশ পরিষ্কার ও ভদ্র বলেই মনে হচ্ছিল। গ্রাকাস প্রবেশ করতেই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, "এ সবের সঙ্গে যদি দাড়িটা কামাবার ব্যবস্থা করে দিতে—?"

"ফ্লাভিয়াস, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। আর দেরী না করে এবারে বোধহয় খেতে বসা উচিত। রাতটা তুমি এখানেই থেকে যেতে পারো। কাল সকালে আমার নাপিত তোমার দাড়ি কামিয়ে দেবে। সারারাত ভালোভাবে বিশ্রাম কর, তারপর স্নান সেরে দাড়ি কামিও,—তাতে ভালোই লাগবে। একটা পরিষ্কার মেরজাই ও ভালো দেখে একজোড়া জুতো দিয়ে দেব। আমাদের দুজনের মাপ প্রায় একই রকম, আমার জামাকাপড় তোমার মানানসই হবে।"

দেবে কি? দাও না, ভাই।" পাত্রে মদ ঢালা হল। ফ্লাভিয়াস কৌচে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে তার অধুনা মনিবকে অনুধাবন করতে করতে তাতে একটু একটু চুমুক দিতে লাগল। "আমার কিছু কিছু দক্ষতা আছে। তাই না গ্রাকাস?"

"নিশ্চয়।"

"তা সত্ত্বেও আমি গরীবই রয়ে গেলাম। আমার কিছুই হল না। গ্রাকাস, এখান থেকে চলে যাবার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? ইচ্ছে না থাকলে উত্তর দিও না। কিন্তু রাগ করবে না।"

"কী কথা।"

"গ্রাকাস, কেন তুমি এই মেয়েটাকে চাইছ?"

"আমি চটি নি। তবে আমার মনে হয় আমাদের দুজনারই এবার শোবার সময় হয়েছে। তুমিও আর তরুণ নও, আমিও নই।"

৩

কিন্তু সে যুগে পৃথিবীটা এ কালের মত বড়ও ছিল না, জটিলও ছিল না। তাই নির্ধারিত তিনসপ্তাহের আগেই ফ্লাভিয়াস গ্রাকাসের বাড়িতে এসে হাজির হল এবং তাকে জানিয়ে দিল সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে। লোকে বলে টাকার ওপরটা নরম এবং যারা তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদেরও তা মসৃণ করে তোলে। ফ্লাভিয়াস আর সে-ফ্লাভিয়াস নেই। সে এখন সুসজ্জিত, তার দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, আত্মগর্বে গর্বিত যেহেতু একটা কঠিন কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছে। সে গ্রাকাসের সঙ্গে একসাথে একপাত্র মদ নিয়ে বসে রয়েসয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলেছে আর গ্রাকাস তার অধৈর্য চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

ফ্লাভিয়াস বলে চলেছে, "আমি শুরু করলাম সেইসব সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে যারা বাঁদীদের ভাগে পেয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা একটা দুরূহ ব্যাপার। ভেবে দেখলাম ভেরিনিয়া যদি দেখতে সুন্দর হয় আর তার দেহের গঠন মজবুত হয়, তবে প্রথম দলেই তাকে বাছাই করা হয়েছিল। জানো তো, বাঁদীদের আত্মসাৎ করার ব্যাপারটাই বেআইনী। অতএব, এ ব্যাপারে যে পাঁচ ছ'শ সামরিক কর্মচারী লিপ্ত ছিল তাদের মধ্যে কম লোকই যে মুখ খুলতে চাইবে, তা তো স্বাভাবিক। এ হেন অবস্থায়, বুঝতেই পারছ, কাজটা সহজ ছিল না। যাক, আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল। লোকেরা ভোলেনি। গোলামরা হেরে গেছে, এ খবরটা যখন পৌঁছোয়, ভেরিনিয়ার তখন প্রসব বেদনা উঠেছে। লোকেদের মনে আছে এই মেয়েটাকে তার সদ্যোজাত সন্তানের কাছছাড়া করা যায়নি। তারা জানত না সে-ই স্পার্টাকাসের স্ত্রী.

রোমের খাদ্যসম্ভার। নানারকমের পনীর, কোনটা তাল করা, কোনটা গোলাকার বা চতুস্কোণ, কোনোটা কালো বা লাল বা সাদা। কোথাও বা ঝুলছে ধোঁয়ায় সেঁকা মাছ বা রাজহাঁস, জবাই করা শূকর, গোরুর পাঁজরা, কচি ভেড়া, পিপেয় ভরা নোনা বাইন ও হেরিং মাছ; কোথাও বা পিপে ভর্তি চাটনি, তার উগ্র ও উপাদেয় গন্ধে বাতাস ভরপুর। এখানে রয়েছে সেবাইন পাহাড় ও পিকেনুম থেকে আনা কলসী কলসী তেল, গলদেশীয় চমৎকার শূকরমাংস, সর্বত্র আলম্বিত ভোজ্যজন্তুর পাকস্থলীর অংশ, এবং ক্ষুদ্রান্ত্র বোঝাই বড় বড় কাঠের পাত্র।

সবজীর সারির সামনে সে একটু অপেক্ষা করল। এমন দিন ছিল এবং সেদিনের কথা এখনো তার মনে আছে যখন আশেপাশে কুড়িমাইল অঞ্চলে প্রতিটি চাষী নিজের নিজের সবজীর বাগান থেকে হরেক রকমের সবজী বাজারে আনত আর সারা রোম তাই খেয়ে বাঁচত। কিন্তু এখন বাগিচাপ্রথার ফলে কেবলমাত্র সেই ফসলের চাষ হয় নগদমূল্যে যা বিক্রয় সম্ভব, তা সে যবই হোক, গমই হোক। তার ফলে সবজীর দাম এত চড়ে গেছে যে শাসক সম্প্রদায় ছাড়া তা আর সবার নাগালের বাইরে। তা সত্ত্বেও স্তূপাকার করা রয়েছে মূলো, শালগম, চার-পাঁচ রকমের শাক, মুগ, কলাই, কপি, স্কোয়াশ, ফুটি, তরমুজ, বরবটি, রকমারি ব্যাঙের ছাতা ও আরো অজস্র রকমের সবজী। এইসঙ্গেই রয়েছে নানারকমের ফল, স্তূপাকার করা আফ্রিকার লেবু, রসে ভরপুর হলদে ও লাল রঙের দালিম, বেদানা, আপেল, নেসপাতি, ডুমুর, আরবের খেজুর, মিশরের আঙুর ও তরমুজ।

"শুধু তাকিয়ে দেখতেই কী ভালো লাগে!" গ্রাকাস ভাবে।

শহরের ইহুদী পল্লীটার ধার ঘেঁষে সে হাঁটতে হাঁটতে চলল। রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তাকে মাঝে মাঝে ইহুদীদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। কী অদ্ভুত জাত এই ইহুদীরা—এতদিন রোমে রয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিজেদের ভাষা ছাড়েনি। এখনো নিজেদের দেবতার পূজো করে, এখনো দাড়ি রাখে, এবং কি শীত কি গ্রীষ্ম নিজেদের ডোরাকাটা ওই লম্বা আলখাল্লাগুলো সর্বদা ওদের পরনে। কেউ তাদের খেলার জায়গায় বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে কখনো দেখেনি; আদালতেও কেউ তাদের দেখে না। নিজেদের মহল্লায় ছাড়া তাদের দেখা পাওয়াই ভার। বিনয়ী, আত্মস্বতন্ত্র ও গর্বিত,—ওদের দেখে গ্রাকাসের প্রায় মনে হত, "যথা সময়ে ওরা রোম থেকে এত রক্ত শুষে নেবে যে কারথেজও তা পারেনি।"

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা বড় শড়কে এসে পড়ল এবং ঠিক সেই সময়ে একদল নগর কোহর্ট সামরিক কায়দায় তূরীভেরী বাজিয়ে চলেছে। রাস্তার পাশে সে একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যথারীতি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাদের পেছনে পেছনে দৌড়োচ্ছে। সে রাস্তার এধার ওধার একবার

ক্রাসাস তার খাবারের পাত্রটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেরিনিয়ার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইল। মদের পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলে আবার তা পূর্ণ করল। তারপর হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে গেলাসটাকে ঘরের অপরদিকে ছুঁড়ে দিল। কোনোক্রমে আত্মসংবরণ করে এবারে সে কথা কইল।

"কেন আমায় এত ঘৃণা কর?"

"আপনাকে কি ভালোবাসব, ক্রাসাস?"

"হাঁ, বাসবে। তার কারণ স্পার্টাকাস তোমাকে যা কিছু দিয়েছে তার থেকে আমি অনেক বেশী দিয়েছি।"

"আপনি দেন নি," ভেরিনিয়া বলল।

"কেন? কেন দিইনি? সে কী? সে কি দেবতা ছিল?"

"না, সে দেবতা ছিল না," ভেরিনিয়া বলল। "সে ছিল সাধারণ মানুষ। সহজ সাধারণ মানুষ। সে ছিল গোলাম। আপনি কি জানেন না, গোলাম হওয়ার কী মানে? সারাজীবন তো গোলামদের মধ্যে কাটিয়েছেন।"

"তা হলে গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো এক চাষীর হাতে যদি তোমাকে সঁপে দিতাম, তুমি পারতে তার সঙ্গে বাস করতে, তাকে ভালোবাসতে?"

"শুধু স্পার্টাকাসকেই আমি ভালোবাসতে পারি। অন্য কোনো পুরুষকে কখনো আমি ভালোবাসিনি। কখনো বাসবও না। কিন্তু ক্ষেত-গোলামের সঙ্গে আমি থাকতে পারতাম। স্পার্টাকাসের সঙ্গে তার কিছুটা মিল থাকত, যদিও স্পার্টাকাস ক্ষেত-গোলাম ছিল না, সে ছিল খনির গোলাম,—সে শুধু তাই ছিল। আপনি ভাবেন আমি বড় সরল, সাদাসিধে; সত্যিই আমি তাই। আমি বোকাও। সময় সময় আমি বুঝতেই পারি না, আপনি কী বলেন। কিন্তু স্পার্টাকাস ছিল আমার থেকেও সরল। আপনার কাছে সে তো শিশু। সে ছিল নিষ্পাপ।"

"নিষ্পাপ? মানে তুমি কী বলতে চাও?" ক্রাসাস নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞাসা করে। "তোমার কাছ থেকে এমনি অনেক আবোল তাবোল কথা শুনেছি। স্পার্টাকাস কী ছিল জানো! সে ছিল সমাজের শত্রু। বিধি-বিধানের শাসন সে মানত না। আগে ছিল পেশাদার কশাই। পরে হল খুনী ডাকাত। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু রুচিসম্মত, যা কিছু ভালো রোম গড়ে তুলেছে, সে সব কিছু নস্যাৎ করতে চেয়েছে। রোম সারা পৃথিবীতে শান্তি এনেছে, সভ্যতা এনেছে, আর এই গোলামের বাচ্চা জেনেছে শুধু ধ্বংস করতে, জ্বালিয়ে দিতে। গোলামেরা জানত না, বুঝত না সভ্যতা কী, আর তার ফলে কত বাড়ি কত ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তারা কী করেছে? যে চার বছর ধরে তারা রোমের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে তার মধ্যে তারা কী গড়ে তুলতে পেরেছে? গোলামেরা বিদ্রোহ করেছিল বলে কত হাজার লোক মারা পড়ল! এই গোলামের বাচ্চা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল,—সে-স্বাধীনতা

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে," ক্রাসাস বলে ওঠে। "দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে! জাহান্নমে যাও!"

৬

গ্রাকাস আবার ফ্লাভিয়াসকে ডেকে পাঠাল। দুজনে একই ভাগ্যতরীর যাত্রী। মেদবহুল এই দুই বয়স্ক ব্যক্তিকে এখন যেন আরো বেশী সহোদর ভাই বলে মনে হচ্ছে। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। চাহনি দেখে বোঝা যায় একের কাছে অপরের কিছুই অবিদিত নেই। ফ্লাভিয়াসের দুঃখময় জীবনের কথা গ্রাকাস জানে। জীবনযুদ্ধে যারা জয়ী হয়েছে ফ্লাভিয়াস সর্বদা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কখনো সার্থক হয়নি। তাদের অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত হুবহু সে তুলে নিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই সে হতে পারেনি। ছলনাও নয়, ছলনার অনুকরণ মাত্র। ফ্লাভিয়াস গ্রাকাসের দিকে তাকিয়ে দেখল আগেকার গ্রাকাস আর নেই, চিরতরে লুপ্ত হয়েছে, আর তার ফিরে আসার পথ নেই। সে শুধু অনুমান করতে পারছে গ্রাকাস কী দুর্বিপাকে পড়েছে। তবে, অনুমানই যথেষ্ট। এই ব্যক্তিকে সে পেয়েছিল তার রক্ষাকর্তা হিসেবে, এখন তার রক্ষাকর্তা নিজেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। গ্রাকাসের কপালে এ-ও ছিল—থাকে যদি থাক!

"তুমি কী চাও?" ফ্লাভিয়াস জিজ্ঞাসা করল। "আবার আমায় বকতে লেগ না। ভেরিনিয়াকে তো? জানতে চাও তো শোন, খবরটা পাকাপাকি আমি জেনে এসেছি। স্পার্টাকাসের স্ত্রী ওখানেই আছে। এবারে আমাকে কী করতে বল?"

"তুমি কিসের ভয় করছ?" গ্রাকাস জানতে চায়। "যাদের কাছ থেকে উপকার পাই তাদের সঙ্গে কথার খেলাপ করি না। তবে তোমার ভয় কিসের?"

"ভয় তোমাকে," ফ্লাভিয়াস বিষণ্ণভাবে বলে। "তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই ভেবে ভয় পাচ্ছি। ইচ্ছে করলেই তুমি নগর কোহর্টদের তলব করতে পারতে। তাছাড়া গুণ্ডা আর ফোড়ের দল তোমার হাতে যথেষ্ট রয়েছে; চাই কি, পাড়া কে পাড়া ঝেঁটিয়ে তোমার কাজের জন্যে তুমি লোক জড় করতে পার। তাই কর না? আমার মত একটা বুড়ো হাবড়াকে কেন যে এ কাজে লাগাচ্ছ, বুঝি না। তাই বা বলি কি করে। সস্তার ফোড়ে ছাড়া কখনোই তো আমার ভাগ্যে আর কিছু হওয়া হয়ে উঠল না। কেন তোমার বন্ধুদের কাছে যাচ্ছ না?"

"যেতে পারি না," গ্রাকাস বলল। "এ ব্যাপারে তা পারি না।"

"মনে হয় সে তার ছেলেকেও আনতে চাইবে। ভালোই হবে। এখানে ছেলেটা যাতে আরামে থাকে তার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।"

"বেশ।"

"বিশ লক্ষ সেস্টারসিস তুমি অগ্রিম চাও, তাই না?"

"কি করব বল, আমাকে বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে," ফ্লাভিয়াস বিষণ্ণভাবে বলল।

"বেশ তো, এখনি নিতে পার। টাকা এখানেই রয়েছে। নগদও নিতে পার। কিংবা আলেকজেন্দ্রিয়ায় আমার মহাজনদের কাছে হুণ্ডীও নিতে পার।"

"আমি নগদই নেব," ফ্লাভিয়াস বলল।

"তাই ভালো—মনে হয় ঠিকই করলে। কিন্তু ফ্লাভিয়াস, আমার ওপর টেক্কা দিতে যেও না। যদি দাও, খুঁজে আমি বার করবই।"

"মরুক গে যাক। গ্রাকাস, আমার কথার দাম তোমার চেয়ে কম নয়।"

"খুব ভালো।"

"কেবল আমি জানতে পারলাম না, কেন তুমি এ কাজ করছ? বাস্তবিক যত দেবতা আছে সবার নামে দিব্যি গেলে বলছি, কেন যে তুমি এ কাজ করছ, আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। যদি ভেবে থাকো, ক্রাসাস মাথা পেতে মেনে নেবে, তাহলে তাকে চেনোনি।"

"ক্রাসাসকে আমি চিনি।"

"তাহলে, কী আর বলব, গ্রাকাস, ভগবান তোমায় রক্ষে করুন। অন্য রকম ভাবতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু, কী করব, আমার ওই মনে আসছে।"

৭

ভেরিনিয়া স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে মহামহিম সেনেট তার বিচার করছে। সেখানে বসে রয়েছে সেনেটাররা, পৃথিবীর যারা একচ্ছত্র শাসক। তাদের জমকালো আসনে তারা উপবিষ্ট, সাদা টোগা তাদের অঙ্গে, এবং তাদের প্রত্যেকের মুখ অবিকল ক্রাসাসের মত, তেমনি দীর্ঘ, সুন্দর ও দৃঢ়বদ্ধ। তাদের সব কিছু, তাদের বসে থাকার ধরণ, গালে হাত দিয়ে সামনের দিকে নুয়ে বসা, তাদের মুখের ওই গাম্ভীর্য, ওই আসন্ন সংকটের আভাস, তাদের আত্মবিশ্বাস, তাদের দৃঢ়প্রত্যয়,—তাদের সব কিছু শক্তিসাকল্য বৃদ্ধি করছে। তারা মূর্তিমান শক্তি ও প্রতাপ, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে। খিলান করা প্রকাণ্ড সেনেট কক্ষে তারা বসে আছে তাদের শ্বেত মর্মর আসনে, তাদের দেখলেই ভয়ে রক্ত জল হয়ে আসে।

"তুমি কিন্তু আমার কাছে বসে থাকবে, ততক্ষণ আমি খাওয়াটা সেরে নিই। বোধহয় তুমিও সামান্য কিছু মুখে দেবে।"

"হাঁ, দেব।"

তারা ভোজনকক্ষে ফিরে এল। গ্রাকাস যেখানে বসল তার সমকোণে আরেকটি আসনে ভেরিনিয়া বসল। গ্রাকাস হেলান দিল না। সে বসে রইল প্রায় নিশ্চল হয়ে, ভেরিনিয়া থেকে তার চোখ সে সরাতে পারছে না। অভাবিত আকস্মিকতায় তার মনে হল, কোনো রকম আশঙ্কা বা অস্বস্তি তাকে পীড়িত করছে না, উপরন্তু, অভূতপূর্ব এক আনন্দে তার প্রাণমন ভরে উঠছে। পূর্ণ-পরিতৃপ্তির এ অপূর্ব আস্বাদ। তার অতীত জীবনে কখনো সে এই পরি-তৃপ্তি পায়নি। তার মনে হল জগতে কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। যা কিছু বেদনা, যা কিছু অসঙ্গতি সব লুপ্ত হয়ে গেল। তার প্রিয় নগরীর কোলে, তার নাগরিক নিকেতনে সে বসে রয়েছে এক প্রীতিসভায়, আর তার সামনে এই নারীর প্রতি তার উৎসারিত ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। যে জটিল কার্যকারণ সম্বন্ধসূত্রের ধারা বেয়ে তার সারা জীবনের প্রথম ও একক এই প্রেমের অর্ঘ স্পার্টাকাসের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল, তা অনুসরণ করার প্রয়াস থেকে সে ক্ষান্ত রইল। তার মনে হল, কারণটা সে বোঝে, কিন্তু অন্ত-র্লোক সন্ধান করে তা নির্দিষ্ট করার প্রবৃত্তি তার নেই।

সে কথা কইতে শুরু করে খাদ্যসম্পর্কে। "ক্রাসাসের বাড়িতে খাওয়ার যে ঘটা দেখে এসেছ, ভয় হচ্ছে, তার তুলনায় এখানকারটা খুব সাদাসিধে লাগবে। আমার যা খাদ্য, সচরাচর তা একটু মাছ মাংস আর কিছু ফল, কখনোসখনো হয়ত নতুন কিছু হল। আজ রাতে চিংড়ীমাছের মালাই হয়েছে, বেশ ভালো জিনিস। এর সঙ্গে আছে ভালো একটু সাদা মদ, তাও আমার চলে জল মিশিয়ে—"

তার কথায় ভেরিনিয়ার মন নেই, গ্রাকাসের অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ল। তাই সে প্রশ্ন করল। "আমরা রোমানরা যখন খাদ্য নিয়ে আলো-চনা করি। তুমি কিছুই বুঝতে পার না, তাই না?"

"না, আমি বুঝি না," ভেরিনিয়া মেনে নেয়।

"আমি বুঝতে পারি কেন। আমাদের জীবন যে কত শূন্যগর্ভ সে সম্পর্কে আমরা একটা কথাও বলি না। বলি না তার কারণ জীবনটা পূরণ করতেই আমরা সদাসর্বদা ব্যস্ত। অসভ্য বর্বরদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলোকে, যেমন খাওয়া, হাসা, পান করা, ভালোবাসা,—এগুলো আমরা ঠিক পূজাপার্বনের মত মেনে চলি। আমরা ক্ষুধার্ত হই না। ক্ষুধার কথা বলি বটে, কিন্তু ক্ষুধা কী তা জানি না। তৃষ্ণার কথা বলি কিন্তু কখনো তৃষ্ণার্ত হই না। ভালোবাসার কথা বলি অথচ ভালোবাসি না এবং বিকৃত ও অভিনব অসংখ্য উপায় বের করে বিকল্প কিছু একটা করার চেষ্টা করি। আমাদের জীবনে আনন্দের জায়গা দখল করে আছে আমোদ প্রমোদ, এবং প্রতিটি আমোদ যেই

এখন আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তুমি আমার সামনে বসে আছ বলেই আমার প্রিয়নগরীর সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আমি মিশে গেছি। কিন্তু এই রোমকে তুমি ঘৃণা কর। ভেবে অবাক হচ্ছি, কেন এই ঘৃণা? স্পার্টাকাস কি রোমকে ঘৃণা করত?"

"আপনি তো জানেন, সে রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, রোমও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল?"

"কিন্তু রোমকে ধূলিসাৎ করার পর রোমের বদলে কী সে গড়ে তুলত?"

"সে চেয়েছিল এমন এক জগত যেখানে গোলাম নেই, মনিব নেই, যেখানে সব মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করে। সে বলত রোমের যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, তাই আমরা নেব। আমরা নগর তৈরী করব কিন্তু তা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকবে না, সব মানুষ সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে। তখন আর যুদ্ধ হানাহানি থাকবে না। দুঃখকষ্টও থাকবে না।"

গ্রাকাস এবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ভেরিনিয়া কৌতূহলভরে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে, তার আর ভয় বলে কিছু নেই। বাহ্যিক কুশ্রীতা সত্ত্বেও মেদবহুল জরদ্‌গবের মত ওই লোকটার মধ্যে যে মানুষটা আছে ভেরিনিয়ার মনে হল সে বিশ্বাসের পাত্র। অদ্যাবধি ভেরিনিয়া যাদের দেখে এসেছে এ তাদের চেয়ে পৃথক। অন্তর্মুখী অদ্ভুত একটা সততা লোকটাকে ঘিরে আছে। লোকটার মধ্যে কী যেন আছে যা স্পার্টাকাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা যে কী, ভেরিনিয়া ঠিক করতে পারে না। বাইরের কিছুই নয়—এমন কি ভঙ্গীও নয়। ওর চিন্তার ধরণের মধ্যে খানিকটা মিল আছে; কোনো কোনো সময়ে, ক্বচিৎ কখনো—তার কথা বলার ধরণটা ঠিক স্পার্টাকাসের মত।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গ্রাকাস আবার কথা কইল. ভেরিনিয়ার আগের কথার সূত্র ধরে সে এমনভাবে মন্তব্য করল যেন এর মধ্যে একমুহূর্তও ফাঁক পড়েনি, যেন কথার পিঠে কথা কইছে।

"তাহলে এই ছিল স্পার্টাকাসের স্বপ্ন," সে বলল, "এমন একটা জগত সৃষ্টি করা যেখানে চাবুকও থাকবে না, চাবুক খাবারও কেউ থাকবে না,—যেখানে রাজপ্রাসাদও থাকবে না কুঁড়ে ঘরও থাকবে না। কে বলতে পারে, কী হবে। ভেরিনিয়া, তোমার ছেলের নাম কী রেখেছ?"

"স্পার্টাকাস। তাছাড়া আর কী নাম দিতে পারি?"

"ঠিকই করেছ, স্পার্টাকাস। সত্যিই তো—স্পার্টাকাস ছাড়া আর কী হবে! কীরকম শক্ত সমর্থ লম্বা চেহারা হবে ওর যখন ও বড় হয়ে উঠবে। কারও কাছে মাথা নোয়াবে না। তখন তুমি ওকে ওর বাবার কথা বলবে?"

"হাঁ, বলব।"

"কেমন করে বলবে? কেমন করে বোঝাবে? যে জগতে সে বড় হয়ে উঠবে সেখানে স্পার্টাকাসের মত আর কেউ তো থাকবে না। কেমন করে তুমি তাকে বোঝাবে কী তার বাবাকে শান্ত ও নিষ্পাপ করে তুলেছিল?"

চরিত রোমান পন্থায় তলোয়ারের ফলাটা ভেতরে চালিয়ে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি তার আছে কি না। কে বলতে পারে, হয়ত চর্বিটুকু কোনক্রমে ভেদ করতে পারবে, তারপরে তার আর সাহসে কুলোবে না, রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতে বিকটভাবে কাঁদতে কাঁদতে সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে থাকবে। হত্যাকাণ্ড শুরু করার পক্ষে জীবনের এ উপযুক্ত সময় বটে! সারা জীবনে সে কখনো কিছু বধ করেনি,—একটা মুরগীর ছানাও না।

তারপর সে বুঝল, ব্যাপারটার সঙ্গে সাহসের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত্যু-ভয় সে ক্বচিৎ পেয়েছে। দেবতাদের অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে শিশুকাল থেকে সে হেসেছে। বয়স বাড়তে তার স্ব-শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতবাদ সে সহজেই মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে ঈশ্বর নেই এবং মৃত্যুর পর জীবনেরও অস্তিত্ব নেই। সে যা করতে চায় তাতে সে মনস্থির করে ফেলেছে; একমাত্র ভয় আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তা সম্পন্ন করতে পারবে কিনা।

তার মনে যখন এইসব চিন্তা পাক খাচ্ছিল, নিশ্চয় তখন একটু ঝিমুনি-ভাব এসেছিল। বাইরের দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে সে জেগে উঠল।

"উঃ কী মেজাজ!" সে ভাবল। "ক্রাসাস, কী মেজাজ তোমার! যুক্তি-সঙ্গত ঘৃণা! তাই না? এই বুড়ো হাবড়া গাড়লটা কিনা তোমাকে পুতুলের মত নাচিয়ে যুদ্ধে জেতা অমন দামী জিনিসটা বাগিয়ে নিল! কিন্তু ক্রাসাস, তুমি তাকে ভালোবাসতে না। তুমি চেয়েছিলে স্পার্টাকাস্‌কে ক্রুশে গাঁথতে, যখন তাকে পেলে না, ভেরিনিয়াকে চাইলে। তুমি চেয়েছিলে ভেরিনিয়া তোমাকে ভালোবাসুক, তোমার কাছে নতজানু হয়ে থাকুক। হায় ক্রাসাস, তুমি এত বোকা—এত নির্বোধ, এতবড় গাড়ল! অথচ তোমার মত লোকেরাই এযুগের যথার্থ প্রতিনিধি। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

তলোয়ারটা খুঁজল কিন্তু পেল না। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে তার আসনের তলায় সেটাকে আবিষ্কার করল। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে সে নতজানু হয়ে বসল, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের মধ্যে সেটা বিঁধিয়ে দিল। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু তলোয়ারটা তখন ভেদ করে গেছে। তার-পর তলোয়ারটার ওপর সে উবুড় হয়ে পড়ল, ফলে তার বাকী অংশটাও প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

ক্রাসাস যখন দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করল, তখন তাকে দেখল ঠিক এই অবস্থায়। তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে সেনাপতির সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হল। চিৎ করার পর সে দেখতে পেল রাজনীতিজ্ঞের মুখখানা যন্ত্রণার বিকৃতিতে স্থির হয়ে রয়েছে।.....

অতঃপর রাগে ও ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে ক্রাসাস স্বগৃহে ফিরে এল। মৃত গ্রাকাসের প্রতি তার ঘৃণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন ঘৃণা কোনো বস্তুকে বা কোনো ব্যক্তিকে সে জীবনে কখনো করেনি। কিন্তু গ্রাকাস এখন মৃত এবং ক্রাসাস যে এ নিয়ে কিছু একটা করবে তার উপায় নেই।

ক্লাসাস বাড়িতে প্রবেশ করেই খবর পেল তার একজন অতিথি এসেছে। তরুণ কেইয়াস তার জন্যে অপেক্ষা করছে। যা ঘটেছে সে সম্পর্কে কেইয়াস কিছুই জানত না। দেখা হতেই সে বলল, কাপুয়ার ছুটি শেষ করে সবেমাত্র সে ফিরেছে, ফিরেই সে তার প্রিয় ক্লাসাসের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছে। সে ক্লাসাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে ধীরে ধীরে করাঘাত করতে থাকে। ক্লাসাস এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দেয়।

ক্লাসাস ছুটে পাশের ঘর থেকে একটা চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল। কেইয়াস তখন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে, তার আহত মুখে বিস্ময় ও ঘৃণা। ক্লাসাস এসেই তার ওপর চাবুক চালাতে শুরু করল।

কেইয়াস আর্তনাদ করে উঠল। বার বার আর্ত চিৎকারেও ক্লাসাসের চাবুক থামল না। শেষ পর্যন্ত ক্লাসাসের গোলামেরা এসে তাকে ঠেকাল এবং কেইয়াস ছোট ছেলের মত চাবুক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে টলতে টলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সংসার গড়ে তোলে, নিয়মিত ঋতু আবর্তনের সঙ্গে তাদের জীবনধারা আবর্তিত হতে থাকে।

পৃথিবী জুড়ে চলেছিল বিরাট বিরাট পরিবর্তন, কিন্তু তার প্রভাব তাদের ওপর পড়ছিল এত ধীরে যে ছককাটা তাদের জীবনধারায় তখনো কোনো ফাটল ধরেনি।

ভেরিনিয়া বন্ধ্যা ছিল না। তার প্রজননশক্তি লোপ পাবার আগে যে ব্যক্তিকে সে বিবাহ করেছিল তাকে বছরে বছরে একটি করে সাতটি সন্তান সে উপহার দিল। শিশু স্পার্টাকাস তাদেরই সঙ্গে বড় হতে লাগল, বলিষ্ঠ ঋজু হল তার দেহের গঠন। যখন তার বয়স সাত বছর, ভেরিনিয়া প্রথম তাকে তার পিতৃপরিচয় দিল এবং তার পিতার কীর্তিকাহিনী শোনাল। সে চমৎকার বুঝতে পারল দেখে ভেরিনিয়া বিস্মিত হল। এ গ্রামের কেউ কখনো স্পার্টাকাসের নাম শোনেনি। এর চেয়ে আরো বিপর্যয়কারী ঘটনা দুনিয়াকে নাড়া দিয়ে গেছে কিন্তু এ গ্রামকে স্পর্শ করেনি। অপর সন্তানগুলি—পাঁচটি ছেলে ও দুটি মেয়ে—বড় হয়ে উঠতে ভেরিনিয়া তাদেরও বার বার স্পার্টাকাসের কাহিনী শোনাল,—বলল, কেমন করে একজন সাধারণ গোলাম অত্যাচার উৎপীরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, কীভাবে সে চারবছর ধরে প্রবল প্রতাপ রোমের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। যে ভয়ঙ্কর খনিতে স্পার্টাকাসকে খাটতে হয়েছে তার সে বর্ণনা দিল, রোমান এরেনায় ছুরি হাতে কেমন করে তাকে লড়তে হয়েছে, তাও সে বলল। সে আরো বলল, কী নম্র, কী সরল কী উদার ছিল স্পার্টাকাস। যে সাদাসিধে মানুষগুলোর সঙ্গে ভেরিনিয়ার জীবন কাটছে, ভেরিনিয়ার মনে হয় তারা স্পার্টাকাসের স্বগোত্র। বাস্তবিক স্পার্টাকাসের সঙ্গীদের বিষয় বলতে গিয়ে সে গ্রামের কোনো না কোনো লোককে উদাহরণস্বরূপ বেছে নিত। আর, যখন সে এইসব কাহিনী বলত, তার স্বামী তা মন দিয়ে শুনত, শুনে তার বিস্ময় ও ঈর্ষা হত।

ভেরিনিয়ার জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ ছিল না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে পরিশ্রম করতে হত। কখনো আগাছা সাফ করে নিড়ানি দিচ্ছে, কখনো ঘর-দোর পরিষ্কার করছে, কখনো সুতো কাটতে কখনো বা কাপড় বুনতে ব্যস্ত। তার সুন্দর ত্বক রোদে পুড়ে ঝলসে গেল, সৌন্দর্যের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি কোনো কালেই তার খুব আসক্তি ছিল না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে অতীতের দিকে তাকাবার সুযোগ পেয়েছে তখনই জীবনের কাছ থেকে যা পেয়েছে তার জন্যে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। স্পার্টাকাসের জন্যে তার আর দুঃখ নেই। তার জীবনের যে অংশটুকু স্পার্টাকাসের সঙ্গে কেটেছে, আজ তার কাছে তা মনে হয় স্বপ্ন।

যখন তার প্রথম পুত্রের বয়স কুড়ি সে জ্বরে পড়ল এবং তিন দিনের রোগ-ভোগের পর মারা গেল। তার মৃত্যু বিলম্বিত হয়নি এবং তেমন যন্ত্রণাও

স্মরণে রাখবে, কখনো সে নাম উচ্চারিত হবে মৃদুভাষে, কখনো বা উচ্চস্বরে, কখনো বা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায়।

নিউইয়র্ক সিটি
জুন,১৯৫১

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA.